মাসিক

আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, আমরা কুরআন নাযিল করেছি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ স্বরূপ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮২)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০২৫

কুরআন সংখ্যা-২

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকে পরিচালনা করাই হৌক আমাদের রাজনীতি

www.at-tahreek.com

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
المجلد : ٢٨ العدد : ٧ شوال و ذوالقعدة ١٤٤٦هـ/ أبريل ٢٠٢٥
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

তাফসীরুল কুরআন (সূরা বাক্বারাহ)

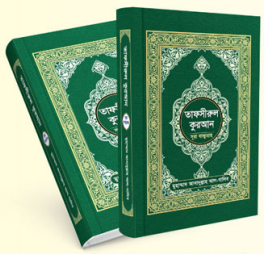

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তাফসীরটির বৈশিষ্ট্য:

- বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর, যা ছহীহ হাদীছ, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার আলোকে প্রণীত।
- সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত, যেখানে কুরআনের ব্যাখ্যার পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক বাস্তবতা ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
- তাফসীরকারকদের আক্বীদাগত বিচ্যুতি বা অনিচ্ছাকৃত ভুল যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানে পাঠকদের সতর্ক করার জন্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য সংযোজন করা হয়েছে।

অর্ডার করুন
✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

হজ্জ ও ওমরাহ

লেখক :
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র পরিচয় ও গুরুত্ব।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র বিস্তারিত বিবরণ।
- হজ্জ সংশ্লিষ্ট এবং হজ্জের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ।
- হজ্জ পালনকালে কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি।
- মক্কা-মদীনার প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বিবরণ।
- এক নযরে হজ্জ।

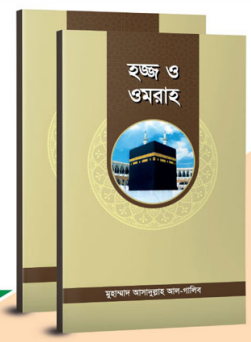

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২
বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ ১৪৪৬ হি.
চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩১-৩২ বাং
এপ্রিল ২০২৫ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
  (বিকাল ৪.০০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা — সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয় :**
▶ কুরআনী বিচারব্যবস্থার স্বরূপ ০২

◆ **প্রবন্ধ :**
▶ কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার স্বরূপ ০৩
-ড. নূরুল ইসলাম
▶ আল-কুরআনে আক্বীদার পাঠ ০৮
-ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
▶ সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা *(২য় কিস্তি)* ১৩
-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
▶ আল-কুরআনে নাসেখ ও মানসূখ ১৭
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
▶ সালাফদের কুরআন চর্চা ২১
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

◆ **মনীষী চরিত :**
▶ আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দী ২৯
-ড. গোলাম কিবরিয়া

◆ **শিক্ষাঙ্গন :**
▶ প্রচলিত হিফয বিভাগ : কতিপয় প্রস্তাবনা ৩৪
-সারওয়ার মিছবাহ

◆ **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৯

◆ **কবিতা :** ৪০
▶ কুরআনের আহ্বান ▶ কুরআনের সৈনিক
▶ ঈদের চাঁদ ▶ কুরআনের মাস
▶ কুরআন সৃষ্ট নয়

◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১

◆ **মুসলিম জাহান** ৪২

◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২

◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪

◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

কুরআনী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ

কুরআনী বিচার ব্যবস্থা হ'ল একটি ন্যায়ভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ বিচার পদ্ধতি, যা মহান আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী আইন শুধুমাত্র অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মৌলিক হাতিয়ার। কুরআনী বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হ'ল আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ। এই বিচার ব্যবস্থা মহান রবের ন্যায়, সাম্য ও উদারনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে কুরআনী বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল-

১. আল্লাহ্র আইন : আল্লাহ্র আইনই কুরআনী বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করবে' *(মায়েদাহ ৫/৪৯)*। এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে, বিচারকার্যে আল্লাহ্র আইনই চূড়ান্ত মানদণ্ড।

২. ন্যায়বিচার : কুরআনী বিচার ব্যবস্থা ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তিশীল, যা সামাজিক শান্তি ও ভারসাম্য পূর্ণভাবে বজায় রাখে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন' *(নাহল ১৬/৯০)*। তিনি বলেন, 'আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়-নীতির সাথে করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*। ইসলামের স্বর্ণালী ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই ন্যায়বিচারের বাস্তবতা কত অসাধারণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, যা বিশ্ব ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

৩. সমতা : কুরআনী বিচার ব্যবস্থায় সকল মানুষ সমান। রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, শক্তিশালী-দুর্বল, নারী-পুরুষ সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়' *(নিসা, ৪/১৩৫)*। জনৈকা উচ্চবংশীয়া মহিলার হাত না কাটার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সুফারিশ আসলে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তাহ'লে আমি তার হাত কেটে দিতাম' *(বুখারী হা/৩৪৭৫)*।

৪. বাদী ও অভিযুক্তের অধিকার রক্ষা : কুরআনী বিচার ব্যবস্থায় বাদী বা অভিযুক্তের অভিযোগ শোনা এবং তার প্রমাণ উপস্থাপনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়, যা ন্যায়বিচারের জন্য সহায়ক হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় এতে বাদীর বক্তব্য যাচাই-বাছাইয়েরও ব্যবস্থা আছে, যাতে অন্যায়ভাবে কাউকে অভিযুক্ত না করা হয় এবং হয়রানীমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের না করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকটে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহ'লে তোমরা সেটা যাচাই কর' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*।

৫. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি : কুরআনী বিচারব্যবস্থায় প্রদত্ত অপরাধীর শাস্তি সমাজের জন্য দৃষ্টান্তমূলক হয়, যা ভবিষ্যতে যে কোন অপরাধীকে অপরাধের কঠোর পরিণাম সম্পর্কে চূড়ান্ত ভীতি প্রদর্শন করে। যেমন- (ক) হদ (সুনির্দিষ্ট শাস্তি) : কুরআনে কিছু মৌলিক অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন : চুরির শাস্তি হাত কাটা *(মায়েদাহ ৫/৩৮)*, ব্যভিচারের শাস্তি রজম করা বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা *(নূর ২৪/২)*, ছিনতাই-রাহাজানির জন্য অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী কঠোর শাস্তিবিধান *(মায়েদা ৩৩)* ইত্যাদি। এই শাস্তি অবধারিত, যা কেউ মওকূফ করতে পারবে না এবং শাস্তি জনসম্মুখে হয় বলে সম্ভাব্য অপরাধীরা সতর্ক হয়ে যায়। (খ) ক্বিছাছ (প্রতিশোধ) : কুরআনে হদ্দের পাশাপাশি কিছু অপরাধের জন্য ক্বিছাছের বিধান দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে অপরাধীর উপর অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি বর্তায়। অর্থাৎ সে যদি কাউকে হত্যা করে, তবে তাকেও হত্যা করা হবে। যেমন : আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা তাদের উপর বিধিবদ্ধ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখম সমূহের বদলে যখম' *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হ'ল, বাদী চাইলে অপরাধীর শাস্তি মওকূফ কিংবা লঘু করতে পারবে। (গ) দিয়ত (রক্তপণ) : কুরআনে হত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত (রক্তপণ) এর বিধান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'অতএব যদি কোন মুমিন কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তবে সে একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে এবং তার পরিবারের নিকট রক্তমূল্য সমর্পণ করবে' *(নিসা ৪/৯২)*।

৬. শাস্তি ও ক্ষমার মধ্যে ভারসাম্য : ইসলামী বিচারব্যবস্থায় কঠোরতা ও দয়া পরস্পর ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়। শাস্তি ও ক্ষমার এই ভারসাম্য পৃথিবীর কোন বিচারব্যবস্থায় পাওয়া যাবে না। এতে সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধের জন্য হদের মত কঠোর বিধান যেমন রয়েছে, তেমনি ক্বিছাছের ক্ষেত্রে ক্ষমা ও সংশোধনেরও সুযোগ রাখা হয়েছে। যেমন ক্বিছাছের বিধান বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! নিহতদের বদলা গ্রহণের বিষয়টি তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হ'ল। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। এক্ষণে যদি তার (নিহত) ভাইয়ের পক্ষ হ'তে তাকে কিছু মাফ করা হয়, তবে তাকে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তাগাদা করা হয় এবং সঙ্গতভাবে সেটি পরিশোধ করা হয় *(বাক্বারাহ ২/১৭৮)*।

কুরআনে বর্ণিত এই ক্বিছাছ আইন কতটা মানবতাপূর্ণ এবং বাস্তবতার সাথে সংগতিশীল, তা এই আয়াতেই সুস্পষ্ট। কারণ এখানে একদিকে বাদীর অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে বাদী বা বাদীর পরিবার চাইলে অপরাধীকে পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা হবে, আর যদি বাদী অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় বা শাস্তি লঘু করে দেয়, তাহ'লে বিচারকের সেখানে কিছুই বলার নেই। অন্যদিকে এখানে অপরাধীর অধিকারও সংরক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ সে যদি নিজের ভুল বুঝতে পারে অথবা কোন কারণে অন্যায় বিচারের শিকার হয়, তবে বাদীর কাছে তার মাফ চেয়ে নেয়ার অধিকার রয়েছে। যদি সে বাদী বা বাদীর পরিবারকে যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়ে কিংবা ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারে তবে তাতেও বিচারকের আপত্তি থাকে না। ফলে নিজেকে সংশোধনের সুযোগ পায়।

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, কুরআনী বিচারব্যবস্থা কতটা ন্যায়বিচারপূর্ণ ও মানবিক। কেননা এ বিধান স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স রাজ্যের বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠাকাল : ১৬৩৬ খৃ.)-এর আইন বিভাগের অমুসলিম প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের প্রবেশদ্বারে পর্যন্ত ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠ বাণী

[বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

www.at-tahreek.com

কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার স্বরূপ

-ড. নূরুল ইসলাম

ভূমিকা :

কুরআন মাজীদ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এটি সত্য-মিথ্যার পার্থক্যনিরূপক মানদণ্ড ও হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। মহান আল্লাহ বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا 'মহা পবিত্র তিনি যিনি স্বীয় বান্দার প্রতি ফায়ছালাকারী গ্রন্থ নাযিল করেছেন পর্যায়ক্রমে। যাতে সে জগদ্বাসীর জন্য সতর্ককারী হ'তে পারে' (*ফুরক্বান ২৫/১*)। তিনি আরো বলেন, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ 'বস্তুতঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এসেছে একটি জ্যোতি ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব' (*মায়েদাহ ৫/১৫*)। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 'আলিফ লাম র-। এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে বের করে আনতে পার অন্ধকার হ'তে আলোর পথে, তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। মহা পরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিত আল্লাহ্র পথে' (*ইবরাহীম ১৪/১*)। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের সকল কিছুই এতে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 'এই কিতাবে কোন কিছুই আমরা বলতে ছাড়িনি' (*আন'আম ৬/৩৮*)। তিনি আরো বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 'আর আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি সকল কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ, অনুগ্রহ এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ হিসাবে' (*নাহল ১৬/৮৯*)। সুতরাং কুরআন মাজীদ আল্লাহ প্রদত্ত এক অনন্য উপহার। যা মুসলিম উম্মাহ্র গর্বের প্রতীক। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ 'আর এই কুরআন তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য মর্যাদার প্রতীক এবং তোমরা সত্বর এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে' (*যুখরুখ ৪৩/৪৪*)।

ত্বালহা বিন মুছাররিফ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى؟ فَقَالَ لاَ، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ. 'নবী করীম (ছাঃ) কি (বিশেষ কোন বিষয়ে) অছিয়ত করেছিলেন? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর অছিয়ত ফরয করা হল, অথবা অছিয়তের নির্দেশ দেওয়া হল? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন'।[১] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, وَقَول بن أَبِي أَوْفَى أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ أَيْ بِالتَّمَسُّكِ بِهِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ... 'ইবনু আবী আওফার উক্তি : 'তিনি আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন' অর্থাৎ কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে এবং তদনুযায়ী আমল করতে রাসূল (ছাঃ) অছিয়ত করেছেন। ... কুরআন সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে অথবা সরাসরি নছ বা ইসতিম্বাতের মাধ্যমে এতে সকল কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা থাকার কারণে সম্ভবত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) শুধু কিতাবের অছিয়ত করেছেন। কারণ মানুষ যখন কুরআনে যা কিছু রয়েছে তার অনুসরণ করবে তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে যা কিছুর আদেশ করেছেন তার প্রতি আমল করবে। কেননা আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও' (*হাশর ৫৯/৭*)।[২]

অন্যদিকে বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি দু'টি বস্তু। যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ'।[৩] এক্ষণে প্রশ্ন হল, আমরা কীভাবে কুরআনকে আঁকড়ে ধরব? আর এর ফায়েদাই বা কি হবে? আলোচ্য প্রবন্ধে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব :

মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে এ ধূলির ধরণীতে প্রেরণ করেছেন। গোমরাহীর নিকষকালো অন্ধকার থেকে হেদায়েতের প্রোজ্জ্বল আলোয় বিশ্ববাসীকে উদ্ভাসিত করার জন্য আসমানী গাইডবুক হিসাবে তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছেন নিঃসন্দেহ কিতাব 'আল-কুরআন' (*বাক্বারাহ ২/২*)। সেই সাথে কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 'অতএব তুমি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর যা তোমার প্রতি অহি করা হয়। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত' (*যুখরুফ ৪৩/৪৩*)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: فتمسك يا محمد بما يأمرك به هذا القرآن الذي أوحاه إليك

১. *বুখারী হা/২৭৪০; মুসলিম হা/১৬৩৪, 'অছিয়ত' অধ্যায়।*
২. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২১ হি./২০০০), ৫/৪৪৩।*
৩. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬।*

ربك، (إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) ومنهاج سديد، وذلك هو دين الله الذي أمر به، وهو الإسلام ‘আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদকে বলছেন, হে মুহাম্মাদ! এই কুরআন তোমাকে যা নির্দেশ দেয় তুমি তা আঁকড়ে ধরো। যা তোমার প্রভু তোমার প্রতি অহি করেছেন। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের ও সঠিক পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বীন ইসলামের অনুসরণের জন্যই তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে’।[৪]

হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, أي: خذ بالقرآن المنزل على قلبك، فإنه هو الحق، وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم، الموصل إلى جنات النعيم، والخير الدائم المقيم. ‘অর্থাৎ তোমার হৃদয়ে অবতারিত কুরআনকে তুমি আঁকড়ে ধরো। কেননা কুরআনই সত্য এবং সরল পথের দিশারী। যা নে‘মতপূর্ণ জান্নাত ও চিরস্থায়ী কল্যাণের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়’।[৫]

ইমাম রাযী বলেন, بأن تعتقد أنه حق، وبأن تعمل بموجبه، فإنه الصراط المستقيم الذي لا يميل عنه إلا ضال في الدين ‘তুমি কুরআনকে সত্য গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বাস করবে এবং তার নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবে। কেননা এটিই সরল পথ। দ্বীনের মধ্যে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি ছাড়া কেউ এথেকে বিচ্যুত হ’তে পারে না’।[৬]

আধুনিক মুফাস্সির জামালুদ্দীন কাসেমী (১৮৬৬-১৯১৪) বলেন, يعني دين الله الذي أمر به وهو الإسلام. فإنه كامل الاستقامة من كل وجه. قال الشهاب: هذا تسلية له صلّى الله عليه وسلّم وأمر لأمته أو له، بالدوام على التمسّك. ‘অর্থাৎ আল্লাহ্র দ্বীন ইসলামকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা সর্বদিক থেকে এটি ত্রুটিমুক্ত। শিহাবুদ্দীন আলূসী বলেন, এটি নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য সান্ত্বনা এবং তাঁর বা তাঁর উম্মতের জন্য সর্বদা কুরআনকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ’।[৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ‘আর তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং (দ্বীনের ব্যাপারে) পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না’ *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। উক্ত আয়াতে বর্ণিত حَبْلُ اللهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআন।[৮] রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَةٍ ‘সাবধান! আমি তোমাদের মাঝে দু’টি ভারী জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তন্মধ্যে একটি আল্লাহ্র কিতাব। এটি আল্লাহ্র রজ্জু। যে এর অনুসরণ করবে সে হেদায়েতের উপর থাকবে। আর যে একে পরিত্যাগ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে’।[৯]

সুতরাং কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব অপরিসীম। এর মধ্যেই নিহিত আছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ।

কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার স্বরূপ :

১. কুরআনের সত্যতার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস : কুরআনকে আঁকড়ে ধরার অন্যতম শর্ত হ’ল, কুরআন মাজীদ যে আল্লাহ্র কালাম ও তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অহি সে বিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ‘এই কিতাব, যাতে কোনই সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক’ *(বাক্বারাহ ২/২)*। সেই সাথে কুরআনের সত্যতা-সঠিকতা এবং এর আনীত বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণ ঈমান ও সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ‘আর এজন্য যে, জ্ঞানীরা যেন জানে যে, এটা (কুরআন) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে প্রেরিত সত্য। অতএব তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি নিশ্চিন্ত হয়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন’ *(হজ্জ ২২/৫৪)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ‘অর্থাৎ যাদেরকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী উপকারী জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এবং যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী তারা যেন জানে যে, আমরা তোমার প্রতি যা অহি করেছি তা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য। আল্লাহ তার ইলম থেকে যা অবতীর্ণ করেছেন এবং কুরআনের সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত হওয়া থেকে যাকে রক্ষা করেছেন। বরং এটি এক প্রজ্ঞাময় কিতাব। لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ‘এতে কোন মিথ্যা প্রবেশ করে না সম্মুখ হ’তে বা পশ্চাত হ’তে। এটি মহা প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪২)*।[১০]

২. কুরআনের উপর আমল করা :

কুরআন নিছক পাঠের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। বরং এর আনীত বিধান সমূহের প্রতি আমলের মাধ্যমে তা সার্বিক জীবনে বাস্তবায়নের জন্য নাযিল হয়েছে। কুরআনের উপর আমল কুরআনের অন্যতম বড় হক। মহান আল্লাহ বলেন, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ‘বস্তুতঃ

---

৪. তাফসীরে ত্বাবারী ২১/৬১০।
৫. ইবনু কাছীর, তাফসীর ইবনে কাছীর (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৩ হি./২০০২খৃ.), ৭/২৩০।
৬. তাফসীরে কাবীর ৯/৬৩৪।
৭. তাফসীরে কাসেমী ৮/৩৯২।
৮. তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৯৬-৯৭।
৯. মুসলিম হা/২৪০৮।
১০. তাফসীর ইবনে কাছীর ৫/৪৬০।

www.at-tahreek.com

এই কিতাব (কুরআন) আমরা নাযিল করেছি যা বরকতমণ্ডিত। সুতরাং তোমরা এটির অনুসরণ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার' *(আন'আম ৬/১৫৫)*।

ইহূদীরা তাওরাত শুধু পাঠ ও শ্রবণ করতো। কিন্তু এর প্রতি আমল করতো না। সেজন্য কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাদেরকে গাধার সাথে তুলনা করে বলেছেন, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 'যারা তাওরাত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হ'ল গাধার মত, যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে। কতই না মন্দ সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(জুম'আ ৬২/৫)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইহূদীদেরকে- যাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল এবং যারা এর উপর আমল করার জন্য একে বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারা তাওরাতের উপর আমল করেনি, তাদেরকে নিন্দা করে বলছেন, এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধার মতো যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে। অর্থাৎ গাধা যেমন কিতাব বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় জানে না তার মধ্যে কি আছে, সে কেবল বাহ্যিকভাবে বহন করে নিয়ে যায়। তার পিঠের ওপরে কি আছে তা সে জানে না। তেমনি ইহূদীরাও তাদেরকে প্রদত্ত কিতাব বহন করার ব্যাপারে ঐ গাধার মতো। তারা তাওরাতের শব্দ মুখস্থ করেছে কিন্তু এর অর্থ বুঝেনি এবং তদনুযায়ী আমলও করেনি। বরং তারা তাওরাতের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি সাধন করে একে পরিবর্তন করে ফেলেছে। এদের অবস্থা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা গাধার তো কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। কিন্তু এদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক সবই রয়েছে, কিন্তু তারা তা কাজে লাগায়নি। এজন্য অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 'ওরা হল চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট। ওরা হল উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।[১১]

যামাখশারী বলেছেন, 'ইহূদীরা তাওরাতের ধারক-বাহক, পাঠক ও হিফযকারী হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি আমল না করার এবং এর আয়াত সমূহের দ্বারা উপকৃত না হওয়ার কারণে তাদেরকে গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যে গাধা ইলমের বড় বড় কিতাব বহন করে। সে এগুলো পিঠে নিয়ে পথ চলতে থাকে। কিন্তু কিতাব বহনের কষ্ট-ক্লান্তি ছাড়া তার পিঠে কি আছে তা সে জানে না। সুতরাং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না তার দৃষ্টান্ত এই গাধার মতো। কতইনা মন্দ এই উপমা (وكل من علم و لم يعمل بعلمه فهذا مثله، وبئس المثل)।[১২]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ 'বস্তুতঃ যারা কিতাবকে মযবুতভাবে ধারণ করে ও ছালাত কায়েম করে, নিশ্চয়ই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার বিনষ্ট করি না' *(আ'রাফ ৭/১৭০)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আধুনিক মুফাস্সির আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দী (১৮৮৯-১৯৫৭) বলেন, 'অর্থাৎ যারা ইলম ও আমলগতভাবে কিতাবকে আঁকড়ে ধরে। ফলে তারা কুরআনের বিধি-বিধান ও ঘটনাসমূহ জানে, যা জানা সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান। তারা কিতাবের আদেশ সমূহের প্রতি আমল করে। যেগুলি চোখের শীতলতা, অন্তরের প্রফুল্লতা, আত্মার আনন্দের উপলক্ষ্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের ফল্গুধারা। কুরআনের যে সকল নির্দেশকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক তন্মধ্যে অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ হ'ল, গোপনে ও প্রকাশ্যে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা। ছালাতের ফযীলত, মর্যাদা এবং তা ঈমানের মানদণ্ড হওয়ার কারণে আল্লাহ এখানে বিশেষভাবে ছালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ ছালাত প্রতিষ্ঠা অন্যান্য ইবাদত প্রতিষ্ঠার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাদের সকল আমল যেহেতু সৎ, তাই আল্লাহ বলেছেন, আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার বিনষ্ট করি না। যারা তাদের কথায়, কাজে ও নিয়তে সৎ। তারা যেমন নিজেরা সৎকর্মশীল, তেমনি অন্যদেরকেও সংস্কার-সংশোধন করে। এই আয়াত ও এ জাতীয় অন্য আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে মানবতার কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছেন, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও শান্তি বিনষ্টের জন্য পাঠাননি। তাদেরকে মানুষের উপকার করার জন্য প্রেরণ করেছেন, ক্ষতি করার জন্য নয়। তারা ইহ ও পরকালীন কল্যাণের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং যে যত বেশী সৎকর্মপরায়ণ হবে, সে তত বেশী নবীদের অনুসরণকারী বলে গণ্য হবে (فكل من كان أصلح، كان أقرب إلى اتباعهم)।[১৩]

সুতরাং কুরআন যা হালাল করেছে তাকে হালাল এবং যা হারাম করেছে তাকে হারাম সাব্যস্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে কুরআনের বিরোধিতা করা বা কম-বেশী করা আল্লাহ্র প্রতি সরাসরি মিথ্যারোপ। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ- مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'তোমরা তোমাদের যবানে

১১. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৮/৯০।*

১২. *যামাখশারী, তাফসীরে কাশশাফ (বৈরূত : দারু ইবনে হাযম, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩হি./২০১২খৃ), অখণ্ড, পৃ. ১৩৮৪।*

১৩. *তাফসীরে সা'দী (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩হি./২০০২খৃ.), পৃ. ৩০৮।*

যেভাবে মিথ্যা বলে থাক, সেভাবে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে বলো না যে, এটি হালাল ও এটি হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে, তারা সফলকাম হয় না। (হারামের) সুখ-সম্ভোগ অতীব নগণ্য। অথচ (পরিণামে) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(নাহল ১৬/১১৬-১১৭)*।

ছাহাবায়ে কেরাম কুরআনের প্রতি আমলের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক-সজাগ ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, كانَ الرجل مِنَّا إذا تعلَّم عَشْرَ آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهُنَّ، والعملَ بهنَّ 'আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ১০টি আয়াত পাঠ করার পর আর সামনে অগ্রসর হতেন না। যতক্ষণ না তার মর্ম অনুধাবন করতেন ও তদনুযায়ী আমল করতেন'।[১৪]

আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন হাবীব আস-সুলামী বলেন, حدثنا الذين كانوا يُقرِئوننا: أنهم كانوا يستقرِئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلَّموا عَشْرَ آيات لم يخلِّفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلَّمنا القرآن والعمل جميعًا 'আমাদেরকে যারা কুরআন পাঠ করিয়েছেন তারা বলতেন, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে যখন কুরআন শিখতেন, তখন ১০টি আয়াত জানলে তারা আর তাঁর পিছে পড়তেন না, যতক্ষণ না ঐ আয়াতগুলির উপর তারা আমল করতেন। এভাবে আমরা কুরআন ও তদনুযায়ী আমল সবই শিখতাম'।[১৫]

কুরআনের প্রতি আমলকারীদের উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে নাওয়াস বিন সাম'আন (রাঃ) বলেন, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও তার বাহককে আনা হবে। যারা তার উপর আমল করেছিল। যাদের সম্মুখে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান। সে দু'টি হবে মেঘমালা অথবা দু'টি কালো শামিয়ানা সদৃশ। যার মধ্যে থাকবে চমক'।[১৬]

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. 'আমাদের উপর কুরআনের শব্দসমূহ মুখস্থ করা কঠিন কিন্তু এর প্রতি আমল করা সহজ ছিল। আর আমাদের পরবর্তীদের জন্য কুরআন মুখস্থ করা সহজ কিন্তু এর প্রতি আমল করা কঠিন হবে'।[১৭]

৩. কুরআন তেলাওয়াত ও অনুধাবন :

কুরআন তেলাওয়াত দুই প্রকার। যথা: ১. تلاوة لفظية বা শাব্দিক তেলাওয়াত। স্রেফ কুরআন পাঠ করা এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের প্রত্যেক হরফ পাঠে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।[১৮] ২. تلاوة حكمية বা হুকুমগত তেলাওয়াত। কুরআন মাজীদের আদেশকৃত বিষয়গুলো পালন ও নিষেধগুলো বর্জন করা, কুরআনে প্রদত্ত সংবাদগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং এর বিধি-বিধানগুলো অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা হুকুমগত তেলাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত।[১৯] শায়েখ উছায়মীন বলেন, وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن 'এটাই কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য'।[২০] যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

সুতরাং কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে হলে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে, এর উদ্দেশ্য-মর্ম অনুধাবন করতে হবে, এর বিধি-বিধান ও আইন সমূহকে জানতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। অন্যথায় কিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ) আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলবেন, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার উম্মত এই কুরআনকে পরিত্যক্ত গণ্য করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'মুশরিকদের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা হলে তারা হৈচৈ করত এবং অন্য প্রসঙ্গে কথা বলত। যাতে মানুষেরা কুরআন শুনতে না পারে। তাদের এহেন কর্ম কুরআনকে পরিত্যক্ত ঘোষণার শামিল। কুরআনের জ্ঞান ও হিফয পরিত্যাগ, কুরআনের প্রতি ঈমান না আনা ও একে সত্যায়ন না করা, এর অর্থ-মর্ম না বুঝা, এর প্রতি আমল বর্জন করা এবং কুরআনের আদেশ সমূহ বাস্তবায়ন ও নিষেধ সমূহ বর্জন না করা কুরআনকে পরিত্যাগ করা হিসাবে পরিগণিত হবে। কুরআনকে বাদ দিয়ে কবিতা, কারো উক্তি, গান-বাজনা, ক্রীড়া-কৌতুক, কথা বা কুরআন থেকে গৃহীত নয় এমন কোন তরীকার দিকে ঝুঁকে পড়াও কুরআনকে পরিত্যাগের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে'।[২১]

মহান আল্লাহ বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا 'তবে কি তারা কুরআন

১৪. *তাফসীরে ত্বাবারী ১/৮০।*
১৫. *মাজালিসু শাহরি রামাযান, পৃ. ৫৪।*
১৬. *মুসলিম হা/৮০৫; মিশকাত হা/২১২১।*
১৭. *তাফসীরে কুরতুবী ১/৪০।*
১৮. *তিরমিযী, হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭, সনদ ছহীহ।*
১৯. *শায়েখ উছায়মীন, মাজালিসু শাহরি রামাযান (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪২৩ হি.), পৃ. ২১ ও ৫৪।*
২০. *ঐ, পৃ. ৫৪।*
২১. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৬/১২০।*

অনুধাবন করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসত, তাহ'লে তারা এর মধ্যে বহু অসঙ্গতি দেখতে পেত' *(নিসা ৪/৮২)*। তিনি আরো বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا 'তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ'? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

আধুনিক মুফাস্সির আব্দুর রহমান সা'দী বলেন, 'অর্থাৎ এইসব কুরআন বিমুখ ব্যক্তিরা কেন সত্যিকার অর্থে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? কারণ তারা যদি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করত তাহলে সেটি তাদেরকে সকল কল্যাণের দিকে পথনির্দেশ করত এবং সকল অকল্যাণ-অনিষ্টতা থেকে সতর্ক করত। তাদের অন্তরগুলো ঈমান ও নিশ্চন্ত বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। আর কুরআন-ই তাদেরকে মহৎ উদ্দেশ্য ও মূল্যবান অনুগ্রহের দিকে পৌঁছিয়ে দিত। আল্লাহ ও জান্নাতের দিকে পৌঁছার পথ বাৎলে দিত এবং কোন পথ জাহান্নামের আযাবের পানে নিয়ে যায় এবং কোন বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে সেটিও নির্দেশ করত। উপরন্তু তাদেরকে তাদের প্রতিপালক, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং অনুগ্রহের সাথে পরিচয় করে দিত। তাদেরকে অফুরন্ত পুণ্য লাভের প্রতি উদ্বুদ্ধ করত এবং কঠিন শাস্তির ভয় দেখাত'। অতঃপর তিনি أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا অংশের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ অন্তরে অনিষ্টতা থাকার কারণে তাদের অন্তর তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে সেখানে কখনোই কল্যাণ প্রবেশ করবে না। এটাই হল বাস্তবতা'।[২২]

৪. কুরআন হিফয করা :

এখানে হিফয দ্বারা কুরআন মুখস্থ ও লিপিবদ্ধ করণ এবং মুদ্রণের মাধ্যমে একে ধ্বংস,হ্রাস-বৃদ্ধি ও অযত্ন-অবহেলা থেকে সংরক্ষণ করা উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ কুরআন হেফাযতের দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل مَّا ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه، 'কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বাতিল জিনিস তাতে বৃদ্ধি করা থেকে এবং কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বিধি-বিধান, দণ্ডবিধি ও ফরয সমূহের কোন কিছু কম করা থেকে আমরা কুরআনকে হেফাযতকারী'।[২৩] আধুনিক মুফাস্সির তানতাবী বলেন, 'কুরআনের মর্যাদা বিনষ্টকারী সকল কিছু থেকে আমরা কুরআনকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হেফাযত করব। যেমন, অপব্যাখ্যা, পরিবর্তন-পরিবর্ধন,হ্রাস-বৃদ্ধি, পরস্পর বিরোধিতা ও মতভেদ। অলৌকিকতার মাধ্যমেও আমরা কুরআনকে হেফাযত করব। ফলে কেউ এর বিরোধিতা করতে বা এর মতো একটি সূরা রচনা করতে সক্ষম হবে না। অনুরূপভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের একদল মানুষের কুরআন মুখস্থকরণ ও এর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমেও আমরা কুরআনের হেফাযত করব'।[২৪]

মসজিদ-মক্তবে বাচ্চাদের জন্য কুরআন মুখস্থ করার ব্যবস্থা গ্রহণ, হিফয মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কুরআন বিভাগ বা অনুষদ খোলা কুরআন সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম। আধুনিক উন্নত প্রেসে কুরআন ছাপিয়ে বিশ্ববাসীর মধ্যে বিতরণও কুরআন সংরক্ষণের একটি কার্যকর পন্থা। মদীনা মুনাউওয়ারায় অবস্থিত 'বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স' যার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(চলবে)

২২. *তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৭৮৮-৮৯।*

২৩. *তাফসীরে ত্বাবারী ১৭/৬৮।*

২৪. *তাফসীরে তানতাবী ১/২৪৫৬।*

(সম্পাদকীয় বাকী অংশ)

হিসাবে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতটি ইস্পাতের সাইনবোর্ডে খোদাই করে লিপিবদ্ধ রয়েছে *(দৈনিক ইনকিলাব ৬ই জানুয়ারী ২০২০, পৃ. ৬)*। নিঃসন্দেহে এটি অমুসলিমদের নিকট কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আমরা নিশ্চিত যে, যদি বাংলাদেশে উক্ত আইন চালু থাকত, তাহ'লে দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী মাগুরার ৮ বছরের আছিয়া ধর্ষণ, রূপগঞ্জে ৭ বছরের শিশু নিপীড়ন, লালমণিরহাটের হাতীবান্ধায় সাড়ে ৭ বছরের শিশু ধর্ষণ, রংপুরের তারাগঞ্জে কিশোরী ধর্ষণ, বরিশালের মুলাদী উপযেলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যার ভয় দেখিয়ে হাত-পা বেঁধে ২১ বছরের এক বাকপ্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণ, সোনারগাঁওয়ে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার মত জঘন্য অপরাধগুলো হওয়ার সুযোগ থাকত না। এগুলি মাত্র একদিনের দু'টি পত্রিকার হিসাব। এভাবে প্রতিদিন কত শত ধর্ষণ ও ব্যভিচার যে হচ্ছে তার হিসাব কোথায়? ইসলামে ধর্ষণ ও ব্যভিচারের শাস্তি হ'ল 'সঙ্গে সার' অর্থাৎ কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে মাথায় পাথর মেরে প্রকাশ্যে হত্যা করা *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৫৫৫-৬২)*। দেশে এই আইন বিদ্যমান থাকলে ধর্ষণ ও ব্যভিচারের প্রবণতা একেবারেই কমে যেত। ইসলামে চুরির শাস্তি হাত কাটা, যে আইন থাকলে দেশ থেকে ব্যাংক লুট ও লক্ষ-কোটি টাকা পাচার হ'ত না। চোর/দূর্নীতিবাজদের জামাই আদর না করে হাত কাটার শাস্তি প্রয়োগ করলে লুটপাট করার মানসিকতা বন্ধ হয়ে যেত। এ বিধান মানুষের স্বাভাবিক চাহিদার অনুকূলে এবং সকলের জন্য কল্যাণকর। অথচ দেশের প্রচলিত দীর্ঘসূত্রী বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে এর বিপরীত। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। অতএব সমাজে প্রকৃত অর্থে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাইলে ইসলামের স্বর্ণযুগের এই বিচারব্যবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। কেবল সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃংখলার স্বার্থেই নয় বরং মুসলিম হিসাবে ঈমান রক্ষার স্বার্থেও আমাদেরকে সরকারীভাবে এ বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন- আমীন! *(স.স.)*।

আল-কুরআনে আক্বীদার পাঠ

-ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী*

একজন মুসলিম ব্যক্তি মহান আল্লাহ, ফেরেশতা, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, আখেরাত ও তাক্বদীর সম্পর্কে কিরূপ আক্বীদা পোষণ করবে এর সবকিছুই পবিত্র কুরআনে যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের এমন কোন সূরা নেই যেখানে আক্বীদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। তাওহীদ কি, তাওহীদপন্থী কারা, তাদের দুনিয়ায় করণীয় কি, দুনিয়ায় বিজয় এবং পরকালে পরম সুখের জান্নাত, বিপরীতে শিরক কি, মুশরিকের পরিচয়, দুনিয়ায় তাদের পরাজয় এবং আখেরাতে জাহান্নাম ইত্যাদি আলোচনায় পরিপূর্ণ পবিত্র কুরআন। নূহ, হূদ, ছালেহ ও ইবরাহীম (আঃ)-এর বিশুদ্ধ আক্বীদার দাওয়াত এবং দাওয়াত কবুলকারীদের উপর আগত সাহায্য এবং প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর শাস্তির কথাও বিবৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনে। পবিত্র কুরআনে আক্বীদা সংক্রান্ত আলোচনার কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

প্রথমতঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান :

রুবূবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত এবং আসমা ওয়াছ ছিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই হ'ল, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার মূল অর্থ।

◻ মা'বূদ হিসাবে আল্লাহ্র একত্বের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আর আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، 'আর নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত হও' *(নাহল ১৬/৩৬)*। তিনি বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 'আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতিহা ১/৪)*।

◻ আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একত্বের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে, قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، 'তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফেরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*। আরো এসেছে, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে' *(নিসা ৪/৮০)*।

◻ শাফা'আতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একত্বের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে, وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، 'আর তুমি কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক কর। যারা এ বিষয়ে ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে, যেখানে তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুফারিশকারী থাকবে না। যাতে তারা সংযত হয়' *(আন'আম ৬/৫১)*।

◻ হুকুম ও বিধানদাতা হিসাবে আল্লাহ্র একত্বের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، 'আদেশ দানের ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত কারু নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না' *(ইউসূফ ১২/৪০)*। আরো এসেছে, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، 'তবে কি তারা ফের জাহেলিয়াতের বিধান কামনা করে? অথচ দৃঢ় বিশ্বাসীদের নিকট আল্লাহ্র চাইতে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে'? *(মায়েদাহ ৫/৫০)*।

◻ রব ও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র একত্বের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে, إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হ'লেন আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে উন্নীত হয়েছেন। তিনি কর্ম সমূহ পরিচালনা করেন' *(ইউনুস ১০/৩)*। আরো এসেছে, اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ 'আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা' *(যুমার ৩৯/৬২)*।

◻ মহান আল্লাহ্র গুণবাচক নাম ও গুণসমূহে তাঁর একত্বের বিষয়ে আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি বলেন, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، 'তিনি তাদের অগ্র-প্রশ্চাৎ সবই জানেন। আর তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না' *(ত্বোয়াহা ২০/১১০)*। তিনি আরো বলেন, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، 'কোন দৃষ্টি তাঁকে (দুনিয়াতে) বেষ্টন করতে পারে না। বরং তিনিই সকল দৃষ্টিকে বেষ্টন করেন। তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবগত' *(আন'আম ৬/১০৩)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، 'বল, তিনি আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন, আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' *(ইখলাছ ১১২/১-৪)*।

তিনি আরো বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا

* পিএইচ.ডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদীআরব।

الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، 'আর আল্লাহ্র জন্য সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে। সেসব নামেই তোমরা তাঁকে ডাক এবং তাঁর নাম সমূহে যারা বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ কর' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ ادْعُوا اللهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، 'বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে ডাক বা 'রহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাকো না কেন, সকল সুন্দর নাম তো কেবল তাঁরই জন্য' *(বানী ইসরাঈল ১৭/১১০)*।

◻ পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ্র আরশে সমুন্নত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। অথচ এ গুণটি নামধারী অনেক মুসলিমরা অস্বীকার করে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ আয়াতটি হচ্ছে, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى: 'দয়াময় আরশে সমুন্নত' *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*। আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন' *(আল-আ'রাফ ৭/৫৪)*।

◻ পবিত্র কুরআনে আল্লাহর আকারের কথা বলা হয়েছে। তিনি নিরাকার ও সত্ত্বাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন। সেকারণ কুরআনে আল্লাহ্র চেহারা *(আর-রহমান ২৭)*, তাঁর দুই হাত *(ছোয়াদ ৭৫; মায়েদাহ ৬৪)*, তাঁর চোখ *(ত্বূর ৪৮)* আছে বলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু তা কারু সাথে তুলনীয় নয়। আল্লাহ বলেন, 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১; নাহল ৭৪)*।

* **ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ :** পবিত্র কুরআনে ঈমান রক্ষার পাশাপাশি ঈমান ভঙ্গের বিষয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। যেমন-

* **শিরক :** মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، 'অতএব তুমি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে উপাস্য নির্ধারণ করো না। তাহ'লে তুমি নিন্দিত ও অনুগ্রহ বঞ্চিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(বানী ইস্রাঈল ১৭/৩৯)*। তিনি আরো বলেন, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ 'অতএব তুমি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করো না। তাহ'লে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(শো'আরা ২৬/২১৩)*।

* কুরআনুল কারীম ও ছহীহ হাদীছের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, তামাশা করা। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، 'বলে দাও, তবে কি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহকে নিয়ে এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে? তোমরা কোন ওযর পেশ করো না। তোমরা অবশ্যই কুফরী করেছ ঈমান আনার পরে' *(তওবাহ ৯/৬৫-৬৬)*।

* আক্বীদা ধ্বংসকারী মতবাদের উপর ঈমান আনা। যেমন- নাস্তিক্যবাদ, মাসুনিয়া, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ বা এ জাতীয় মতবাদ যা আরব অমুসলিমদেরকে অনারব মুসলিমদের উপর প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، 'আর যে ব্যক্তি 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

* মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আল্লাহ বলেন, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ، 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর (সেটি স্বতন্ত্র কথা)। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্র কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*।

দ্বিতীয়তঃ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান :

ফেরেশতাদের প্রতি কিরূপ ঈমান আনতে হবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন-

◻ তারা আল্লাহ্র অবাধ্য হন না : ফেরেশতামণ্ডলী সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। ফলে আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধের চোখের পলক পরিমাণও বিরোধিতা তারা করেন না। যেভাবে আদিষ্ট হন সেভাবেই তা পালন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ، 'তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তারা তাই করে' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

◻ তাদের ডানা ও ক্বলব আছে : আল্লাহ তা'আলা বলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। যিনি ফেরেশতাদের করেছেন বার্তাবাহক। যারা দুই দুই, তিন তিন বা চার চার ডানা বিশিষ্ট' *(ফাত্বির ৩৫/১)*।

◻ ফেরেশতামণ্ডলী বিভিন্ন রকম দায়িত্ব পালন ও কর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত। তারা তাদের দায়িত্ব পালনে সামান্য ত্রুটিও করেন না এবং বিরক্ত ও ক্লান্তিবোধও করেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ 'তারা রাত্রি-দিন তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তারা দুর্বল হয় না' *(আম্বিয়া ২১/২০)*।

◘ আদম সন্তানকে হেফাযত করার দায়িত্ব পালন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ، 'প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে পরপর আগত পাহারাদার ফেরেশতাগণ রয়েছে। যারা তাকে হেফাযত করে আল্লাহ্র হুকুমে' *(রা'দ ১৩/১১)*।

◘ আদম সন্তানের আমল সংরক্ষণ করা : কিছু ফেরেশতা রয়েছেন, যারা মানুষের ভাল-মন্দ সব রকমের আমল সংরক্ষণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، 'অথচ তোমাদের উপরে অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানেন যা তোমরা কর' *(ইনফিত্বার ৮২/১০-১২)*। তিনি আরো বলেন, مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী থাকে' *(ক্বাফ ৫০/১৮)*।

তৃতীয়তঃ আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান :

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি আমাদেরকে কিরূপ ঈমান আনতে হবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন-

◘ রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাব হেদায়াত, অন্তরের রোগমুক্তি, হক্ব ও নূর- এটিকে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، 'হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের ব্যাধিসমূহের উপশম। আর বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৭)*।

◘ আসমানী কিতাবগুলো একটি অপরটির সত্যায়নকারী- একথার প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، 'অতঃপর আমরা তাদের পরে মারিয়াম-পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছিলাম তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী হিসাবে এবং তাকে প্রদান করেছিলাম ইনজীল, যাতে ছিল হেদায়াত ও জ্যোতি। যা ছিল পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আল্লাহভীরুদের জন্য সুপথ প্রদর্শনকারী ও উপদেশ স্বরূপ' *(মায়েদাহ ৫/৪৬)*।

◘ কুরআন কারীম পূর্ববর্তী সকল হুকুম-আহকামকে রহিতকারী- একথার প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আহলে কিতাবদের মাঝে কুরআন দিয়ে বিচার করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، 'আর আমরা তোমার নিকট এ কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি সত্য সহকারে যা তার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী ও হেফাযতকারী। অতএব তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা কর' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*।

◘ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিকৃতির প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، 'তোমরা কি আকাঙ্ক্ষা কর যে তারা (ইহূদীরা) তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে ইতিপূর্বে একটি দল ছিল, যারা আল্লাহ্র বাণী (তাওরাত) শ্রবণ করত। অতঃপর তা অনুধাবনের পর তারা জেনে-বুঝে তাকে বিকৃত করত' *(বাক্বারাহ ২/৭৫)*।

চতুর্থতঃ নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান :

নবী-রাসূলদের প্রতি আমাদেরকে কিরূপ ঈমান আনতে হবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন-

◘ মহান আল্লাহ মানুষের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، 'আমরা তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল ও নবী প্রেরণ করিনি যে, ...' *(হজ্জ ২২/৫২)*।

◘ নবীগণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত অহির ভিত্তিতে কথা বলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ، 'তুমি বল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষ বৈ কিছু নই। আমার নিকটে অহি করা হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন' *(কাহফ ১৮/১১০)*।

◘ নবী-রাসূলের সংখ্যা অনেক, যার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা কুরআনে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়নি। সেজন্য তাদের সবার প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، 'আর অবশ্যই আমরা তোমার পূর্বে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি। যাদের কারু কারু কথা তোমাকে বর্ণনা করেছি, কারু কারু কথা বর্ণনা করিনি' *(গাফির ৪০/৭৮)*।

◘ নবী-রাসূলগণ মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন। সে কারণে নবী-রাসূলগণের উম্মতের অনেকেই তাদেরকে নবী-রাসূল

হিসাবে মেনে নিতে পারেনি। আল্লাহ বলেন, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَسُولًا، 'বস্তুতঃ যখন মানুষের কাছে হেদায়াত (রাসূল) আসে, তখন তাদেরকে ঈমান আনা হ'তে বিরত রাখে তাদের এই উক্তি যে, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' *(বনু ইস্রাইল ১৭/৯৪)*। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। আল্লাহ বলেন, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ 'বল, আমি তো নতুন কোন রাসূল নই' *(আহক্বাফ ৪৬/৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ 'তুমি বল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষ বৈ কিছু নই' *(কাহফ ১৮/১১০)*।

◻ রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর জানতেন না। তবে মহান আল্লাহ তাঁকে অহির মাধ্যমে যতটুকু জানিয়েছেন ততটুকুই তিনি জানতেন। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، 'বল যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক নই। যদি আমি অদৃশ্যের খবর রাখতাম, তাহ'লে আমি অধিক কল্যাণ অর্জন করতাম এবং কোনরূপ অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারত না' *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*।

পঞ্চমতঃ আখেরাতের প্রতি ঈমান :

◻ পবিত্র কুরআনে আখেরাতের প্রতি ঈমানের বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এমনকি আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের সাথে ১৯ জায়গায় আখেরাতের প্রতি ঈমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، 'তারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে এবং সৎকর্ম সমূহের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। আর তারাই হ'ল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত' *(আলে ইমরান ৩/১১৪)*।

◻ কবরে প্রশ্নের সময় অবিচল থাকার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ، 'আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য দ্বারা দৃঢ় রাখেন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে এবং যালেমদের পথভ্রষ্ট করেন' *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*।

◻ শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়ার মাধ্যমে ধ্বংসের সূচনা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، 'আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। অতঃপর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই মারা পড়বে, তবে যাকে আল্লাহ চাইবেন। অতঃপর শিঙ্গায় আরেকটি ফুঁক দেওয়া হবে। তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে' *(যুমার, ৩৯/৬৮)*।

◻ বিচারকার্য সর্বোচ্চ স্বচ্ছ করার নিমিত্তে আল্লাহ আমল পরিমাপ করার জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবেন। 'যার পাল্লাসমূহ ভারী হবে সে প্রীতিপদ জীবনে থাকবে। আর যার পাল্লাসমূহ হালকা হবে তার স্থান হবে হাবিয়াহ' *(ক্বারি'আহ, ১০১/৬-৯)*।

◻ পুলছিরাত বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، 'আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে (পুলছেরাতে) পৌঁছবে না। এটা তোমার পালনকর্তার অমোঘ সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমরা আল্লাহভীরুদের মুক্তি দেব এবং সীমালংঘনকারীদের নতজানু অবস্থায় তার মধ্যে ছেড়ে দেব' *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*।

* ক্বিয়ামত দিবসের শাফা'আত : এই প্রকার শাফা'আত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ 'তুমি বল, সকল প্রকার সুফারিশ কেবল আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন' *(যুমার ৩৯/৪৪)*। এই প্রকার শাফা'আতের দু'টি শর্ত রয়েছে :

(ক) শাফা'আতকারীর জন্য শাফা'আত করার অনুমতি থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، 'তার অনুমতি ব্যতীত এমন কে আছে যে তার নিকটে সুফারিশ করে?' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

(খ) যার জন্য শাফা'আত করা হবে, তার উপর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، 'আর তারা কোন সুফারিশ করে না, কেবল যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট' *(আম্বিয়া ২১/২৮)*।

◻ জান্নাত ও জাহান্নাম কি সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে নাকি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন? পবিত্র কুরআনে এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে ইমরান, ৩/১৩৩)*। জাহান্নাম সম্পর্কে তিনি বলেন, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، 'আর তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো। যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৩১)*।

◻ জান্নাত মানেই হ'ল ভোগ-বিলাস, অফুরন্ত পানাহার। সেখানে মন যা চাইবে, তা-ই পাবে। আল্লাহ বলেন, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، 'যাতে তাদের জন্য থাকবে যা

তাদের মন চাইবে ও চক্ষু শীতল হবে' *(যুখরুফ, ৪৩/৭১)*। তিনি আরো বলেন, وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، 'আর আমরা তাদেরকে অতিরিক্ত দেব ফল-মূল ও গোশত, যা তারা কামনা করবে। সেখানে তারা পরস্পরে পানপাত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। অথচ সেখানে কোন অনর্থক কথা ও পাপের কথা থাকবে না' *(তূর ৫২/২২-২৩)*।

◘ জাহান্নামের একাধিক দরজা রয়েছে, যেসব দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীরা প্রবেশ করবে। আল্লাহ বলেন, لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، 'যার সাতটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার জন্য রয়েছে এক একটি নির্দিষ্ট দল' *(হিজর ১৫/৪৪)*।

◘ জাহান্নাম (جَهَنَّمُ) হ'ল পারলৌকিক এক নিবাস যা আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন পাপিষ্ঠদের জন্য। আল্লাহ বলেছেন, هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، 'এটা সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত। তারা এদিন এর আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে' *(রহমান ৫৫/৪৩-৪৪)*।

ষষ্ঠতঃ তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান :

তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহের কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল :

◘ আল্লাহ বলেন, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 'আমরা সকল বস্তু সৃষ্টি করেছি পরিমাণ মত' *(ক্বামার ৫৪/৪৯)*। তিনি অন্যত্র বলেছেন, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا 'যিনি সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথাযথ পরিমিতি দান করেছেন' *(ফুরক্বান ২৫/২)*। আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটবে এবং তিনি জানেন তাঁর কোন কাজ কখন ঘটবে। তিনি বলেন, وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، 'বস্তুতঃ আল্লাহ্র আদেশ সুনির্ধারিত' *(আহযাব ৩৩/৩৮)*।

* তাক্বদীরে বিশ্বাসের চারটি স্তর পবিত্র কুরআন দ্বারা সাব্যস্তঃ যথা-

প্রথম স্তরঃ আল্লাহ্র জ্ঞান : আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে জানেন। তিনি যা ছিল এবং যা হবে, আর যা হয়নি যদি হ'ত তাহ'লে কি রকম হ'ত তাও জানেন। মহান আল্লাহ বলেন, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، 'যাতে তোমরা জানো যে, আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশালী। আর আল্লাহ সবকিছুকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন' *(তালাক ৬৫/১২)*।

দ্বিতীয় স্তরঃ লিপিবদ্ধকরণ : ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত কিছু ঘটবে সেসব কিছু মহান আল্লাহ লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ 'আর প্রত্যেক বস্তু আমরা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রেখেছি' *(ইয়াসীন ৩৬/১২)*।

তৃতীয় স্তরঃ আল্লাহ্র ইচ্ছা : তিনি যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، 'যদি তোমার প্রতিপালক চাইতেন, তাহ'লে তারা এটা করতে পারতো না' *(আন'আম ৬/১১২)*। তিনি আরো বলেন, 'আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন' *(দাহর ৭৬/৩০; তাকভীর ৮১/২৯)*।

চতুর্থ স্তরঃ সৃষ্টি : মহান আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি বলেন, اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، 'আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা' *(যুমার ৩৯/৬২)* তিনি আরো বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর তাও' *(ছাফফাত ৩৭/৯৬)*।

* বৎসরের নির্দিষ্ট এমন সময় আছে যখন আল্লাহ এ বৎসরের পরিকল্পনা ফেরেশতাদের কাছে প্রদান করেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، 'আমরা এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রজনীতে। নিশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়, আমাদের পক্ষ হ'তে নির্দেশক্রমে। আমরাই তো প্রেরণ করে থাকি' *(দুখান ৪৪/৩-৫)*।

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সালাফী মানহাজের দাঈগণ যে আক্বীদা প্রচার-প্রসারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন, সে আক্বীদা বা বিশ্বাস পবিত্র কুরআনের নির্যাস মাত্র। তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে বানানো কোন কিছুই প্রচার করেন না। কেন আক্বীদার বিষয়টি সর্বাগ্রে রাখেন সেটিও পবিত্র কুরআনের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট করা সম্ভব। অতএব একজন মুমিন হিসাবে কি কি আক্বীদা পোষণ করতে হবে এবং কেন করতে হবে, আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণগুলো খুবই সহজ ও বোধগম্য করে পবিত্র কুরআনে উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দিন- আমীন!

নূর গার্মেন্টস এন্ড টেইলার্স

প্রথম শাখা : ২১২-২১৩ আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

দ্বিতীয় শাখা : ১০-১১ ভূঁইয়া শপিং সেন্টার (২য় তলা) আর.ডি.এ মার্কেট রোড, রাজশাহী।

তৃতীয় তলা : ২৭১, ২৭২ আরডিএ মার্কেট, রাজশাহী।

প্রোঃ আব্দুল জব্বার

মোবাইল : ০১৯১১-৯৭১৪৩২; ০১৭১৬-৬৯৫০৯৯।

সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(২য় কিস্তি)

৩. ব্যভিচার ও তার হদ : নারী ও পুরুষের বিবাহবহির্ভূত অবৈধ দৈহিক মিলনকে ব্যভিচার বলে। আরবীতে ব্যভিচারের নাম যেনা। যেনা শব্দটিও বাংলায় বহুল প্রচলিত। এক সময় ব্যভিচারকে ফে'ল শানী'ও বলা হ'ত। (فعل شنيع) শব্দটি মূলত আরবী এবং তার অর্থ- কদর্য কাজ। ব্যভিচারের পরিবর্তে শব্দটি বর্তমানে ধর্ষণ নামে সমধিক পরিচিত। তবে কোন নারীর সাথে তার অসম্মতিতে জোরপূর্বক দৈহিক মিলন করলে তাকে ধর্ষণ বলা অধিক যুক্তিযুক্ত। আইনে সম্মতিক্রমে দৈহিক মিলন ও জোরপূর্বক দৈহিক মিলনের শাস্তি এক নয়। সেজন্য নামেও পার্থক্য থাকা উচিত।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الإِيْمَانُ، 'বান্দা যখন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে তার মাথার উপর ছায়ার ন্যায় বিরাজ করতে থাকে। তারপর যখন সেই দুষ্কর্ম থেকে সে ফিরে আসে তখন তার মাঝে ঈমান পুনরায় ফিরে আসে'।[১] কাজেই মুমিন নর-নারী মাত্রেই এহেন হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির কারণে অনেকে এ দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়তে পারে। এজন্য ইসলাম বিচারের মাধ্যমে বিষয়টি যথাসম্ভব রোধ করার ব্যবস্থা রেখেছে। বিচার ছাড়াও ব্যভিচার রোধ বা হ্রাসে ইসলামের বেশ কিছু পদক্ষেপ রয়েছে।

এক. নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ ও জৈবিক চাহিদা একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। এটি পূরণের জন্য ইসলাম বিবাহের দিকে আহ্বান জানায়। বিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালোবাসা, দয়া-মায়া ও পারস্পরিক নির্ভরতা গড়ে ওঠে তা অতুলনীয়। পারিবারিক ছায়ায় তারা বৈধ পথে জৈবিক চাহিদা পূরণের এক অবারিত ও স্থায়ী সুযোগ লাভ করে। তাদের ব্যভিচারের জন্য সুযোগ খুঁজতে হয় না। তাদের দাম্পত্য জীবনের ফসল হিসাবে যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের আগমন ঘটে তারাও পরিবারের আশ্রয়ে নিরাপদে ও শান্তিতে বাস করতে পারে।

দুই. বৈধ পথে জৈবিক চাহিদা পূরণের সাথে অবৈধ পথে তা পূরণের সকল পথ ইসলাম বন্ধ করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নাচ, উত্তেজক চিত্র, অশ্লীল গান-বাজনা, কুদৃষ্টি এবং এমন যেসব কাজ ব্যভিচারের দ্বার খুলে দেয় ইসলাম তা নিষিদ্ধ করেছে।

তিন. ব্যভিচারকে ইসলামে দণ্ডণীয় অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। শাস্তির ভয়ে বহু মানুষ ব্যভিচার করার সময় সাত বার চিন্তা করবে। ধরা পড়লে বদনাম ও অপমানের ভাগীদার হ'তে হয়।

চার. ব্যভিচারের আধিক্য নানা ধরনের মারাত্মক ব্যাধি বয়ে আনে। যা অনেক সময় পুরুষানুক্রমে চলতে থাকে। যেমন এইডস।

পাঁচ. ব্যভিচারের ফলে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তার মাধ্যমে আগত সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয় জোটার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। মোটকথা, ব্যভিচারের ক্ষতি অনেক বেশী। সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টির অন্যতম উপলক্ষ এই ব্যভিচার। এসব কারণে ব্যভিচার রোধে ইসলাম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে।

ব্যভিচার প্রমাণের শর্ত : দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি পাওয়া গেলে ব্যভিচার প্রমাণিত হবে। এক. স্বীকারোক্তি, দুই. সাক্ষীদের সাক্ষ্য। ব্যভিচারী নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক সে যদি স্বীকার করে যে, সে ব্যভিচার করেছে তবে তার স্বীকারোক্তিতে অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলে হদ জারী করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মায়েয আসলামী ও গামেদী বংশের এক মহিলাকে তাদের স্বীকারোক্তিতে রজমের আদেশ দিয়েছিলেন।[২] কেউ যদি কোন মহিলার সাথে ব্যভিচারের দাবী করে আর সেই মহিলা তা অস্বীকার করে তাহ'লে শুধু পুরুষের উপর হদ জারী হবে, মহিলার উপর হবে না।[৩]

সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ইসলাম খুব কড়াকড়ি আরোপ করেছে। যেহেতু ব্যভিচার প্রমাণিত হ'লে ব্যভিচারী নারী-পুরুষের মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশে যায়। পরিবারের অন্যদেরও তাতে লজ্জিত হ'তে হয়, তাই তাদের মানহানির বিষয়ে কারও মুখ খুলতে শরী'আত কঠোর শর্তাদি আরোপ করেছে। যথা :

এক. চার জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করা। আল্লাহ চারজন সাক্ষী হাযির করতে বলেছেন' *(নূর ২৪/৪)*। একজন কম হ'লেও হদ কায়েম হবে না। ঐ তিন জন বরং সতীত্বে দোষারোপের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। **দুই.** সাক্ষীদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। **তিন.** সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া, পাগল না হওয়া। **চার.** সাক্ষীদের আদলের অধিকারী বা ন্যায়পরায়ণ হওয়া' *(বাক্বারাহ ২/২৮২; হুজুরাত ৪৯/৬)*। **পাঁচ.** মুসলিম হওয়া। **ছয়.** চাক্ষুষভাবে দেখা। সুরমাদানির মধ্যে যেমন সুরমা শলাকা ঢুকে যায়, তেমনভাবে নারীর যোনিপথে পুরুষের পুরুষাঙ্গ ঢুকানো অবস্থায় দেখতে হবে। **সাত.** সাক্ষীরা আদালতে সুস্পষ্ট ভাষায় দেখার কথা বলবে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে যাবে না। **আট.** একই সময়ে একই স্থানে চারজন সাক্ষীকে উপস্থিত থেকে দেখতে হবে। সময় ও স্থানের হেরফের হ'লে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। **নয়.** সাক্ষীদের

১. *তিরমিযী হা/২৬২৫। আবুদাউদ হা/৪৬৯০।*

২. *মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬৫।*
৩. *আবুদাউদ হা/৪৪৬৬, সনদ ছহীহ।*

সকলের পুরুষ হওয়া। যেনার হদের ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। **দশ.** সাক্ষ্যদানের নির্দিষ্ট সময় থেকে সাক্ষ্য বিলম্বিত না হওয়া।[৪]

দেখুন, ব্যভিচারের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত হোক কিংবা রজম হোক তা প্রমাণ করতে সাক্ষীদের মধ্যে যে দশটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা একত্রিত হওয়া কত কঠিন! ব্যভিচারের শাস্তি নিঃসন্দেহে কঠিন, কিন্তু তা প্রমাণ করা আরও কঠিন। আর প্রমাণিত হ'লে সে শাস্তি সমাজে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কেউ আর সহজে এ পথে পা বাড়াবে না।

ব্যভিচারের হদ : ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী অবিবাহিত হ'লে তাদের হদ একশত বেত্রাঘাত বলে কুরআনে উল্লেখ আছে। *(নূর ২৪/২)*। এতদসঙ্গে হাদীছে এক বছর দেশান্তরের কথা বলা হয়েছে।[৫] আর বিবাহিত হ'লে তাদের হদ রজম বা পাথরের আঘাতে হত্যা। এ বিধান হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে।[৬] উক্ত হদ তখনই জারী হবে যখন বিবাহ ব্যতীত কোন পুরুষ তার জননেন্দ্রীয় কোন মহিলার লজ্জাস্থান তথা যোনিপথে প্রবেশ করাবে। শুধু শিশ্ন পর্যন্ত প্রবেশই হদ জারীর জন্য যথেষ্ট, রেতঃপাত শর্ত নয়। এর সঙ্গে নিম্নের শর্তও বিদ্যমান থাকা যরূরী। এক. ব্যভিচারকারী নারী-পুরুষ প্রত্যেকের প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া। অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বিকৃত মস্তিষ্ক হ'লে তাদের উপর হদ জারী হবে না। তবে তাদের উপর তা'যীর জারী হবে। দুই. তাদের স্বাধীন হওয়া। দাস-দাসী বিবাহিত হ'লেও তাদের উপর রজমের হদ জারী হবে না। দাসীর হদ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، 'অতঃপর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যাবে, তখন যদি তারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদের উপর স্বাধীনা নারীদের অর্ধেক শাস্তি বর্তাবে' *(নিসা ৪/২৫)*। রজম যেহেতু ভাগ করে দেওয়া যায় না তাই দাস-দাসীদের উপর রজম প্রযোজ্য হবে না। তিন. বৈধ বিবাহের পর ব্যভিচার সংঘটিত হওয়া, চাই বিবাহ বহাল থাকুক কিংবা না থাকুক। চার. উভয়ের সম্মতি থাকা। কোন পক্ষের উপর বলপ্রয়োগ করা হ'লে তার উপর হদ জারী হবে না। পাঁচ. ব্যভিচার হারাম হওয়া সম্পর্কে অবগত থাকা।[৭] মূলত সমাজে হদ যাতে কম কার্যকর হয় সেজন্য শরী'আতে অনেক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

৪. সতীত্বে দোষারোপ ও তার হদ : সতীত্বে দোষারোপকে আরবীতে 'কাযফ' বলে। কাযফ শব্দের অর্থ নিক্ষেপ করা। কুরআনে এ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে *(ত্বা-হা ২০/৩৯)*। শরী'আতের পরিভাষায় কারও প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকে কাযফ বলে। যেমন কেউ বলল, হে ব্যভিচারী, হে ব্যভিচারিণী, কিংবা অমুক লোক অমুক নারীর সাথে ব্যভিচার করেছে, অমুক হারামযাদা ইত্যাদি।

এ ধরনের কথায় মূলত কোন নারী কিংবা পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনয়ন করা হয়ে থাকে। এখন যদি সতীত্বে দোষারোপকারী ব্যক্তি তার অভিযোগের পক্ষে তারসহ প্রকৃতই চারজন সাক্ষী হাযির করতে পারে এবং আদালতে সে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর যেনার হদ কার্যকর হবে এবং সে সতীত্বে দোষারোপের হদ থেকে মুক্তি পাবে। আসলে ইসলাম চায় মানুষের ইয্যত-আব্রুর হেফাযত, খ্যাতির সুরক্ষা এবং তাদের শরাফতকে সম্মান করা। এজন্যই ইসলাম চায় খারাপ জিহ্বাকে বন্ধ করতে এবং যারা নিরপরাধ মানুষ তাদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের দরজা বন্ধ করতে। দুর্বল চরিত্রের লোকেরা যাতে মানুষের অনুভূতিকে আহত না করে এবং তাদের সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে সেদিকে ইসলামের কড়া দৃষ্টি রয়েছে। মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য কুরআন কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। এজন্য ইসলাম সতীত্বে দোষারোপকে হারাম ও কবীরা গোনাহ গণ্য করেছে। কেউ বিনা প্রমাণে এহেন অপরাধ করলে তাকে বা তাদেরকে আশিটি কষাঘাতের মুখোমুখি হ'তে হবে, চাই তারা পুরুষ হোক কিংবা নারী। ভবিষ্যতে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। তারা দুষ্কৃতিকারী ও অভিশাপের পাত্র বলে গণ্য হবে *(নূর ২৪/৪-৫, ২৩-২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থেকো। তন্মধ্যে একটি قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، 'সতী-সাধ্বী মুমিন সরলা নারীদের সতীত্বে দোষারোপ করা'।[৮]

সতীত্বে দোষারোপ কিভাবে প্রমাণিত হবে : সতীত্বে দোষারোপ দু'ভাবে প্রমাণিত হ'তে পারে। এক. দোষারোপকারীর নিজের স্বীকারোক্তিতে ও দুই. দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষীর সাক্ষ্য সাপেক্ষে।

সতীত্বে দোষারোপে হদ জারীর শর্ত : সতীত্বে দোষারোপের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে সেগুলো পাওয়া গেলে তখন তা সতীত্বে দোষারোপের হদের আওতায় আসবে। এসব শর্তের কিছু দোষারোপকারীর সাথে, কিছু দোষারোপকৃতের সাথে এবং কিছু দোষারোপের ভাষার সাথে জড়িত।

দোষারোপকারীর সাথে যুক্ত শর্ত : এক. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, দুই. সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া, তিন. স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে দোষারোপ করা। সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল ও জোরপূর্বক দোষারোপ আদায় করা হ'লে তাদের উপর হদ আরোপ হবে না। হাদীছে এসেছে, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، 'তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া

৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৭১-৩৭৫।*
৫. *বুখারী হা/৬৬৩৩; মিশকাত হা/৩৫৫৫।*
৬. *বুখারী হা/৫২৭১।*
৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭০।*
৮. *বুখারী হা/২৭৬৬; মুসলিম হা/১৬৩।*

হয়েছে: (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং (৩) পাগল, যতক্ষণ না জ্ঞানসম্পন্ন হয়।[৯] অন্য এক হাদীছে এসেছে, إِنَّ اللهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، 'আল্লাহ আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি ও বল প্রয়োগকে তুলে নিয়েছেন'।[১০]

দোষারোপকৃত নারী ও পুরুষের সাথে যুক্ত শর্ত : এক. সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া, দুই. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, তিন. মুসলিম হওয়া, চার. স্বাধীন হওয়া। পাগল, শিশু, অমুসলিম ও দাস-দাসীর প্রতি দোষারোপে হদ আরোপ হবে না, তা'যীর আরোপ হবে।

দোষারোপের ভাষার সাথে জড়িত শর্ত : দোষারোপের ভাষার সাথে জড়িত শর্তের মধ্যে রয়েছে, সরাসরি যেনার শব্দ উল্লেখ করা, চাই তা মুখে বলা হোক কিংবা লিখিত হোক। অথবা তা আকারে-ইঙ্গিতে বলা হোক।[১১]

৫. মদ ও নেশার পরিচয় : আঙুর, মধু, খেজুর, গম, যব ইত্যাদি থেকে তৈরি তরল পদার্থ যখন বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নেশার উদ্রেক করে তখন তাকে মদ বলে। মদ হারামকালে এগুলো থেকে সাধারণত মদ তৈরি হ'ত। হাদীছে এসেছে, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، 'প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী দ্রব্য মদ এবং প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী দ্রব্য হারাম'।[১২] কাজেই নেশার দ্রব্য মাত্রেই মদ ও হারাম- চাই তা তরল হোক কিংবা কঠিন হোক, পাউডার হোক কিংবা ইঞ্জেকশন হোক। আর যা বেশী পরিমাণ সেবনে নেশা হয় তার কম পরিমাণ সেবনও হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ 'যে জিনিস অধিক পরিমাণ সেবনে নেশা সৃষ্টি হয়, তার অল্প পরিমাণ সেবনও হারাম'।[১৩]

মাদক সেবন হেতু মানবদেহে সৃষ্ট বৈকল্যের ফলে মানুষের বোধশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থাকে নেশা বলে। নেশার ঘোর যতক্ষণ দেহে বিরাজ করে ততক্ষণ মাদকসেবীর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তখন সে যেকোন অঘটন ঘটাতে পারে। নেশার ঘোর কেটে যাওয়ার পর সে স্বাভাবিক জ্ঞানে ফিরে এলেও একটি সময় পরে তার মধ্যে মাদক গ্রহণের তীব্র নেশা জাগে। তখন মাদক না পেলে তার দেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، 'মদ তাই যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে দেয়'।[১৪] নেশার উদ্রেককারী যাবতীয় দ্রব্য হারাম, চাই তা মদ নামে আখ্যায়িত হোক কিংবা ভিন্ন নামে। কারও জন্য তা পান করা বৈধ নয়। আল্লাহ বলেছেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্যতীর সমূহ শয়তানের নাপাক কর্ম বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলি হ'তে বিরত থাক। যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*। এক হাদীছে এসেছে, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ– 'মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ শ্রেণীর লোককে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাত করেছেন। এরা হ'ল: মদ প্রস্তুতকারী, মদের ফরমায়েশকারী, মদ পানকারী, মদ বহনকারী, যার জন্য মদ বহন করা হয়, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রয়কারী, এর মূল্য ভোগকারী, মদের ক্রেতা এবং যার জন্য মদ কেনা হয়'।[১৫]

অন্য এক হাদীছে এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً، 'মদ সকল অপরাধের উৎস। যে তা পান করবে তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না। মদ তার পেটে থাকা অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে সে মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু'।[১৬]

আরেক হাদীছে এসেছে, আবূদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার বন্ধু (নবী করীম (ছাঃ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ 'শরাব পান করো না, কারণ তা সমস্ত পাপাচারের চাবি'।[১৭]

আধুনিক যুগে তো নানা নামের নানা পদের মাদক দুনিয়া জুড়ে সহজলভ্য। এ্যালকোহল, ভাঙ, হাশিশ, মারিজুয়ানা, আফিম, কোকেন, হিরোইন, আইচ, ভায়াগ্রা, বিয়ার, শ্যাম্পেন, হুইস্কি, ভদকা, ব্রান্ডি ইত্যাদি যে নামের মাদকই হোক না কেন তা পান করা হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলাম চায় এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে যারা হবে দেহে, মনে ও বুদ্ধিতে শক্তিশালী। কিন্তু মদ মানুষের ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে দেয়। বিশেষ করে তা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা রহিত করে দেয়, নেশার ঘোরে তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। আর জ্ঞান লোপ পেলে সে হয়ে পড়ে নিকৃষ্ট পশুতুল্য। তখন তার থেকে মার-পিট, খুনখারাবী, হত্যা, রাহাজানি, ছিনতাই, ভাঙচুর, ধর্ষণ, বলাৎকার, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি যে

৯. *আবুদাউদ হা/৪৪০৩, সনদ ছহীহ।*
১০. *ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; সনদ ছহীহ, বায়হাক্বী।*
১১. *ফিকহুস সুন্নাহ ২/৩৯৩-৪০৩।*
১২. *মুসলিম হা/৫১১৪; নাসাঈ হা/৫৫৮২; আবুদাউদ হা/৩৬৭৯; তিরমিযী হা/১৮৬১; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯০।*
১৩. *নাসাঈ হা/৫৬০৭; আবুদাউদ হা/৩৬৮১; তিরমিযী হা/১৮৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯২।*
১৪. *বুখারী হা/৪৬১৯; মুসলিম হা/৭৪৪৯; আবুদাউদ হা/৩৬৬৯।*
১৫. *তিরমিযী হা/১২৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৮১।*
১৬. *দারাকুৎনী হা/৪৬১০; তাবারানী আওসাত হা/৩৬৬৭; হাকেম হা/৭২৩৬; ছহীহাহ হা/১৮৫৪।*
১৭. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭১, ৪০৩৪।*

www.at-tahreek.com

কোন কিছু হ'তে পারে। এমনকি সে নিজেও আহত নিহত হ'তে পারে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি শুধু নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং পরিবার ও সমাজকেও সে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নির্যাতন চালায়। নেশার টাকা যোগাড় করতে তারা ঘর থেকে টাকা চুরি করে, আসবাব পত্র বিক্রয় করে দেয়। টাকা না পেলে মাতা-পিতা ও অন্যদের মারপিট করে, ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। তার দেহেও এইডসসহ নানা ব্যাধি বাসা বাঁধতে পারে। মোটকথা, মাদকাসক্ত ব্যক্তি পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তার মাথা তো খায়ই সেই সঙ্গে সমাজও তার ভয়ে তটস্থ থাকে। সে কখন কার কি ক্ষতি করে বসে তা বলা যায় না।

মদ শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ক্ষতিকারক নয় বরং চিকিৎসা বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতির সাথে জড়িত সকলেই মদকে ক্ষতিকারক এবং কঠিনভাবে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।[১৮] দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আজকের বিশ্বে প্রায় প্রতিটি দেশে লাইসেন্স যোগে মদের কেনা-বেচা চলে। আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়াসহ এশিয়া-আফ্রিকার অমুসলিম দেশগুলোতে মদের সয়লাব বললে অত্যুক্তি হবে না। সেখানে লোকেরা পানির মতো মদ পান করে। তারাও মদের অপকারিতা স্বীকার করে। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে তাকে আইনী বৈধতা দিয়ে রেখেছে। মুসলিম দেশগুলোতেও ইসলামের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মদ কেনা-বেচা হয়ে থাকে এবং অমুসলিমদের সাথে অনেক মুসলিমও তা পানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে উঠতি বয়সী তরুণরা দিন দিন নেশায় বুঁদ হয়ে উঠছে। মাদকের অসহ্য ক্ষতির কথা চিন্তা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মদ নিষিদ্ধ করা হয়। চৌদ্দ বছর এ নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। সে সময়ে মাদকের বিরুদ্ধে সরকার ৬০ মিলিয়ন ডলার অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু জনগণ এ নিষেধাজ্ঞার উল্টো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সারা দেশে নিষেধের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সরকার মাদকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়।[১৯]

অথচ ইসলামে মাদকের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রাক্কালে আরবে মদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইসলামের বিধিবিধান পালনে অভ্যস্ত ছাহাবীদের মাঝে যখন মাদক হারামের আদেশ জারী হয় তখন তাঁরা বিনা বাক্য ব্যয়ে মদ পান ত্যাগ করেন।[২০] আজও মুসলিম সমাজে অমুসলিম সমাজের তুলনায় মাদকাসক্তির পরিমাণ অনেক কম। ইসলামের সৌন্দর্যের এটি অন্যতম দিক।

মদ পানের হদ : মুসলিম ফক্বীহগণ এ কথায় একমত যে, মাদকসেবীর উপর হদ প্রয়োগ আবশ্যিক এবং তার হদ কষাঘাত। কিন্তু কষাঘাতের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে আশি কষাঘাত। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মতে চল্লিশ কষাঘাত। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এক বর্ণনায় আশি এবং এক বর্ণনায় চল্লিশ কষাঘাতের কথা বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর আমলে চল্লিশ কষাঘাত আরোপ করা হ'ত। ওমর (রাঃ)-এর আমলে ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে আশি কষাঘাত করা হয়।[২১]

মাদক সেবন কিভাবে প্রমাণিত হবে : মাদক সেবন দু'ভাবে প্রমাণিত হ'তে পারে। ১. সেবনকারীর স্বীকারোক্তিতে ও ২. দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে।

হদ জারীর শর্ত : মাদক সেবনকারীর উপর হদ জারী করতে হ'লে তার মধ্যে চারটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। ১. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, ২. সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া, ৩. স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে মাদক সেবন করা। ৪. সে যে নেশার দ্রব্য পান করছে তা তার জানা থাকতে হবে। সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল, জোরপূর্বক সেবনকৃত এবং অজ্ঞাতসারে সেবনকারীর উপর হদ আরোপিত হবে না। মাদকসেবী অমুসলিম হ'লেও তার উপর হদ জারী হবে। এখানে মুসলিম হওয়া শর্ত নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইসলাম মাদককে কেন হারাম ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করেছে তা বুঝা যায় এবং সে ক্ষেত্রেও তা প্রমাণ সাপেক্ষে কেবল উপযুক্ত ক্ষেত্রে কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামী আদব-আখলাক মেনে চললে এবং হদ জারীর ব্যবস্থা থাকলে দেশে দেশে মাদকের ছোবল নিশ্চয়ই কমে যেত। *[ক্রমশঃ]*

---

১৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৩৩।
১৯. ঐ, ২/৩৩৫।
২০. বুখারী হা/৪৬১৭; মুসলিম হা/৫০২৬।
২১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৫৪।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

আল-কুরআনে নাসেখ ও মানসূখ

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*

ভূমিকা :

মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে আসমানী কিতাব সমূহ পাঠিয়েছেন। কালের আবর্তনে পূর্বের বিষয় রহিত করে পরবর্তী বিধান চালু করা হয়েছিল। এমনকি পূর্বের কিতাবের অনেক বিধান রহিত করে পরে নতুন কিতাব নাযিল করা হয়েছে। আর সার্বজনীন আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পূর্বের সকল বিধান রহিত করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনে অবস্থা ও সময় বিবর্তনে বিধানেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আর এটা করা হয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদীর সার্বিক কল্যাণে। এই পরিবর্তনগুলোকে মূলনীতির ভাষায় নাসখ, নাসেখ ও মানসূখ বলা হয়। সঠিক পন্থায় জীবন পরিচালনার জন্য নাসেখ ও মানসূখের বিধান জানা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথা সঠিকভাবে কুরআন বুঝা সম্ভব নয়।

নাসখের পরিচয় :

النسخ অর্থ দূর করা, বিদূরিত করা, স্থানান্তর করা, বর্ণনা করা, লিখন ইত্যাদি। একটি লেখা থেকে আরেকটি লেখা নকল করা। যেমন বলা হয়, نسخت الكتاب 'আমি বইটি কপি করে নিয়েছি'। আল্লাহ বলেন, هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ، 'এই যে আমাদের আমলনামা, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিবে! আমরা তোমাদের কৃতকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৯)*। অর্থাৎ আমল সমূহকে কিতাবে স্থানান্তর করা।

আরেকটি অর্থ বিদূরিত করা। نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ 'রৌদ্র ছায়াকে দূর করে দিল'। আল্লাহ বলেন, فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، 'তখন আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশিয়ে দেয়' *(হজ্জ ২২/৫২)*। আরেকটি অর্থ একটি দূর করে সেখানে উত্তম আরেকটি বসানো। যেমন আল্লাহ বলেন, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا 'আমরা কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা তা ভুলিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি' *(বাক্বারাহ ২/১০৬)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'আমরা যখন এক আয়াত পরিবর্তন করে তার স্থলে অন্য আয়াত আনয়ন করি, আর আল্লাহ যা নাযিল করেন তিনিই তা ভাল জানেন, তখন তারা বলে, তুমি তো মনগড়া কথা বল। বরং তাদের অধিকাংশই (প্রকৃত বিষয়) জানে না' *(নাহল ১৬/১০১)*। আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় অর্থটি বুঝানো হয়েছে।

নাসখের পারিভাষিক অর্থ :

বিদ্বানগণ নাসখের পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন, نسخ حكم شرعى بخطاب شرعى 'কোন একটি শারঈ বিধানকে পরবর্তী শারঈ নির্দেশ দ্বারা রহিত করা'। ইমাম জীযানী (রহঃ) বলেন, رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه 'পূর্ব নির্দেশনা দ্বারা সাব্যস্ত একটি বিধান পরবর্তী নির্দেশনা দ্বারা প্রত্যাহার করে নেওয়া'।[১] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، 'কুরআন ও হাদীছের দলীলের মাধ্যমে শারঈ কোন দলীলের হুকুম বা শব্দ উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে নাসখ'।[২] মোট কথা কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত বিধান পরবর্তীতে নাযিলকৃত কুরআনের আয়াত বা ছহীহ হাদীছ দ্বারা নাসখ বা রহিত করাকে নাসখ বলে। যে আয়াত বা হাদীছ দ্বারা নাস্‌খ করা হয় তাকে নাসেখ এবং যে বিধানকে রহিত করা হয় তাকে মানসূখ বলা হয়।

নাসখের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কিরামের পরিভাষাগত পার্থক্য :

'নাসখ' শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের মাঝে পরিভাষাগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় 'নাসখ' ছিল সুপ্রশস্ত অর্থবহনকারী একটি শব্দ। এতে এমন কতগুলো বিষয়ও ছিল, পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম যেগুলোকে 'নাসখ' বলে অভিহিত করেন না। যেমন পূর্ববর্তীদের নিকট ব্যাপকের বিশেষত্বকরণ (تخصيص العام) এবং বিশেষত্বের সাধারণীকরণ (تعميم الخاص) নাসখের অর্থের মাঝে শামিল ছিল।

পক্ষান্তরে পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের নিকট নাসখের অর্থ এতটা ব্যাপক নয়। এতে শুধু ঐ ক্ষেত্রে নাসখ সাব্যস্ত করা হয়, যার মাঝে প্রথম হুকুমকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। শুধু আমকে খাছ বা খাছকে আম করা বা সাধারণের নির্দিষ্ট হওয়াকেই নাসখ বলা হয় না।

পরিভাষায় এ পার্থক্যের কারণে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের নিকট কুরআন মাজীদের মানসূখ আয়াতের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। সাধারণ একটি পার্থক্যের কারণে তারা এক আয়াতকে মানসূখ আর অন্য আয়াতকে নাসেখ আখ্যায়িত করতেন। কিন্তু পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের পরিভাষা অনুযায়ী মানসূখ আয়াতের সংখ্যা খুবই কম। ইমাম সুয়ূত্বী এরূপ ২০টি আয়াতের কথা বলেছেন।[৩] শাহ অলিউল্লাহ

* সিনিয়র শিক্ষক, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজ।

১. *মা'আলেম ফী উছূলিল ফিক্বহ, পৃ. ২৪৬।*
২. *আল-উছূল মিন ইলমিল উছূল, পৃ. ৫১।*
৩. *আল-ইতক্বান, ৪৭তম অধ্যায় 'নাসেখ ও মানসূখ'।*

দেহলভী মাত্র পাঁচটির কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম ইবনু খুযায়মা বলেছেন যে, দু'টি হাদীছকেও আমি পরস্পর বিরোধী জানি না। কেউ জানলে তা আমার সামনে পেশ করুক। আমি উভয় হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করে দেব'।[৪] কেননা তার মতে নাসেখ ও মানসূখ বলে পরিচিত প্রত্যেকটি হুকুম স্ব স্ব স্থানে ও স্ব স্ব প্রেক্ষিতে জারী আছে, রহিত নয়। এ বিষয়ে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

নাসখের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

শরী'আতে নাসখ একটি সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা প্রত্যেক বিদ্বানের জানা আবশ্যক। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلاَّ تَنَاسَخَتْ 'এমন নবুঅত কখনো ছিল না, যাতে নাসখ বা পরিবর্তন করা হয়নি'।[৫] অর্থাৎ বিগত সকল শরী'আতে নাসখের বিধান ছিল। একবার আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে মসজিদে নছীহত করতে দেখে তাকে বলেন, أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ 'তুমি কি নাসেখ ও মানসূখ সম্পর্কে জ্ঞান রাখো'? লোকটি বলল, না। তখন আলী (রাঃ) তাকে বললেন, فَاخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِنَا وَلَا تُذَكِّرْ فِيْهِ 'তুমি আমাদের মসজিদ থেকে বের হয়ে যাও। এখানে কিছছা-কাহিনী বর্ণনা করবে না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ 'তুমি নিজে ধ্বংস হয়েছ এবং অন্যকে ধ্বংস করেছ'।[৬]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) সূরা বাক্বারার ১০৬ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, هذه آية عظمى فى الأحكام 'শরী'আতের বিধানগত বিষয়ে এটি একটি মহান আয়াত'। এরপর তিনি বলেন, مَعْرِفَةُ هَذَا الْبَابِ أَكِيدَةٌ وَفَائِدَتُهُ عَظِيمَةٌ، لَا يَسْتَغْنِي عَنْ مَعْرِفَتِهِ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يُنْكِرُهُ إِلَّا الْجَهَلَةُ الْأَغْبِيَاءُ، 'নাসখ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা খুবই যরূরী এবং এর উপকারিতা অনেক। আলেমগণ একে উপেক্ষা করতে পারেন না। কেবল মূর্খ ও নির্বোধ ছাড়া কেউ এর গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারে না'।[৭]

অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন একজন রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জানেন যে, অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তার জন্য ঔষধ পরিবর্তন করতে হবে। তাই তিনি প্রথমে এক ঔষধ দিয়ে পরে অবস্থা বুঝে আরেকটি ঔষধ দেন এবং এটাই হ'তে পারে তার জন্য সর্বশেষ ঔষধ। ইসলামী শরী'আত তেমনি মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র নাযিলকৃত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সেকারণ কোন কোন বিষয়ে পূর্বাপর হুকুম ও হুকুম রহিতের বিধান এসেছে মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণ সাধনের জন্য। যদিও নাসেখ ও মানসূখের সংখ্যা খুবই কম। জমহূর বিদ্বানগণ যুক্তি ও শরী'আত উভয় দিক দিয়ে নাসখ-কে জায়েয মনে করেন। তারা উপরোক্ত আয়াতকে 'আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক হিসাবে গ্রহণ করেন এবং মানসূখ আয়াতগুলিকে খাছ বা নির্দিষ্ট বিধান হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। বস্তুতঃ কোন হুকুমই বাতিল নয়, সবই সত্য এবং সবই পালনযোগ্য। তবে আল্লাহ দয়া করে বান্দার উপর থেকে কোন তেলাওয়াত বা কোন হুকুম উঠিয়ে নিয়েছেন বান্দার কল্যাণের স্বার্থে।

উপরন্তু বান্দার প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও হিকমতের দাবী হ'ল, তিনি তাদের জন্য এমন শারঈ বিধান প্রণয়ন করবেন, যে ব্যাপারে তিনি জানেন যে, এতে তাদের জন্য দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে। আর কল্যাণ অবস্থা ও সময় ভেদে বিভিন্ন হয়। কাজেই কোন হুকুম একটি সময়ে বা অবস্থায় বান্দার জন্য অধিকতর কল্যাণ বিবেচিত হয়, আবার অন্য সময় বা অবস্থার প্রেক্ষিতে আরেকটি হুকুম তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর বিবেচিত হ'তে পারে।

নিম্নের আয়াত ও হাদীছগুলো তারই প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، 'আমরা কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা তা ভুলিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি' *(বাক্বারাহ ২/১০৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، 'আল্লাহ এখন তোমাদের উপর বোঝা লাঘব করে দিলেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা এসে গেছে' *(আনফাল ৮/৬৬)*।

তিনি আরো বলেন, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ 'অতএব এখন তোমরা স্ত্রীগমন কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা সন্ধান কর' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

উপরের আয়াতদ্বয়ে الْآنَ শব্দ প্রমাণ করে যে, এগুলি পূর্বের হুকুম পরিবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল।

(৩) রাসূল (ছাঃ) বলেন, نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، 'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যিয়ারত করবে'।[৮] অত্র হাদীছটি কবর যিয়ারতের নিষেধাজ্ঞা রহিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল।

নাসখের শর্তসমূহ :

যেসব ক্ষেত্রে নাসখ সম্ভব, সেসব ক্ষেত্রে নাসখ বা রহিতকরণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল-

(১) উভয় দলীলের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব না হওয়া। তাই উভয় দলীলের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হ'লে, উভয়টি অনুযায়ী আমল করা সম্ভব হওয়ার কারণে নাসখ সাব্যস্ত হবে না।

---

৪. সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী ২/১৯৬।
৫. মুসলিম হা/২৯৬৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩১২।
৬. মুছন্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৪০৭; তাফসীরে কুরতুবী।
৭. তাফসীরে কুরতুবী ২/৬২; বাক্বারাহ ১০৬ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
৮. মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৭৬২।

www.at-tahreek.com

(২) নাসেখ বা রহিতকারী দলীল পরে আসার ব্যাপারে জ্ঞান থাকা :

এটি জানা যেতে পারে মূল দলীলের মাধ্যমে অথবা ছাহাবীর সংবাদের মাধ্যমে অথবা ইতিহাসের মাধ্যমে।

(ক) দলীল পরে আসার বিষয়টি (নছ বা হাদীছ থেকে) দলীলের মাধ্যমে জানা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، ‘হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সাথে মুত‘আহ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তা হারাম করেছেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত। অতএব যার নিকট এ ধরনের বিবাহ সূত্রে কোন স্ত্রীলোক আছে, সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয়। আর তোমরা তাদের যা কিছু দিয়েছে তা কেড়ে নিও না’।[৯]

(খ) ছাহাবীর সংবাদের মাধ্যমেও রহিতকারী দলীল পরে আসার বিষয়টি জানা যায়। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘কুরআনে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ‘দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়’। অতঃপর তা রহিত হয়ে যায় ‘পাঁচবার পান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়’ এর দ্বারা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন অথচ ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসাবে তিলাওয়াত করা হ’ত’।[১০]

(গ) নাসখ ও মানসূখের বিষয়টি ইতিহাস দ্বারা জানা যায়। যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী, الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، ‘আল্লাহ এখন তোমাদের উপর বোঝা লাঘব করে দিলেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা এসে গেছে’ *(আনফাল ৮/৬৬)*।

আয়াতের الْآنَ (এখন) শব্দটি এ হুকুম পরে আসার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে। অনুরূপভাবে যদি উল্লেখ করা হয় যে, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) হিজরতের পূর্বে কোন বিষয়ে হুকুম দিয়েছেন। তারপর হিজরতের পরে তার বিপরীত ফায়ছালা দিয়েছেন। তখন দ্বিতীয়টি রহিতকারী সাব্যস্ত হবে।

(৩) নাসেখ বা রহিতকারী দলীল বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হওয়া :

এক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদ্বান শর্ত করেছেন যে, রহিতকারী দলীল মানসূখ বা রহিত দলীলের চেয়ে শক্তিশালী অথবা সমমানের হ’তে হবে। কাজেই তাদের মতে, মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীছ, খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা রহিত হবে না। যদিও রহিতকারী দলীলটি ছহীহ হয়। কিন্তু অধিকতর অগ্রগণ্য অভিমত হ’ল নাসখ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নাসেখকে অধিকতর শক্তিশালী কিংবা সমমানের হওয়া শর্ত নয়। কেননা নাসখ-এর ক্ষেত্র হ’ল হুকুম আর হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মুতাওয়াতির হওয়া শর্ত নয়।

(৪) নাসখ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় হওয়া : নাসখ রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় হ’তে হবে। ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় কেউ কুরআনের আয়াত বা হাদীছ নাসখের দাবী করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।[১১]

(৫) রাবীর ইসলাম গ্রহণের অগ্রগামিতা : বর্ণনাকারী পরে ইসলাম গ্রহণ করলে তার বর্ণিত হাদীছটি নাসেখ হিসাবে গণ্য হবে। আর পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছ মানসূখ হিসাবে গণ্য হবে যদি দু’টি বর্ণনার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।[১২]

(৬) নাসেখ অবশ্যই কিতাব বা সুন্নাহর অহী হ’তে হবে : যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ ‘আর যখন তাদের উপর আমাদের স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, এটা বাদ দিয়ে অন্য কুরআন নিয়ে এস অথবা এটাকে পরিবর্তন করে আনো। তুমি বল, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট অহি করা হয়। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি’ তাহ’লে আমি এক ভয়ংকর দিবসের শাস্তির ভয় করি *(ইউনুস ১০/১৫)*। অর্থাৎ ইজমা‘ দ্বারা নাসখ হবে না। অনুরূপভাবে ক্বিয়াসের মাধ্যমেও নাসখ হবে না।[১৩]

(৭) নাসেখ ও মানসূখ একসাথে না আসা : কারণ পরস্পর-বিরোধী দু’টি বিধান এক স্থানে একত্রিত হওয়া বিধিসম্মত নয়। এমনটি হ’লে মানসূখ স্বস্থানে ছাবেত থাকার দাবী রাখে এবং নাসেখ তা অপসারণ করার দাবী রাখে। এর বিপরীতও হ’তে পারে।

(৮) মানসূখ হবে শরী‘আতের বিধানের ক্ষেত্রে ইতিহাস বা খবরের ক্ষেত্রে নয় : কারণ খবর বা ইতিহাসে নাসখের স্থান নেই। যেমন পূর্বের এবং পরের ইতিহাস, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা, আর আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে ইত্যাদি।

নাসখের প্রকারসমূহ :

নাসখ প্রধানত তিন প্রকার : যেমন

১। হুকুম মানসূখ বা রহিত; কিন্তু তার তেলাওয়াত বহাল (نسخ الحكم دون التلاوة) : কুরআনের এ ধরনের নাসখ বেশী। যেমন, (১) আল্লাহ বলেন, إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، ‘যদি

৯. *মুসলিম হা/১৪০৬।*
১০. *মুসলিম হা/১৪৫২; মিশকাত হা/৩১৬৭।*
১১. *মা‘আলিমুস সুনান ৩/২১২।*
১২. *মা‘আলিমুস সুনান ১/২৩৫।*
১৩. *জীযানী, মা‘আলিম উছূলিল ফিক্বহ পৃ. ২৪৮-৪৯।*

তোমাদের মধ্যে বিশ জন দৃঢ়চিত্ত মুজাহিদ থাকে, তাহ'লে তারা দু'শো জন কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে এরূপ একশ' জন থাকে, তবে তারা এক হাযার কাফেরের উপর বিজয়ী হবে' *(আনফাল ৮/৬৫)*।

অত্র আয়াতের বিধান নিচের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ... 'আল্লাহ এখন তোমাদের উপর বোঝা লাঘব করে দিলেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। অতএব যদি এখন তোমাদের মধ্যে একশ' জন দৃঢ়চিত্ত মুজাহিদ থাকে, তবে তারা দু'শো জন কাফেরের উপর জয়লাভ করবে। আর এক হাযার জন থাকলে তারা দু'হাযারের উপর জয়লাভ করবে আল্লাহ্র হুকুমে' *(আনফাল ৮/৬৫)*।

(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، 'আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে ও স্ত্রীদের ছেড়ে যায়, তারা যেন স্বীয় স্ত্রীগণকে বের করে না দিয়ে এক বছরের জন্য ভরণ-পোষণের অছিয়ত করে যায়। অবশ্য যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে তাদের নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়ানুগভাবে তারা যা করে, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই' *(বাক্বারা ২/২৪০)*।

জমহূর বিদ্বানগণের মতে, আয়াতটি সূরা বাক্বারার ২৩৪ আয়াত দ্বারা 'মানসূখ' হয়ে গেছে। যেখানে বিধবাদের ইদ্দতকাল ৪ মাস ১০ দিন বলা হয়েছে। তবে তাবেঈ মুজাহিদ ও আত্বা বলেন, বরং এটি বিধবা স্ত্রীদের জন্য স্বামীদের পক্ষ হ'তে অছিয়ত হিসাবে বলা হয়েছে (وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ)। যদি তারা স্বামীর বাড়ীতে থাকতে চায়।[১৪]

(৩) আল্লাহ্র বাণী : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা রাসূলের সঙ্গে একান্তে কথা বলবে, তখন কথা বলার পূর্বে ছাদাক্বা পেশ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্রতর' *(মুজাদালা ৫৮/১২)*। পরে আল্লাহ্র বাণী- أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ، 'তোমরা কি (রাসূলের সঙ্গে) একান্তে আলাপকালে ছাদাক্বা পেশ করতে ভয় পাচ্ছ? এক্ষণে যখন সেটা তোমরা করলে না এবং আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর *(মুজাদালা ৫৮/১২)* আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়।

(৪) আল্লাহ্র বাণী : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 'আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য দান করে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)* আয়াতটি পরবর্তী আয়াতের فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، 'অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)* অংশ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, তেলাওয়াত রহিত না করে হুকুম রহিত করার হিকমত হ'ল, তেলাওয়াতের ছওয়াব অবশিষ্ট রাখা এবং উম্মতকে নাসখ-এর হিকমত বা তাৎপর্য স্মরণ করিয়ে দেয়া। *[ক্রমশঃ]*

১৪. তাফসীর ইবনু কাছীর, বাক্বারাহ ২৪০ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য, ১/৪৯৯।

M/S AL-MANAR STEEL

Md. Mujtaba Hashemy

Proprietor

All kind of MS Rod, Cement wholesale & Retailer

Kadirgonj, Gorhanga (Near to Upohar Cinema Hall), Rajshahi.

+88-01740-966266, +88-01760-282828; almanarsteel786@gmail.com

সালাফদের কুরআন চর্চা

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

কুরআন আল্লাহ্র নাযিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ এই কিতাবে মওজূদ আছে মানবতার হেদায়াত ও পথনির্দেশ। কুরআন পাঠ করা শ্রেষ্ঠ নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। তবে শুধু পাঠের জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়নি; বরং পাঠের মাধ্যমে অনুধাবন করে এর বিধান সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে। আর সালাফে ছালেহীন ছিলেন কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পবিত্র কুরআনের সাথে তাদের দৈনন্দিন সম্পর্ক কেমন ছিল, কিভাবে তারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন, চর্চা করতেন, বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং তাবে তাবেঈনের তিন যুগের বরণীয় ও অনুসরণীয় সোনালী ব্যক্তিগণ সালাফে ছালেহীন নামে পরিচিত এবং তাদের পরবর্তী যুগে যারা ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শের পুর্ণাঙ্গ অনুসারী ছিল তারা সালাফ নামে অভিহিত।

সালাফদের কুরআন চর্চা :

সালাফে ছালেহীনের কুরআন চর্চার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। তাদের জীবনী থেকে কতিপয় নমুনা পেশ করে সেগুলোকে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হ'ল-

১. শৈশবে কুরআন চর্চা :

সালাফে ছালেহীনের শিক্ষাজীবন শুরু হ'ত কুরআন শেখার মাধ্যমে। তারা শৈশবে সর্বপ্রথম কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাদের স্বর্ণালী যুগে শৈশবের কুরআন শিক্ষা এতটাই প্রসিদ্ধ ছিল যে, তারা হাদীছ ও ফিক্বহের জ্ঞান অর্জনের আগে কুরআন হিফয করতেন। আর যারা কুরআন হিফয করত না, তাদের তারা হাদীছ ও ফিক্বহ শিখাতেন না। ইমাম শাফেঈ, সাহল তুসতারী সহ প্রমুখ সালাফ ছয়-সাত বছর বয়সে কুরআন হিফয করেছেন। ইমাম মহিউদ্দীন (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن 'সালাফগণ কেবলমাত্র তাকেই হাদীছ ও ফিক্বহ শিক্ষা দিতেন, যার কুরআন মুখস্থ আছে'।[১] সেজন্য ইমাম নববী (রহঃ) শৈশবকাল থেকে কুরআনের ভালবাসা বুকে ধারণ করেছিলেন। তার বয়স যখন দশ বছর, তখন তিনি এতো বেশী তেলাওয়াত করতেন যে, অন্য বালকেরা তার সাথে খেলতে চাইত না। তিনিও তাদের থেকে পালিয়ে বেড়াতেন এবং নিভৃতে কুরআন পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। মহল্লায় তার বাবার দোকান ছিল। তিনি নববীকে দোকানে বসিয়ে রাখতেন; কিন্তু বেচা-কেনায় মনোযোগ দিতে নিষেধ করতেন। ফলে তিনি দোকানে বসেও কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এ অবস্থা দেখে জনৈক আলেম নববীর পিতাকে বলেন, আশা করা যায় আপনার ছেলে যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-তপস্বী হবে। তিনি বলনে, আপনি কী জ্যোতির্বিদ? আলেম বললেন, না, আমি জ্যোতির্বিদ নই; তবে আল্লাহ আমাকে দিয়ে কথাটি বলিয়ে নিয়েছেন।[২] সেই আলেমের দূরদর্শিতা পরবর্তীতে সত্যে পরিণত হয়েছিল। ক্ষণজন্মা এই মহান ইমাম যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। ইলমী ময়দানে তার অবদান অবিস্মরণীয়। যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বের জ্ঞানপিয়াসী মানুষ তার লিখিত কিতাব-পত্রের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন ইনশাআল্লাহ।

ইমাম সুলাইম ইবন আইয়ূব আর-রাযী (৪৪৭ হি.) বলেন, আমার বাল্যকাল কেটেছিল 'রাই' নগরীতে। দশ বছর বয়সে আমি কুরআন শেখার জন্য এক শায়েখের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'এসো, পড়ো'। আমি অনেক চেষ্টা করেও সূরা ফাতেহা পড়তে পারলাম না। জিহ্বায় জড়তা থাকায় আটকে গেল। তিনি বললেন, 'তোমার মা আছে?' বললাম, 'হ্যাঁ' তিনি বললেন, 'তাকে বলবে তোমার জন্য দো'আ করতে, যাতে তুমি কুরআন পড়তে পার, আর ইলম অর্জন করতে পার'। আমি বাসায় ফিরে মায়ের কাছে দো'আ চাইলাম। মা দো'আ করে দিলেন। বড় হওয়ার পর আমি বাগদাদে গেলাম। সেখানে আরবী ও ফিক্বহ শিখলাম। তারপর 'রাই' নগরীতে আবার ফিরে এলাম। কোন একদিন আমি জামে মসজিদে 'মুখতাসারুল মুযানী' পড়াচ্ছিলাম। এমন সময় সেই শায়খ এসে হাযির। আমাদেরকে সালাম দিলেন তিনি। তবে আমাকে চিনতে পারলেন না। আমার পড়া শুনলেন তিনি ঠিকই, কিন্তু বুঝলেন না কি বলছি। তিনি বলে ফেললেন, 'এই রকম শেখা যায় কিভাবে?' তখন আমার বলতে ইচ্ছা হ'ল, 'আপনার যদি মা থাকে, তাহ'লে তাকে দো'আ করতে বলবেন। তবে লজ্জায় আমি আর কিছু বলিনি'।[৩]

প্রাচ্যের হাফেয খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন, 'কুরআন মুখস্থ করার মাধ্যমে তালিবুল ইলমের শিক্ষাজীবন শুরু করা উচিৎ। কেননা এটা মহিমান্বিত জ্ঞান এবং অগ্রগণ্যতা ও অগ্রবর্তিতার ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী। তারপর আল্লাহ যদি তাকে কুরআন হিফয করার তাওফীক্ব দান করেন, তাহ'লে তার উচিত হবে না সাথে সাথেই হাদীছ অথবা এমন কোন জ্ঞান আহরণে মশগূল হয়ে পড়া, যা তাকে কুরআন ভুলে যাওয়ার দিকে ঠেলে দিবে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে তার কর্তব্য হ'ল অন্যান্য পাঠের চেয়ে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা

---

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী; এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন নববী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব (কায়রো : ইদারাতুত তাবা'আতিল মুনীরিইয়াহ, ১৩৪৪-১৩৪৭হি.) ১/৩৮ পৃ.।

২. শামসুদ্দীন যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-আরবী, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৩হি./১৯৯৩খৃ.) ৫০/২৪৭।

৩. শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ-লামিন নুবালা, মুহাক্কিক্ব : শু'আইব আরনাঊত্ব ও অন্যান্য (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.) ১৭/৬৪৬।

এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ অধ্যয়ন করা। কেননা শরী'আতের মূল উৎস কুরআন ও হাদীছ।[৪] পশ্চিমের হাফেয ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র (৩৬৮-৪৬৩হি.) বলেন, فَأَوَّلُ الْعِلْمِ حِفْظُ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَفَهُّمُهُ وَكُلُّ مَا يُعِينُ عَلَى فَهْمِهِ فَوَاجِبٌ طَلَبُهُ مَعَهُ 'শিক্ষার প্রথম পাঠ হ'ল কুরআন মুখস্থ করা এবং তা অনুধাবন করা। পাশাপাশি কুরআন অনুধাবনের জন্য সহায়ক জ্ঞান অর্জন করাও আবশ্যক'।[৫]

২. মুছহাফ দেখে কুরআন তেলাওয়াত করা :

মুছহাফ দেখে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত ছিল সালাফদের চিরায়ত অভ্যাস। কারণ মুখস্থ তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন যতটা অনুধাবন করা যায়, মুছহাফ দেখে তেলাওয়াত করলে তার চেয়ে বেশী হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এজন্য সালাফদের মতে মুছহাফ দেখে কুরআন তেলাওয়াত করার মাধ্যমে চার রকমের উপকার হাছিল হয় : (১) চোখের মাধ্যমে দেখার ছওয়াব, (২) কানের মাধ্যমে শোনার ছওয়াব, (৩) জিহ্বার মাধ্যমে উচ্চারণের ছওয়াব এবং অন্তরের মাধ্যমে তাদাব্বুরের ছওয়াব।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবী ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ قُلُوبَنَا طَهُرَتْ مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ رَبِّنَا، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ لَا أَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ، 'আমাদের হৃদয় যদি (পাপাচার) থেকে পবিত্র থাকত, তবে আমাদের রবের কালামে এরা কখনো পরিতৃপ্ত হ'ত না। আমি এটা খুবই অপসন্দ করি যে, আমার একটা দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে অথচ আমি মুছহাফে একবার নযর বুলিয়ে দেখব না'।[৬] আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَلَّا أَنْظُرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي عَهْدِ رَبِّي مَرَّةً 'প্রতিদিন একবার হ'লেও আমার রবের প্রতিশ্রুতি (কুরআনের) দিকে একবার নযর না বুলানোকে আমি খুই লজ্জাবোধ করি'।[৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে শাওযাব (৮৬-১৫৬হি.) বলেন, 'উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রহঃ) প্রতি দিন মুছহাফ দেখে দেখে কুরআনের এক চতুর্থাংশ তেলাওয়াত করতেন। অতঃপর রাতের ছালাতেও তেলাওয়াত করতেন। তবে যে রাতে তার পা কাটা হয়েছিল সে রাতে এ আমলটা করতে পারেননি। তাই পরের রাতে ছুটে যাওয়া অংশ তেলাওয়াত করে নেন। উল্লেখ্য যে, পায়ে ক্যান্সার হয়েছিল বিধায় তাঁর পা কেটে ফেলা হয়েছিল'।[৮] সুফইয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) বলেন, আমর ইবনে ক্বায়েস (মৃ. ১৪৬হি.) এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যার কাছে আমি শিখেছি কুরআন তেলাওয়াত, ফারায়েয এবং শিষ্টাচার। আমি তাকে বাযারে খোঁজ করতাম। যদি সেখানে না পেতাম, তবে তার বাড়িতে পেয়ে যেতাম, তখন তিনি হয় ছালাত রত অবস্থায় থাকতেন অথবা মুছহাফ হাতে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি এমনভাবে তেলাওয়াতে মশগূল থাকতেন যেন কোনকিছু হারানোর আশংকা করছেন। আর তাকে বাড়িতে না পাওয়া গেলে ঠিকই মসজিদে অথবা গোরস্থানে পাওয়া যেত এমন অবস্থায় যে, তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।[৯]

আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর ছাত্র কর্ডোভার ইমাম বাক্বী ইবনে মাখলাদ (২০১-২৭৬হি.) প্রতিদিনের নেক আমলের জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ রাখতেন। তিনি প্রতিদিন ফজর ছালাতের পর মুছহাফ দেখে কুরআনের এক ষষ্ঠাংশ বা পাঁচ পারা করে তেলাওয়াত করতেন।[১০]

৩. নিয়মিত কুরআন খতম করা :

কুরআন খতম করার অর্থ হ'ল পুরো কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করে শেষ করা। সালাফদের কুরআন খতমের ধরণ বিভিন্ন রকমের ছিল। কেউ প্রতি তিন দিনে, কেউ পাঁচ/ছয়/সাত দিনে, আবার কেউ কেউ প্রতি মাসে একবার করে কুরআন খতম করতেন। আবার কেউ অনুধাবন করে অল্প অল্প করে তেলাওয়াত করতেন। এর কারণ ছিল এই যে, তারা কুরআন পড়ে শেষ করার চেয়ে আয়াতের মর্ম উপলব্ধি ও তদানুযায়ী আমল করাকে অগ্রাধিকার দিতেন। কুরআনের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। তেলাওয়াত ছাড়া তাদের কোন দিন অতিবাহিত হ'ত না।

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কত দিনে কুরআন খতম করব? তিনি বললেন, এক মাসে। ছাহাবী বললেন, إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ 'আমি এর চেয়ে অধিক শক্তি রাখি। তখন তিনি (ছাঃ) বললেন, সাত দিনে খতম করবে। তিনি বললেন, আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ 'যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করে, সে কুরআনকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না'।[১১]

তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করা যাবে কি-না এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মত হ'ল- যেমন ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, 'সাধারণভাবে তিন দিনের কম সময়ে নিয়মিত

৪. *খত্বীব বাগদাদী, আল-জামি' লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি', মুহাক্কিক্ব : ড. মাহমূদ আত-তাহহান (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি) ১/১০৬-১১১*
৫. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, তাহক্বীক্ব : আবূল আশবাল আয-যুহাইরী (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৪হি./১৯৯৪খৃ.), ২/১১২৯।*
৬. *বায়হাক্বী, আল-আসমাউ ওয়াছ ছিফাত ১/৫৯৩।*
৭. *তাফসীরে কুরতুবী ১/২৮।*
৮. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৩/৫৩১; ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফয়াতুল আ'য়ান, মুহাক্কিক্ব : ইহসান আব্বাস (বৈরূত : দারু ছাদের, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৪খৃ.) ৩/২৫৭।*
৯. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/২৫০।*
১০. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ২০/৩২০।*
১১. *আবূদাঊদ হা/১৩৯০; মিশকাত হা/২২০১; সনদ ছহীহ।*

কুরআন খতম করা উচিত নয়। তবে রামাযান মাসের মতো ফযীলতপূর্ণ সময়ে তিন দিনের কম সময়ে কুরআন পড়ে শেষ করাতে কোন দোষ নেই। যেমন- এ মাসে বেশী বেশী তেলাওয়াত করা, বিশেষভাবে লায়লাতুল ক্বদর অন্বেষণে রাতের বেলা তেলাওয়াত ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মক্কার মত বরকতপূর্ণ স্থানে তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করা মাকরূহ নয়; বরং বরকতপূর্ণ সময়ে ও স্থানে বেশী বেশী তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। আর এটাই জমহূর ওলামায়ে কেরামের মত। আর এ ব্যাপারে সালাফদের আমল রয়েছে।[১২]

হুসাইন আল-'আনক্বাযী (রহঃ) বলেন, ইবনে ইদরীস যখন জীবন-সায়াহ্নে, তখন তার মেয়ে কান্না করতে লাগল। তিনি বললেন, لَا تَبْكِي يَا بُنَيَّة، فَقَدْ خَتَمْتُ الْقُرْآنَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَرْبَعَةَ آلَافِ ختمة 'বেটি আমার! কান্না করো না। আমি এই ঘরে চার হাযার বার কুরআন খতম করেছি'।[১৩] এটা অসম্ভব নয়। কেননা কেউ যদি প্রতি তিন দিনে একবার করে কুরআন খতম করে, তবে তিনি মাসে দশ বার এবং বছর ১২০ বার কুরআন খতম করতে পারবেন। তাছাড়া তারা রামাযান মাসে তো আরো বেশী তেলাওয়াত করতেন। সুতরাং ৩০-৩৫ বছর যাবত এভাবে তেলাওয়াত করতে থাকলে চার হাযার বার কুরআন খতম করা সম্ভব।

আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, মা'রূফ ইবনে ওয়াছেল আত-তামীমী সফরে কিংবা বাড়িতে যেখানেই থাকতেন প্রতি তিন দিনে একবার কুরআন খতম করতেন।[১৪]

অনেক সালাফ মসজিদে বেশী বেশী তেলাওয়াত করতেন। কেননা মসজিদে পারিবারিক ঝামেলা থাকে না। বিশিষ্ট তাবেঈ ছাবিত বিন আসলাম আল-বুনানী (মৃ.১২৭হি.) তার মহল্লার মসজিদের ব্যাপারে বলেন, ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها 'এই জামে মসজিদের এমন কোন খুঁটি আমি ছাড়িনি, যার কাছে আমি কুরআন খতম করিনি এবং কাঁন্নাকাটি করিনি'।[১৫]

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ 'কুরআন খতম করার সময় রহমত নাযিল হয়'।[১৬] এজন্য সালাফদের অনেকেই কুরআন খতম করার পর আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন। যেমন ইবনুল জাওযী বলেন, আমি বিবাহের পরে কুরআন খতম করে আল্লাহ্র কাছে দশ জন সন্তান চেয়েছিলাম, আল্লাহ আমাকে সেটাই দান করেছেন।

৪. অনুধাবন করে অর্থ বুঝে তেলাওয়াত :

অর্থ না বুঝে তেলাওয়াতের মাধ্যমে নেকী লাভ করা যায়, কিন্তু কুরআন শুধু এজন্য নাযিল হয়নি; বরং নাযিল হয়েছে তা অনুধাবন করার জন্য এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য। আমর ইবনে মুররাহ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, আমার কাছে কুরআন পাঠ কর। আমি বললাম, আমি আপনার কাছে পাঠ করব? অথচ আপনার উপরেই তো এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের মুখ থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পসন্দ করি। এরপর আমি তাঁর নিকট সূরা 'নিসা' পাঠ করলাম, যখন আমি এই পর্যন্ত পাঠ করলাম, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، 'অতএব সেদিন কেমন হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী (নবী) আনব এবং তোমাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষী করব?' *(নিসা ৪/৪১)*। তিনি বললেন, থাম! থাম! তখন তাঁর দু'চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরছিল।[১৭] আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।[১৮]

একবার আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। রাসূল (ছাঃ) জবাবে বলেন, সূরা হূদ, ওয়াকি'আহ, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা ও সূরা তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে'।[১৯] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, اقْرَأْ مَا تَسْمَعُهُ أُذُنَاكَ وَيَفْقَهُهُ قَلْبُكَ 'তুমি এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত কর, যেন তোমার দু'কান সেটা শুনতে পায় এবং তোমার হৃদয় তা উপলব্ধি করতে পারে'।[২০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ কুরআনের মাধ্যমে প্রভাবিত হ'তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রহঃ) বলেন, আমি আমার দাদী আসমা বিনতে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কুরআন শ্রবণ করার সময় আল্লাহ্র রাসূলের ছাহাবীদের কি অবস্থা হ'ত? জবাবে তিনি বলেন, تدمع أعينهم، وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله 'তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতো এবং শরীর কেঁপে উঠত, যেমনটা আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন'।[২১] মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে আবুবকর (রাঃ) নিজ বাড়ির পাশে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে ছালাত আদায় করতেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً، لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ

---

১২. *ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ (সৌদি আরব : দারু ইবনে হাযম, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৪হি./২০০৪খৃ.) পৃ. ১৭১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৩/৭৯।*

১৩. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৪৪; তারীখুল ইসলাম ১৩/২৫০।*

১৪. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.) ২/৬৯।*

১৫. *ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১২হি./১৯৯২খৃ.) ৭/১৮৮; ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/১৫৫।*

১৬. *আবুবকর ফারিয়াবী (মৃ. ৩০১হি.), ফাযায়েলুল কুরআন (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশ্দ, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৯হি./১৯৮৯খৃ.) পৃ. ১৮৯; মুহিউদ্দীন নববী, আল-আযকার (সৌদি আরব : দারু ইবনে হাযম, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৫হি./২০০৪খৃ.) পৃ. ২০০।*

১৭. *বুখারী হা/৪৫৮২।*

১৮. *বুখারী হা/৫০৫০।*

১৯. *তিরমিযী হা/৩২৯৭; মিশকাত হা/৫৩৫৪; ছহীহ হাদীছ।*

২০. *ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.) ২/৪৭৮।*

২১. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৩/৪১৭।*

www.at-tahreek.com

الْقُرْآنَ، ‘আবুবকর ছিলেন একজন ক্রন্দনকারী ব্যক্তি, তিনি যখন কুরআন পড়তেন, তখন তাঁর অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না’।[২২]

বিশিষ্ট তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে কা‘ব আল-কুরাযী (৪০-১০৮হি.) বলেন, لَأَنْ أَقْرَأَ فِي لَيْلَتِي حَتَّى أُصْبِحَ بِإِذَا زُلْزِلَتِ، وَالْقَارِعَةُ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَأَتَرَدَّدُ فِيهِمَا وَأَتَفَكَّرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَهُذَّ الْقُرْآنَ لَيْلَتِي هَذًّا، يعني: أَنْثُرَهُ نَثْرًا، ‘কুরআন গদ্যের মতো তাড়াতাড়ি পড়ে রাত শেষ করার চেয়ে আমি যদি রাতের শুরু থেকে সকাল পর্যন্ত কেবল সূরা যিলযাল ও সূরা ক্বারি‘আহ তেলাওয়াত করি, এর চেয়ে আর বেশী কিছু না তেলাওয়াত করে শুধু এ দু’টিরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকি এবং এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকি, তাহ’লে এটাই আমার নিকটে অধিকতর পসন্দনীয়’।[২৩]

মূলত কুরআনের প্রকৃত মিষ্টতা অনুভব করা যায় তখনই, যখন পঠিত বা শ্রবণকৃত আয়াতগুলো অনুধাবন করা যায়। হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, تَفَقَّدُوا الْحَلَاوَةَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الْقُرْآنِ وَفِي الذِّكْرِ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهَا فَامْضُوا وَأَبْشِرُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، ‘ছালাত, কুরআন ও যিকরে মিষ্টতার খোঁজ কর। মিষ্টতা খুঁজে পেলে আগে বাড়াও এবং সুসংবাদ নাও। আর যদি না পেয়ে থাকো, তাহ’লে জেনে রেখো, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে’।[২৪] এজন্য শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْقِرَاءَةُ الْقَلِيلَةُ بِتَفَكُّرٍ أَفْضَلُ مِنْ الْكَثِيرَةِ بِلَا تَفَكُّرٍ، ‘না বুঝে অনেক বেশী কুরআন তেলাওয়াত করার চেয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অল্প তেলাওয়াত করা অতি উত্তম’।[২৫]

৫. আমল করার উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত :

ছাহাবায়ে কেরাম যখন কুরআন শিখতেন বা তেলাওয়াত করতেন, তখন এর বিধান অনুযায়ী আমল করার জন্যই সেটা করতেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, كانَ الرجل مِنَّا إذا تعلَّم عَشْرَ آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهُنَّ، والعملَ بهنَّ، ‘আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন সেই আয়াতগুলো অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ না এগুলোর অর্থ জানতে পারতেন এবং তার প্রতি আমল করতে পারতেন’।[২৬] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, ‘কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আমল করার জন্য। সেজন্য আমল করার নিয়তেই কুরআন তেলাওয়াত করা কর্তব্য। তাকে বলা হ’ল, কুরআনের ওপর আমল করা হয় কিভাবে? জবাবে তিনি বলেন, কুরআন যা হালাল করেছে, সেটাকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করা। যা হারাম করেছে, তা হারাম হিসাবে মেনে নেওয়া। কুরআনে যা কিছু নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা এবং যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে পরিপূর্ণরূপে বিরত থাকা। আর তেলাওয়াতের প্রাক্কালে আশ্চর্যজনক বিষয় সমূহ আসলে থেমে যাওয়া এবং চিন্তা-ভাবনা করা’।[২৭] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, نزل القرآن ليُتدبَّر ويُعمَل به، فاتَّخِذوا تلاوتَهُ عَمَلًا، ‘কুরআন নাযিল হয়েছে চিন্তা-ভাবনা করা ও তার প্রতি আমল করার জন্য। সুতরাং তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করাকে আমল হিসাবে গ্রহণ কর’।[২৮]

৬. রাতের বেলায় অধিক তেলওয়াত করতেন :

যে কোন সময় কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত রয়েছে। কিন্তু রাতের তেলাওয়াতের ফযীলত সবচেয়ে বেশী। ক্বিয়ামতের দিন কুরআন যখন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে, তখন রাতের তেলাওয়াতের কথা উল্লেখ করে বলবে, أَيْ رَبِّ... مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، ‘হে আমার রব! আমি তাকে রাতের বেলা ঘুমাতে বাধা দিয়েছিলাম (অর্থাৎ সে রাত জেগে কুরআন তেলাওয়াত করেছে)। সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর’। অতঃপর আল্লাহ কুরআনের সুফারিশ কবুল করবেন।[২৯] এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি রাতে সূরা সাজদাহ ও সূরা মূলক না পড়ে ঘুমাতেন না।[৩০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম তাহাজ্জুদের ছালাতে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তামীমুদ্দারী (রাঃ) তাহাজ্জুদের ছালাতে সূরা জাছিয়া পড়তেন। যখন তিনি সেই আয়াতে পৌঁছান যেখানে আল্লাহ বলেছেন, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ– ‘যারা দুষ্কৃতিসমূহ অর্জন করে, তারা কি ভেবেছে যে, আমরা তাদের বাঁচা ও মরাকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে? কতই না মন্দ সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে থাকে!’ *(জাসিয়া ৪৫/২১)*। তিনি আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করতে থাকেন এবং কাঁদতে থাকেন। আর এভাবেই ভোর হয়ে যায়।[৩১]

---

২২. *বুখারী হা/৩৯০৫।*
২৩. *ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব ১/৯৭।*
২৪. *হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/৪৬; ইবনু রজব হাম্বলী, নুযহাতুল আসমা ২/৪৭০।*
২৫. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ৫/৩৩৪।*
২৬. *তাফসীরে ত্বাবারী, ১/৮০।*
২৭. *খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি আল-আমাল, মুহাক্কিক্ব: নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৭৪খৃ.), পৃ. ৭৬।*
২৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরবী, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৬হি./১৯৯৬হি.) ১/৪৫০।*
২৯. *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/১৮৩৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৮৮২; মিশকাতা হা/১৯৬৩; সনদ ছহীহ।*
৩০. *তিরমিযী হা/২৮৯২; মিশকাতা হা/২১৫৫; ছহীহ।*
৩১. *মারওয়াযী, মুখতাছার কিয়ামিল লায়ল (পাকিস্তান, ফয়ছালাবাদ : হাদীছ একাডেমী, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৮হি./১৯৮৮খৃ.) পৃ. ১৪৯।*

আব্বাস ইবনে মায়সারাহ (মৃ. ১৬০হি.) প্রতি রাতে এক হাযার আয়াত তেলাওয়াতের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং তা নিয়মিত তেলাওয়াত করতেন। যদি কোন রাতে ঐ পরিমাণ তেলাওয়াত করতে সক্ষম না হ'তেন, তবে নেকীর ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য পরের দিন ছিয়াম রাখতেন।[৩২] আবূ ইসহাক্ব আস-সাবেঈ (৩৩-৯৪হি.) প্রতি রাতে ক্বিয়ামুল লাইলে এক হাযার আয়াত তেলাওয়াত করতেন। আর হাযার আয়াত পূর্ণ করার জন্য তিনি সূরা ছাফ্ফাত, ওয়াক্বিয়াহ-এর মত ছোট আয়াত বিশিষ্ট সূরাগুলো তেলাওয়াত করতেন।[৩৩] মূলত তিনি নিম্নোক্ত হাদীছের উপর আমল করতেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ، 'যে ব্যক্তি রাতের ছালাতে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার নাম গাফেলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি (রাতের) ছালাতে এক শত আয়াত পাঠ করবে, তার নাম অনুগত বান্দাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ক্বিয়ামে এক হাযার আয়াত তেলাওয়াত করবে, তাকে অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে'।[৩৪]

আব্দুর রাযযাক ছান'আনী (রহঃ) বলেন, সুফইয়ান ছাওরী (রহঃ) প্রত্যেক রাতের সময়কে দুই ভাগে ভাগ করতেন। একভাগে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, আর একভাগে হাদীছ অধ্যয়ন করতেন।[৩৫] মুহাম্মাদ আবূ নছর আত-তূসী (মৃ. ৩৪৪হি.) ছিলেন মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ এবং সাহিত্যিক। তিনি হাদীছে নববীর জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে সফর করতেন। দিনের বেলা ছিয়াম রাখতেন এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন। নিয়মিত দান-ছাদাক্বা করতেন। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন। এই মহান মনীষী রাতের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করতেন, একভাগ গ্রন্থ রচনার জন্য, একভাগ কুরআন তেলাওয়াতের জন্য এবং একভাগ ঘুমের জন্য।[৩৬]

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হুসাইন ইবনে আলী আত-তামীমী (মৃ. ৩৭৫)-এর ছোহবতে আমি প্রায় ত্রিশ বছর কাটিয়েছি। বাড়ীতে-সফরে, গ্রীষ্ম-শীতে সর্বদা তার সাথে থেকে দেখেছি যে, তিনি কখনো ক্বিয়ামুল লাইল ছাড়তেন না। তিনি প্রতি রাতের ক্বিয়ামে কুরআনের এক সপ্তমাংশ তেলাওয়াত করতেন।[৩৭] আবূ মানছূর ইবনে কারখী বাগদাদী (রহঃ) রাতের ছালাতে প্রতি রাক্'আতে এক পারা করে তেলাওয়াত করতেন এবং পুরো রাতে কুরআনের এক সপ্তমাংশ পাঠ করতেন।[৩৮]

৭. রামাযান মাসে কুরআন চর্চা :

রামাযান মাস হ'ল আল্লাহ্র কিতাব অধ্যয়নের মাস। এ মাসে শুধু কুরআনই নাযিল হয়নি; বরং অন্যান্য আসমানী কিতাবগুলোও রামাযান মাসে নাযিল হয়েছে।[৩৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে জিবরীল আমীনকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাতেন এবং তার তেলাওয়াত শুনতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রামাযানে তিনি আরো অধিক দানশীল হ'তেন, যখন জিবরীল (আঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রামাযানের প্রতি রাতেই জিবরীল (আঃ) তাঁর সাথে দেখা করতেন এবং তাঁরা একে অপরকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন'।[৪০]

সালাফে ছালেহীন রামাযানের তেলাওয়াতের প্রস্তুতি স্বরূপ শা'বান মাস থেকে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াতে নিবিষ্ট হ'তেন। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان 'যখন শা'বান মাস আগমন করত, তখন মুসলিমরা মুছহাফের প্রতি নিবিষ্ট হ'তেন এবং তেলাওয়াত করতেন। আর তারা (শা'বান মাসেই) তাদের সম্পদের যাকাত দিয়ে দিতেন, যেন গরীব-মিসকীনরা রামাযানের ছিয়াম সাধনার সাবলম্বী হ'তে পারে'।[৪১] ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, সালাফে ছালেহীনের কেউ কেউ রামাযান মাসে প্রত্যেক দিন, আবার কেউ প্রতি তিন দিনে, কেউ প্রতি সাত দিনে, আবার কেউ প্রতি দশ দিনে কুরআন খতম করতেন। তারা যেমন ক্বিয়ামুল লাইলে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তদ্রূপ ছালাতের বাহিরেও

---

৩২. *জামালুদ্দীন মিয্যী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ ১ম মুদ্রণ, ১৪০০-১৪১৩হি./১৯৮০-১৯৯২খৃ.) ১৪/১৬৮।*

৩৩. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব তাহক্বীক : আমর আল-আমরী (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫হি./১৯৯৫খৃ.) ৪৬/২২৬।*

৩৪. *আবূদাঊদ হা/১৩৯৮; মিশকাত হা/১২০১; সনদ ছহীহ।*

৩৫. *ইবনু আবী হাতেম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (হায়দারাবাদ : মাজলিসু দাইরাতিল মা'আরেফ আল-ওছমানিয়া, ১ম মুদ্রণ, ১২৭১হি./১৯৫২খৃ.) ১/১১৬।*

৩৬. *ইবনুল ইমাদ হাম্বলী, শাযারাতুয যাহাব (দামেশক্ব : দারু ইবনে কাছীর, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৬হি./১৯৮৬খৃ.) ৪/২৩৭; ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ১৪/১০০।*

৩৭. *ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম, ৭/১৮৮; ছিফাতুছ ছাফওয়া, ১৪/৩১২।*

৩৮. *খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, তাহক্বীক: মুছতাফা আব্দুল ক্বাদের আত্বা (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি.), ৬/৫৭; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ২৭/২১৯।*

৩৯. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৭৫; সনদ হাসান।*

৪০. *বুখারী হা/৬; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৯২।*

৪১. *ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৩৫।*

তেলাওয়াত করতেন। ক্বাতাদা (রাঃ) রামাযানের বাহিরে প্রতি সাত দিনে কুরআন খতম করতেন, আর রামাযানে প্রতি তিন দিনে কুরআন খতম করতেন। সুফয়ান ছাওরী (রাঃ) রামাযান মাসে অন্যান্য সকল নফল ইবাদত পরিহার করে শুধু কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকতেন। আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) রামাযান মাসে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিন শুরু করতেন। তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মুছহাফ দেখে তেলাওয়াত করতেন। অতঃপর ঘুমিয়ে যেতেন। ইমাম মালেক ইবেন আনাস (রাঃ) রামাযান মাসে দারস-তাদীরস থেকে মুক্ত থাকতেন। কেবল কুরআনের মুছহাফ নিয়ে পড়ে থাকতেন এবং তেলাওয়াত করতেন।[৪২]

৮. নির্জন-নিভৃতে তেলাওয়াত :

প্রকাশ্যে কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে গোপনে তেলাওয়াত করার মর্যাদা বেশী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ، كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ، كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ، 'প্রকাশ্যে কুরআন তেলাওয়াতকারী প্রকাশ্যে দানকারীর মত। আর গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে দানকারীর মত'।[৪৩] এজন্য সালাফগণের কেউ কেউ গোপনে তেলাওয়াত করতেন। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, كان عمل الربيع بْن خثيم كله سرا فربما دخل عَلَيْهِ الداخل وَقَدْ نشر المصحف فيغطيه بثوبه، 'রবি' বিন খুছাইম সকল (নফল) আমল গোপন করতেন। এমনকি তার কুরআন পড়া অবস্থায় কেউ তার ঘরে প্রবেশ করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাপড় দিয়ে কুরআন ঢেকে ফেলতেন (যেন তার কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়টি আগন্তুক বুঝতে না পারে)'।[৪৪]

মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম আবুল হাসান আল-কিন্দী (১৮০-২৪২) নিভৃতে-গোপনে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তার ছেলে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং কাঁন্নাকাটি করতেন। আর যখন বাহিরে বের হ'তেন, তখন মুখ ধুয়ে চোখে সুরমা লাগাতেন যেন চোখে-মুখে কাঁন্নার প্রভাব না ফুটে ওঠে। তিনি লোক পাঠিয়ে গরীবদের মাঝে খাবার ও পোশাক বিতরণ করতে এবং কঠোরভাবে নিষেধ করে দিতেন যেন তার পরিচয় প্রকাশ না পায়।[৪৫]

ফুযায়েল ইবনে ইয়াযের ছেলে আলী ইবনে ফুযায়েল (রহঃ) নিভৃতচারী হয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি একজন আল্লাহভীরু ইবাদতগুযার বান্দা ছিলেন। ঘরের এক নির্জন জায়গায় তিনি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতেন। একদিন রাতে তিনি সেই জায়গায় তেলাওয়াত করতে থাকেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি তার পিতার আগেই পরকালে পাড়ি জমান।[৪৬]

৯. তেলাওয়াতের মাঝে দো'আ-প্রার্থনা :

কুরআন তেলাওয়াতের সময় প্রার্থনা করা মুস্তাহাব। নাফে (রহঃ) বলেন, كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ فَيَمُرُّ بِالْآيَةِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ فَيَقِفُ وَيَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَيَدْعُو وَيَبْكِي. وَيَمُرُّ بِالْآيَةِ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ فَيَقِفُ فَيَدْعُو وَيَسْتَجِيرُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'ইবনে ওমর (রাতের) ছালাতে জান্নাতের আলোচনা সংক্রান্ত আয়াত তেলাওয়াত করার সময় থেমে যেতেন এবং আল্লাহ্র কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতেন। তিনি দো'আ করতেন এবং কাঁন্নাকাটি করতেন। আর জাহান্নামের বর্ণনা সংবলিত আয়াত তেলাওয়াত করার সময় থেমে যেতেন এবং আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইতেন'।[৪৭] ইমাম ইবনে বায (রহঃ) বলেন, 'কুরআন তেলাওয়াতের সময় দো'আ করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাজ্জুদের ছালাতে যখন কোন আযাব সংক্রান্ত আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন সেই আযাব থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইতেন। আর যখন আল্লাহ্র দয়া সংক্রান্ত আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন সেই রহমত প্রার্থনা করতেন। এটা রাতের ছালাতে করা যায় এবং দিনের ছালাতেও। অথবা ছালাতের বাহিরে কুরআন তেলাওয়াতের সময়ও এভাবে দো'আ করা যায়। এর জন্য পুনরায় আঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ার প্রয়োজন নেই। স্মর্তব্য যে, নফল ছালাতের ক্ষেত্রে এবং একাকী ছালাত আদায়ের সময় এই বিধান প্রযোজ্য হবে। ফরয ছালাতের ক্ষেত্রে নয়'।[৪৮]

১০. কুরআনের মাধ্যমে প্রবলভাবে প্রভাবিত হওয়া :

সালাফে ছালেহীন কুরআন তেলাওয়াতের সময় এর মাধ্যমে প্রবলভাবে প্রভাবিত হ'তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, যখন সূরা যিলযাল নাযিল হয়, তখন আবুবকর (রাঃ) কাঁদতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'হে আবুবকর! তুমি কাঁদছ কেন?' জবাবে তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সূরা আমাকে কাঁদাচ্ছে'।[৪৯] মালিক বিন দীনার (মৃ. ১৪০ হি.) একদা কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى

---

৪২. *লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ৩৯৯-৪০০।*
৪৩. *তিরমিযী হা/১৩৩৩; নাসাঈ হা/২৫৬১, সনদ ছহীহ।*
৪৪. *ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১ম মদ্রণ, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), পৃ. ১২৮।*
৪৫. *ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ১১/৩০৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/২০১।*
৪৬. *ইবনু হিব্বান, আছ-ছিক্বাত (হায়দারাবাদ : দাইরাতুল মা'আরেফ আল-ওছমানিয়া, ১ম মুদ্রণ, ১৩৯৩হি./১৯৭৩খৃ.) ৮/৪৬৪।*
৪৭. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাশিয়া: মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শাহীন (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪২০হি./১৯৯৯খৃ.), পৃ. ১৫৮।*
৪৮. *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্দারব ১/৩৩৪।*
৪৯. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, আর-রিক্বাহ ওয়াল বুকা, মুহাক্কিক্ব : মুহাম্মাদ খায়ের রামাযান ইউসুফ (বৈরূত : দারু ইবনে হাযম, ৩য় মুদ্রণ, ১৪১৯হি./১৯৯৮খৃ.) ক্রমিক : ৭৫, পৃ. ৮১; সনদ ছহীহ।*

جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ– ‘যদি এই কুরআন আমরা কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহ’লে অবশ্যই তুমি তাকে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হ’তে দেখতে। আর আমরা এইসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা করে’ *(হাশর ৫৯/২১)* তখন তিনি প্রবলভাবে কেঁদে উঠলেন এবং বললেন, أُقْسِمُ لَكُمْ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ بِهَذَا الْقُرْآنِ إِلَّا صَدَعَ قَلْبُه ‘আমি তোমাদেরকে কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে এই কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে, তার হৃদয় (কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করে) বিগলিত হয়ে যাবে’।[৫০]

হাফস ইবনে ওমর আল-জুফী (রহঃ) বলেন, একদা দাঊদ আত-ত্বাঈ (১০০-১৬৫হি.) বেশ কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। তার অসুস্থতার কারণ ছিল এই যে, তিনি কুরআন তেলাওয়াতের সময় জাহান্নামের আলোচনা সংক্রান্ত আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতে থাকেন এবং এভাবে পুরো রাত কাটিয়ে দেন। ফলে সকালবেলা অসুস্থ হয়ে পড়েন।[৫১]

আলী ইবনে ফুযাইল (মৃ. ১৮০হি.) একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে গিয়ে তো ভয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তিনি সূরা আন‘আম তেলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন, وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ– ‘যদি তুমি তাদের সেই সময়ের অবস্থা দেখতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর তারা বলবে, হায় যদি আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দেওয়া হ’ত, তাহ’লে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম’ *(আন‘আম ৬/২৭)*। তখন তিনি থমকে দাঁড়ান এবং মৃত্যুবরণ করেন। ইবরাহীম ইবনে বাশার (রহঃ) বলেন, আমি তার জানাযা ছালাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম’।[৫২] ফুযাইল ইবনে ইয়াযের খাদেম ইবরাহীম ইবনে আশ‘আছ (রহ.) বলেন, আমি ফুযাইল ইবনে ইয়াযের চেয়ে অধিক নরম দিলের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি। যখন তিনি আল্লাহকে স্মরণ করতেন বা তার কাছে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করা হ’ত অথবা কুরআন তেলাওয়াত করা হ’ত-তখন তার চেহারায় ভয় ও উৎকণ্ঠা ফুটে উঠত। তার দু’চোখ ছাপিয়ে অশ্রুধারা এমনভাবে প্রবাহিত হ’ত যে, তার ব্যাপারে উপস্থিত লোকজনের করুণা হ’ত’।[৫৩] আবূ হুমামা (রহঃ) বলেন, আমি ঈসা ইবনে দাঊদ (রহঃ)-কে বললাম, দুনিয়ার প্রতি আপনার আগ্রহ কতটুকু? তিনি কেঁদে দিয়ে বললেন, ‘আমার ইচ্ছা হয় বুকটা চিরে অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সেখানে কুরআন কি কাজ করেছে? তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। ফলে তার দীর্ঘশ্বাস উঠে যেত। আর আমার মনে হ’ত, এই বুঝি প্রাণটা বেরিয়ে গেল।[৫৪]

১১. গুরুত্বপূর্ণ আয়াত বারবার তেলাওয়াত করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআন তেলাওয়াত করার সময় গুরুত্বপূর্ণ আয়াত একাধিকবার তেলাওয়াত করতেন। আবূ যার (রাঃ) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাজ্জুদের ছালাতে ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে একটি মাত্র আয়াত পড়তে থাকলেন, আয়াতটি হ’ল- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ– ‘যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তাহ’লে তারা আপনার বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তাহ’লে আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(মায়েদাহ ৫/১১৮)*। তাবেঈ ইবনে আবী মুলাইকা (মৃ. ১১৭হি.) বলেন, আমি মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি রাতের বেলা ক্বিয়ামুল লাইল করতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হ’ল- ছালাতে তার তেলাওয়াত কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন, তিনি ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। আর যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ‘আর মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে নিশ্চিতভাবে। যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে’ *(ক্বাফ ৫০/১৯)*। তখন আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করতে থাকতেন এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন এবং অনেক বেশী কাঁদতেন।[৫৫]

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ছালাতে সূরা তূর তেলাওয়াত করতেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছতেন, إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ‘নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই আসবে। একে প্রতিহত করার কেউ নেই’ *(তূর ৫২/৭-৮)*। তিনি আয়াত দু’টো বারবার তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তেন।[৫৬] এমনকি ছালাতে যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হ’ত এবং আল্লাহ্র আযাব ও জাহান্নাম সংক্রান্ত আয়াত আসত, তখন তিনি ভয়ে কাঁদতে থাকতেন। একেবারে পিছনের কাতারে অবস্থানকারী লোকেরাও তাঁর কান্নার আওয়ায শুনতে পেত।[৫৭]

---

৫০. আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ. পৃ. ২৫৮।
51. আবূ নু‘আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৭/৩৪০।
৫২. যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ৮/৪৪৬।
৫৩. যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৮/৪২৬; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ৪৮/৩৯১; আবূ নু‘আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/৮৪।
৫৪. ইবনু আবিদ্দুনয়া, আল-মুতামান্নীন (বৈরূত : দারু ইবনে হাযম, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.), পৃ. ৪৮।
৫৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৮৪৬৩; ২০/১১২; সনদ হাসান। যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৩/৩৫২।
৫৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, মুহাক্কিক্: মুহাম্মাদ আজমাল ইছলাহী (রিয়াদ: দারু ‘আত্বাআতুল ইলম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪৪০হি./২০১৯খ্রি.), ১/৯২।
৫৭. ইবনুল মুলাক্কিন, আত-তাওযীহ লি শরহিল জামি‘ আছ-ছাগীর (দামেশ্ক : দারুন নাওয়াদির) ২৪/১৭০; ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবে ওমর ইবনিল খাত্তাব, পৃ. ১৬৭।

ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, كَانَتْ قِرَاءَتُهُ [الفُضَيْل] حَزِيْنَةً، شَهِيَّةً، بَطِيْئَةً، مُتَرَسِّلَةً، كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ إِنْسَانًا، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ، يُرَدِّدُ فِيْهَا، 'ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) দুঃখভরা কণ্ঠে, প্রবল অনুরাগ নিয়ে এবং ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মনে হ'ত যেন তিনি কোন মানুষকে সম্বোধন করে কিছু বলছেন। যখন জান্নাতের আলোচনা সম্বলিত কোন আয়াত তিনি অতিক্রম করতেন, তখন সেই আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতেন'।[৫৮]

১২. বিপদাপদে এবং রোগে-শোকে কুরআন তেলাওয়াত :

ছালেহ আল-মুয়ায্যিন (রহঃ) বলেন, একবার আমি ও ওমর ইবেন আব্দুল আযীয (রহঃ) খুবই বিষণ্ন সময় পার করছিলাম। এশার ছালাতের আযান দেওয়া হ'ল। তিনি ছালাত আদায় করে ঘরে প্রবেশ করলেন। ভিতরে বেশিক্ষণ অবস্থান করেননি। তারপর বেরিয়ে এসে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করলেন এবং কুরআন খুলে সূরা আনফাল পড়া শুরু করলেন। বারবার এটা তেলাওয়াত করতে থাকলেন। যখন শাস্তির আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন রোনাজারি করে কাঁদতেন। আর রহমতের আয়াত তেলাওয়াতের সময় দো'আ করতেন। এইভাবেই ফজরের আযান দিয়ে দিল।[৫৯] ছালেহ আল-মুর্রী (রহঃ) বলেন, একবার আমার স্ত্রী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিল। আমি তার পাশে কুরআন তেলাওয়াত করায় সে সুস্থ হয়ে গেল। বিষয়টি আমি গালিব আল-ক্বাত্তান (রহঃ)-কে বললাম। কিন্তু তিনি একটুও বিস্মিত হলেন না; বরং বললেন, وَاللهِ لَوْ أَنَّكَ حَدَّثْتَنِي: أَنَّ مَيِّتًا قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَحَيِيَ، مَا كَانَ ذَلِكَ عِنْدِي عَجَبًا، 'আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি আমাকে বলতে যে, কোন মৃত ব্যক্তির পাশে কুরআন তেলাওয়াত করার পর সে জীবিত হয়ে গেছে, তবুও আমি বিস্মিত হ'তাম না'।[৬০]

১৪. কখনো কুরআন থেকে গাফেল থাকতেন না :

সালাফে ছালেহীন কুরআন তেলাওয়াত থেকে কখনো গাফেল থাকতেন না। মুক্বীম অবস্থায় হোক আর সফর অবস্থায় হোক সর্বাবস্থায় তারা কুরআন তেলাওয়াতের ইবাদত করতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবূ মূসা আশ'আরী এবং মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনে পাঠালেন। তারা সফরেও কুরআন তেলাওয়াত ও ক্বিয়ামুল লায়েল থেকে গাফেল থাকতেন না। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস হ'ল, كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ 'আপনি কিভাবে কুরআন তেলাওয়াত করেন?' জবাবে তিনি বলেন, قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِي، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، 'আমি দাঁড়িয়ে, বসে, সাওয়ারীর পিঠে আরোহী অবস্থায় এবং কিছুক্ষণ পরপরই তেলাওয়াত করি'।[৬১] 'আছেম ইবনে আব্বাস বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রহঃ)-কে রাতের সফরে আরোহী অবস্থায় প্রচুর তেলাওয়াত করতে শুনেছি।[৬২] সালাফে ছালেহীন মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াত নিমগ্ন থাকতেন। জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন তিনি কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। দিনটি ছিল জুম'আর দিন। এমন মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে কুরআন পাঠ করতে দেখে আবূ মুহাম্মাদ আল-জুরাইরী তাকে বললেন, 'হে আবুল কাসেম! নিজের প্রতি একটু দয়া করুন'। তখন তিনি বললেন, খুব শিঘ্রই আমার আমলনামার খাতা গুটিয়ে নেওয়া হবে, আর এই মুহূর্তে আমার জন্য কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় আর কিছু নেই।[৬৩]

উপসংহার :

সালাফে ছালেহীন এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদের জীবন ছিল কুরআনের আলোয় আলোকিত। তাঁরা আমাদের চেতনার বাতিঘর। জীবন চলার পথে-প্রান্তরে তাঁরাই আমাদের আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তাদের অনুসরণীয় পথেই রয়েছে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা। সার্বিক জীবনে আমরা যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং সালাফে ছালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি, মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

---

৫৮. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪২৮।
৫৯. ইবনু আসাকির, তারীখ দিমাশক্ব ২৩/৩৩২; আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৫/৩২৪।
৬০. আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/১৭০।
৬১. বুখারী হা/৪৩৪৪; অধ্যায়-৬৪ 'কিতাবুল মাগাযী', অনুচ্ছেদ-৬১।
৬২. ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৫/১০১।
৬৩. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৫২১; বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃ. ১৯৯।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দী

-ড. গোলাম কিবরিয়া*

শায়খ আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দী (রহ.) (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) বিংশ শতাব্দীর একজন মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, দাঈ, গবেষক, লেখক, চিন্তাবিদ, আইনবিদ, বিচারক এবং আধুনিক যুগের একজন মুজতাহিদ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি তাঁর রচনায় কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। তিনি গোঁড়ামি ও অন্ধ তাক্বলীদের বেড়াজাল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তার অনুশীলন করেছেন। ইজতিহাদ তথা গবেষণা করে মাসআলা চয়নে তিনি ছিলেন পারদর্শী। ইসলামী আইন শাস্ত্রে তাঁর ছিল বিশেষ পাণ্ডিত্য। শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন আপোষহীন। তিনি এগুলোর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে 'আব্দুর রহমান আস-সা'দীর জীবনী আলোচনা করা হ'ল।-

নাম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর নাম আব্দুর রহমান, কুনিয়াত আবূ আব্দিল্লাহ, পিতার নাম নাছির, দাদার নাম আব্দুল্লাহ, প্রপিতামহের নাম নাছির ইবনু হামদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হামদ আস-সা'দী (রহ.)।[১] তিনি 'আল্লামাতুল কাসীম' নামেও প্রসিদ্ধ। আরবের প্রসিদ্ধ তামীম গোত্রের বনু আমর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ 'হায়িল'-এর নিকটবর্তী 'মুসতাজাদাহ' অথবা 'কাফার' নামক স্থানে বসবাস করতেন। সেখান থেকে তারা ১১২০ হিজরীতে আল-কাসীম প্রদেশের 'উনায়যাহ' নামক স্থানে হিজরত করেন।[২] তাঁর মাতার নাম ফাতিমা বিনতু আব্দিল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে ওছমান। তিনিও আরবের প্রসিদ্ধ তামীম গোত্রের উছায়মীন শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

জন্ম :

আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দী (রহ.) ১২ই মুহাররম ১৩০৭ হিজরী, ২৪শে জানুয়ারী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সঊদী আরবের আল-কাসীম প্রদেশের উনায়যাহ নামক স্থানে এক উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা :

আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দী (রহ.) ১৩১০ হিজরীতে মাত্র ৪ বছর বয়সে মা এবং ১৩১৩ হিজরীতে ৭ বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে উভয় দিক থেকে ইয়াতীম হিসাবে লালিত-পালিত হন।[৫] পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর সৎ মা। যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন তখন তাঁর পিতার পূর্ব অছিয়ত অনুযায়ী দেখা শুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আপন বড় ভাই হামদ ইবনু নাছির, যিনি সে সময়ের একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। শায়খ সা'দী (রহ.) (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে লেখা-পড়া শুরু করেন এবং পিতার নিকট থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা 'উনায়যাহ'-এর 'মাসুকুফ' মসজিদের সম্মানিত ইমাম ছিলেন। কুরআনুল কারীম হিফযের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে কুরআনুল কারীম হিফয সম্পন্ন করেন।[৬] বাল্যকাল থেকেই তিনি ইলম অর্জন ও ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে গভীর মনোযোগী ছিলেন। ইলম অর্জনে প্রচুর আগ্রহের মাধ্যমেই তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ ও আরবী ভাষা-সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন।[৭]

শিক্ষা জীবন :

শায়খ সা'দী (রহ.) তাঁর পিতার নিকট থেকে অক্ষর জ্ঞান অর্জন করেন। পিতার মৃত্যুর পর আপন বড় ভাই হামদ ইবনু নাছিরের নিকট লালিত পালিত হন, যিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার এবং কুরআনুল কারীম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালনকারী। যার ফলশ্রুতিতে কুরআনুল কারীম হিফযের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান স্বীয় উলামাউ নাজদ খিলাল ছামানিয়াতা কুরূন' গ্রন্থে বলেন, فحفظ القران الكريم عن ظهر قلب قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من عمره 'তাঁর বয়স ১২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি কুরআনুল কারীমের হিফয শেষ করেন'।[৮]

শায়খ আস-সা'দী (রহ.)-এর জ্ঞানার্জনের প্রতি গভীর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহা বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে। যা অবলোকন করে তাঁর বড় ভাই উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে তৎকালীন স্থানীয় আলেমগণের দারসে প্রেরণ করেন। তিনি বিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিছ শায়খ ইব্রাহীম ইবনু হামদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনু জাসির (১২৪১-১৩৩৮ হি.)-এর নিকট তাফসীর, উছূলে তাফসীর, হাদীছ ও উছূলে হাদীছ,[৯]

---

* লিসান্স, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, প্রভাষক (আরবী), বশিরাবাদ দাওয়াতুল ইসলাম আলিম মাদ্রাসা, পবা, রাজশাহী।

১. মুহাম্মাদ ইবনু ওছমান ইবনে ছালিহ ইবনে ওছমান আল-কাযী, রাওযাতুন নাযিরীন, 'আন মায়াসিরি ওলামাই নাজদ ওয়া হাওয়াদিসিস সিনীন. ১/২১৯ (রিয়াদ : মাতবা'আতুল হালাবী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮০ খৃ.); আব্দুর রাযযাক ইবনু আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ, শায়খ আব্দুর রহমান ইবনু সা'দী ওয়া জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ (রিযাদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩), পৃ. ১৭।
২. রাওযাতুন নাযিরীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯; উলামাউ নাজদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৮; জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ১৭।
৩. জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ১৮; মাসায়িলিল ফিক্বহিইয়াহ আল-মুসতাজাদ্দাহ, পৃ. ২২।
৪. তদেব।
৫. তদেব।
৬. জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ৩১; কাযায়া ফিক্বহিইয়াহ মু'য়াছারাহ, পৃ. ২৭।
৭. জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ১৯; মাসায়িলিল ফিক্বহিইয়াহ আল-মুসতাজাদ্দাহ, পৃ. ২২।
৮. ইখতিয়ারাতুশ শায়খ সা'দী ফী ক্বাযায়া ফিক্বহিইয়াহ মু'আছিরা, পৃ. ২৭; মাসায়িলিল ফিক্বহিইয়াহ আল-মুসতাজাদ্দাহ, পৃ. ২৫।
০৯. রাওযাতুন নাযিরীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১; উলামাউ নাজদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল কারীম ইবনে ইবরাহীম ইবনে ছালিহ আশ-শুবুল (১২৫৭-১৩৪৩ হি.)-এর নিকট ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ ও নাহু-ছরফ, শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু আয়েয আল-হারবী (১২৪৯-১৩২২হি.)-এর নিকট ফিক্বহ ও আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং শায়খ ছালিহ ইবনু ওছমান ইবনে হামদ ইবনে ইবরাহীম আল-কাযীর (১২৮২-১৩৫১হি.) নিকট তাওহীদ, তাফসীর, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ ও আরবী ভাষা ও সাহিত্য, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে হামদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ছালিম (১২৪০-১৩২৩হি.)-এর নিকট তাওহীদ, শায়খ আলী ইবনু নাছির ইবনে মুহাম্মাদ আবূ ওয়াদী (১২৭৩-১৩৬১হি.)-এর নিকট হাদীছ, উছূলে হাদীছ, তাফসীর ও উছূলে তাফসীর শিক্ষা লাভ করেন।[১০]

অল্প সময়ের মধ্যে চারদিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি অল্প সময়ে কুরআন, হাদীছ, উছূলে হাদীছ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, তাওহীদ, তাফসীর, উছূলে তাফসীর, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি অনেক 'মুতুন' মুখস্থ করেন। আল-কুরআনের তাফসীরের প্রতি তাঁর আর্কষণ ছিল সবচেয়ে বেশী।[১১] পড়াশুনার ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাফসীর, হাদীছ, তাওহীদ, ফিক্বহ হাম্বলী এবং শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) ও তাঁর ছাত্র ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) রচিত গ্রন্থের প্রতি।[১২]

খ্যাতনামা শিক্ষকবৃন্দ :

বিশ্ববরেণ্য এ আলেমে দ্বীন তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ আলেমগণের নিকট থেকে কুরআন, হাদীছ, তাফসীর সহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা কঠিন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ হ'লেন- ১. শায়খ আলী ইবনু মুহাম্মাদ আস-সানানী। ২. শায়খ আলী ইবনু নাছির ইবনু আবু ওয়াদী। ৩. শায়খ ইবরাহীম ইবনু হাম্দ। ৪. শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল কারীম ইবনু ইব্রাহীম ইবনে ছালিহ আশ-শুবুল। ৫. শায়খ মুয়াররিখ ইবরাহীম ইবনু ছালিহ ইবনে ঈসা। ৬. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু আয়েয আল-হারবী। ৭. শায়খ ছালিহ ইবনু ওছমান ইবনে হামদ ইবনে ইবরাহীম আল-কাযী। ৮. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে হাম্দ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালীম। ৯. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মানে'। ১০. শায়খ সা'ব ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে সা'ব আত-তাবী জরী ও ১১. শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীতি প্রমুখ।[১৩]

প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ :

শায়খ আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দী (রহ.) আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁর সুন্দর পাঠদান পদ্ধতি, ছাত্রদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও ক্ষুরধার লেখনির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু দূর-দূরান্ত হ'তে এসে তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানের অমিয় সুধা পান করে বিদ্যাতৃষ্ণা নিবারণ করত। যারা ইলম অর্জনের পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইলমী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন-

১. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালিহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১হি./১৯২৯-২০০১খৃ.); তিনি শায়খ আস-সা'দী (রহ.) দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হন। ২. শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ আস-সালমান (রহ.), পরবর্তীতে তিনি রিয়াদে শিক্ষকতা করেন। পাঠ দান ও গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি শায়খ দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হন ৩. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান আল-বাসসাম। ৪. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনে আকীল। ৫. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান আল-বাস্সাম। ৬. শায়খ সুলায়মান ইবনু ইবরাহীম আল-বাস্সাম প্রমুখ।[১৪]

আক্বীদা :

শায়খ সা'দী (রহ.) আক্বীদার ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীন তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী ছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (মৃ. ৭২৮ হি.) ও মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (মৃ. ১২০৬ হি.)-এর আক্বীদাহ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন। ভ্রান্ত আক্বীদাহ পোষণকারী 'আল-কাসেমী' সহ অন্য যারা ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী তাদেরকে 'রদ' করেছেন।[১৫] শায়খ স্বীয় লিখিত 'কাওলুস সাদীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, وفي هذه المرة بدأ لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي علي مجملات عقائد أهل السنة في الاصول و توابعها. 'এবার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সংক্ষিপ্ত আক্বীদাহ এবং এর মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো ভূমিকায় পেশ করার বিষয়টি আমার কাছে উচিত বলে মনে হচ্ছে'।[১৬]

মাযহাব :

ফিক্বহী মাসআলার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে তিনি হাম্বলী মাযহাবের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে মাযহাবের মতামতকে উপেক্ষা করে দলীলের অনুসরণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি 'আল-মুখতারাতুল জাল্লিয়্যাহ মিনাল মাসাইলিল ফিক্বহিয়্যাহ' নামক একটি গ্রন্থ

১০. জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ৩২-৩৫; মাসায়িলিল ফিক্বহিইয়াহ আল-মুসতাজাদ্দাহ, পৃ. ২৬।
১১. উলামাউ নাজদ খিলাল ছামানিয়াতা কুরূন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২০; জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ৩১।
১২. মাসায়িলিল ফিক্বহিইয়াহ আল-মুসতাজাদ্দাহ, পৃ. ২৫; ইখতিয়ারাতুশ শায়খ সা'দী ফী ক্বাযায়া ফিক্বহিইয়াহ মু'আছিরাহ পৃ. ২২৭-২২৮।
১৩. রাওযাতুন নাযিরীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০; উলামাউ নাজদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২২-২২৩।
১৪. উলামাউ নাজদ, পৃ. ২৩৬-২৪৪; জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ৪১-৪৩।
১৫. উলামাউ নাজদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪; ইসতিনবাতাতুশ সা'দী মিনাল কুরআনিল কারীম, পৃ. ২৪।
১৬. শায়খ আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দী, কাওলুস সাদীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ (রিয়াদ : দারুস সুবাত, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.) ভূমিকা দ্র. পৃ. ৩১।

প্রণয়ন করেন। যেখানে তিনি হাম্বলী মাযহাবের বিপরীতে দলীলের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (মৃ. ৭২৮ হি.) ও ইবনুল ক্বাইয়িম (মৃ. ৭৫১ হি.) দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়েছেন।[১৭]

চরিত্র :

তিনি ছিলেন নম্র, ভদ্র, মিষ্টভাষী। তাঁর আচার-ব্যবহার ছিল সহজ-সরল ও অন্তর ছিল অত্যধিক নরম। কেউ ভুল করলে তাকে ধমক দিতেন না এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করতেন না। তিনি গরীব অসহায়দের সাহায্যে ছিলেন মুক্তহস্ত। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সকলের সাথে ছিল গভীর ভালোবাসা। তাঁর চেহারায় কোন অবস্থায় রাগ কিংবা বিরক্তির ছাপ পরিলক্ষিত হ'ত না। পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড়, সকলের সাথে মিষ্টভাষায় কুশল বিনিময় করতেন। ছোট-বড় সকলের সাথে সাক্ষাতে মুচকি হেসে সালাম দিতেন। তিনি মেহমানের আপ্যায়নে কার্পণ্য করতেন না। তাঁর ছাত্র আব্দুল্লাহ বাসসাম এভাবেই তাঁর উন্নত চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন।[১৮]

অসুস্থতা ও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা লাভ :

১৩৭১ হিজরীতে শায়খ ব্লাডপ্রেসারে বা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হন। মাঝে মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের ফলে তিনি কথা বলতে পারতেন না। ১৩৭৩ হিজরীতে বিশ্ববরেণ্য এ মুফাসসিরের করুণ অবস্থার কথা তৎকালীন সঊদী বাদশাহ মালিক সাঊদ (রহ.) অবগত হ'লে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁর উন্নত চিকিৎসার নির্দেশ দেন। তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য দুই জন ডাক্তার সহ শায়খকে বিমানে লেবাননের রাজধানী বৈরূতে পাঠানো হয়।[১৯]

পরবর্তীতে ১৩৭৬ হিজরী মোতাবেক ২২ জুমাদাল আখিরাহ রোজ বুধবার রাত্রে তাঁর ব্রেইনে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। সঊদী আরবের তৎকালীন 'বাদশা' মালিক ফায়ছাল (রহ.)-কে বিষয়টি জানানো হ'লে তিনি রাজধানী রিয়াদ থেকে বিমানযোগে ডাক্তার প্রেরণ করেন। কিন্তু আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় বিমান পুনরায় রিয়াদে ফিরে যায়।[২০]

মৃত্যু :

১৩৭৬ হিজরীর ২৩শে জুমাদাল আখিরাহ রোজ বৃহস্পতিবার ফজরের কিছুক্ষণ পূর্বে সঊদী আরবের আল-কাসীম প্রদেশের 'উনায়যাহ' নামক স্থানে নিজ বাড়ীতে বিশ্ববরেণ্য এ মুফাসসির মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, মুজতাহিদ, সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক পরলোকগমণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। ঐ দিন যোহর ছালাত পরে তাঁর জানাযা ছালাত 'উনায়যাহ'-এর জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন, শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ আল-বাসসাম (রহ.)। 'উনায়যাহ'-এর উত্তরে 'শাহওয়ানিয়্যাহ' নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২১]

কর্মজীবন :

শায়খের কর্মময় জীবন বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে অতিবাহিত হয়। তাঁর দ্বারা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবার উপকৃত হয়েছে। আল্লাহ ও জনগণের হক আদায়ে তিনি তাঁর জীবনের সকল সুখ-শান্তি ত্যাগ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। নিম্নে তাঁর কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরা হ'ল।

১. তিনি আজীবন দেশ ও জনগণের আশা-ভরসার আশ্রয়স্থল হিসাবে বিবেচিত হ'তেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান অন্বেষণকারীদের শিক্ষক, সাধারণ জনগণের উপদেশদাতা, জামে মসজিদের ইমাম ও খত্বীব, গুরুত্বপূর্ণ দলীল ও দানপত্রের লেখক। তিনি ছিলেন কাযী ও দেশের নির্ভরযোগ্য মুফতী। তাঁর এ সকল কাজের পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।[২২]

২. ১৩৫৯-১৩৬০ হিজরীতে মন্ত্রী ইবনু হামদান এর অর্থায়নে সঊদী আরবের প্রসিদ্ধ অঞ্চল আল-কাসীমের উনায়যাহ নামক স্থানে 'আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ' নামে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। যা সকল বিষয়ের ইলম অর্জনের নির্ভরযোগ্য মারকায হিসাবে সারা দেশে পরিচিতি লাভ করে।[২৩] সমাজিক কর্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি তিনি নানা দায়িত্ব পালন করেন।

৩. ১৩৬০ হিজরীতে তিনি উনায়যার কাযী নির্বাচিত হন। কিন্তু এর বিনিময়ে তিনি কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে না।[২৪]

৪. ১৩৬১ হিজরীর রামাযান মাসে উনায়যার শাসনকর্তা তাঁকে কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম ও খত্বীব নিযুক্ত করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।[২৫]

৫. ১৩৬২-১৩৬৩ হিজরীতে উনায়যার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য 'জামঈয়্যাহ খায়রিয়্যাহ' নামক একটি সংস্থা গঠন করেন। ১৩৭৩ হিজরীতে আবারও এ সংস্থার মাধ্যমে অর্থ কালেকশন করে নতুন করে মসজিদ সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ করেন। তাঁর এ কঠোর পরিশ্রম সকলের নিকট প্রশংসিত হয়ে আছে।[২৬]

৬. ১৩৭৩ হিজরীতে উনায়যার 'আল-মা'আহাদুল ইলমী'-এর পরিচালক নিযুক্ত হন। তাঁর বেতন নির্ধারণ করা হয় ১ হাযার রিয়াল। এ কথা জানার পর শায়খ 'আল-মা'আহাদুল ইলমী'-

১৭. রাওযাতুন নাযিরীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২; জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ৪৮।
১৮. মাসায়িলিল ফিক্বহিইয়াহ আল-মুসতাজাদ্দাহ, পৃ. ২৩-২৪; কাযায়া ফিক্বহিইয়াহ মু'য়াসিরাহ, পৃ. ২৩।
১৯. রাওযাতুন নাযিরীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬; জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ২৪; কাযায়া ফিক্বহিইয়াহ মু'য়াসিরাহ, পৃ. ২৪।
২০. জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ২৩-২৪; কাযায়া ফিক্বহিইয়াহ মু'য়াসিরাহ, পৃ. ২৫।
২১. উলামাউ নাজদ খিলালি সামানিয়াতা কুরুন, ৩/২৫০।
২২. জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ২১; কাযায়া ফিক্বহিইয়াহ মু'য়াসিরাহ, পৃ. ২৪।
২৩. রাওযাতুন নাযিরীন, ১ম খণ্ড, পৃ.২২৩; জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ২২; কাযায়া ফিক্বহিইয়াহ মু'য়াসিরাহ, পৃ. ২৪।
২৪. উলামাউ নাজদ, ৩/২৫৮।
২৫. তদেব।
২৬. তদেব।

এর সভাপতির নিকট পত্র প্রেরণ করে জানিয়ে দেন যে, তিনি কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ না করে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য খিদমত করে যাবেন। তিনি সপ্তাহে প্রতি মঙ্গলবার প্রতিটি ক্লাসে প্রবেশ করে শেষ লাইনে বসে ছাত্রদের মত দারস শ্রবণ করতেন। তাঁর দারসে অংশগ্রহণ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।[২৭]

৭. উনায়যার মসজিদে তিনি সর্বপ্রথম মাইক্রোফোনের ব্যবহার চালু করেন। যা সে সময় অনেকে অপসন্দ করেছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, 'এটি দূরবর্তী স্থানে উপকারী কথা পৌঁছানোর একটি মাধ্যম মাত্র' যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ। এটি সত্য দ্বীন মানুষের নিকটে পৌঁছে দেয়ার কাজে সহযোগিতা করে।[২৮]

৮. এছাড়াও তাঁর অনেক গোপনীয় জনকল্যাণমূলক কাজ ছিল। যেমন বিধবা নারীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা, গরীব অসহায়দের অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জনগণের জন্য সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন সমস্যা বিচারকের নিকট পৌঁছানোর পূর্বেই সমাধান করা ইত্যাদি।[২৯]

রচনাবলী :

ইলমের বিভিন্ন শাখায় তিনি অবদানের স্বর্ণস্বাক্ষর রেখে গেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

ক. কুরআন ও উলূমুল কুরআন বিষয়ক গ্রন্থ : ১. তায়সীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান ২. তায়সীরুল লাতিফিল মান্নান ফী খুলাছাতি তাফসীরিল কুরআন ৩. আল-কাওয়ায়িদুল হাসসান লি-তাফসীরিল কুরআন ৪. আল-মাওয়াহিবুর রব্বানিয়্যাহ মিনাল আয়াতিল কুরআনিয়্যাহ ৫. ফাওয়াইদুম মুসতামবাতাহ মিন কিছছাতি ইউসুফ (আ.) ৬. আদ-দালায়িলুল কুরআনিয়্যাহ ফী আন্নাল উলূমান-নাফিয়্যাহ আল-'আছরিয়্যাহ দাখিলাতুন ফীদ-দ্বীনিল ইসলামী ৭. ফাৎহুর রাহিমিল মালিকিল 'আল্লাম ফী ইলমিল আক্বাঈদি ওয়াত-তাওহীদি ওয়াল-আখলাকি ওয়াল আহকামিল মুসতামবাতি মিনাল কুরআন।

খ. তাওহীদ ও আক্বীদাহ বিষয়ক গ্রন্থ : ১. আত-তাওযীহ ওয়াল বায়ান লিশাজারাতিল ঈমান ২. আল-হাক্কুল ওয়াযিহ আল-মুবীন ফী শারহি তাওহীদিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালীন মিনাল কাফিয়াতিশ শাফিয়্যাহ ৩. আল-কাওলুস সাদীদ ফী মাক্বাছিদিত তাওহীদ ৪. তাওযীহুল কাফিয়াতিশ শাফিয়াহ ৫. দুররাতুল বাহিয়্যাহ শারহুল কাছীদাতিত তা-ইয়্যাহ ফী হাল্লিল মুশকিলাতিল ক্বাদারিয়্যাহ ৬. শাওয়াল ওয়া জাওয়াব ফী আহাম্মিল মুহিম্মাত ৭. আত-তানবীহাতুল লাতীফাহ ফী-মা ইহতাওয়াত আলাইহিল ওয়াসিতিয়্যাহ মিনাল মাবাহিছিল মুনিফাহ ৮. ফাৎহুর রব্বিল হামীদ ফী উছূলিল আক্বায়িদ ওয়াত-তাওহীদ ৯. ফিতানুদ দাজ্জাল ১০. ইয়াজূজ ওয়া মাজূজ।

গ. হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থ : ১. বাহজাতু কুলূবিল আবরার ওয়া কুররাতি উয়ূনিল আখয়ার ফী শারহি জাওয়ামি'ইল আখবার ২. আহাদিছ ফীল হজ্জ ৩. আল-আহাদীছুল মুখতারাহ ৪. কিত'আতুম মিন শারহি বুলূগিল মারাম ৫. আত-তা'লীকাত 'আলা 'উমদাতিল আহকাম।

ঘ. ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহ বিষয়ক গ্রন্থ : ১. আল-মুখতারাতুল জাল্লিয়াহ ফিল মাসায়িলিল ফিক্বহিয়্যাহ ২. আল-মুনাযারাতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৩. মানহাজুস ছালিকিন ওয়া তাওযীহুল ফিক্বহী ফীদ-দ্বীন ৪. মানযুমাতু ফী আহকামিল ফিক্বহ ৫. আল-ইরশাদ ইলা মা'রিফাতিল আহকাম : ৬. তুহফাতু আহলিত ত্বলাব ফী তাজরীদি উছূলে কাওয়াইদি রজব ৭. হুকমু শারবিদ-দুখখান ৮. আল-ফাতাওয়া আস-সা'দীয়্যাহ ৯. নূরুল বাছায়ির ওয়াল আলবাব ফী আহকামিল ইবাদাত ওয়াল মু'আমালাত ওয়াল হুকূক ওয়াল আদাব ১০. আল-কাওয়াঈদ ওয়াল উছূলুল জামি'আ ওয়াল ফুরূক ওয়াত তাকাসিমুল বাদি'আতুন নাফি'আ ১১. রিসালাহ লাতীফাহ জামি'আহ ফী উছূলিল ফিক্বহিল মুহিম্মাহ ১২. রিসালাতুন ফীল কাওয়াঈদিল ফিক্বহিয়্যাহ ১২. তারিকুল উলুস ইলাল ইলমিল মা'মূল বি মা'রিফাতিল কাওয়াদ ওয়ায যাওয়াবিত ওয়াল উছূল।

দাওয়াত ও উপদেশ বিষয়ক গ্রন্থ : ১. ইনতিছারুল হক ২. উজূবুত তা'আউন বায়নাল মুসলিমীন ওয়া মাওযূ'উল জিহাদ আদ-দ্বীনি ওয়া বায়ানু কুল্লিয়াতি মিন বারাহিনিদ দ্বীনি ৩. আল-ওয়াসাইলিল মুফিদাহ লিল হায়াতিস সা'ঈদাহ ৪. মানযুমাতু ফিস সিয়ারি ইলাল্লাহ ওয়াদ দারুল আখিরাহ ৫. তানযীহুদ দ্বীন ওয়া হামালাতুহু ওয়া রিজালাহু মিম্মা ইফতারাহু আল-কাসিমী ফী আগলালিহি ৬. মাজমু'উল খুতাব ফিল মাওয়াযী'উন নাফিয়্যাহ ৭. আল-ফাওয়াক্বিহুশ শাহিয়্যাহ ফিল খুতাবিল মিমবারিয়্যাহ ৮. আদিল্লাতুল কাওয়াতি' ওয়াল বারাহীন ফী ইবতালি উছূলিল মুলহিদীন ৯. আদ-দ্বীনুছ-ছহীহ ওয়া হিল্লুলজামী'উল মাশাকিল ১০. আর-রিয়াযুন নাযিরাহ ওয়াল হাদায়িকুন নি-রাতুয যাহিরাহ ফীল আক্বাইদ ওয়াল ফুনূনিল মুতানাওয়াতিল ফাখিরাহ। ১৩. আল-খুতাবুল মিমবারিয়্যাহ আলাল মুনাছিবাত ১৪. মাজমূ'উল ফাওয়ায়িদ ওয়া ইক্বতিনাসুল আওয়াবিদ।

শিষ্টাচার বিষয়ক গ্রন্থ : ১. হুসনুল খুলূক ২. আদ-দুরাতুল ফাখিরাহ ৩. মাকালাতুশ শায়খ সা'দী ৫. ফাযলুল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ৬. আদাবুল মু'আল্লিমীন ওয়াল মুতা'আল্লিমীন ৭. বাদী'আতুল বায়ান 'আন মাউতিল আইয়ান।

তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অবদান : শায়খ সা'দী (রহ.) এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিশেষতঃ তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তায়সীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান' পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এক অনন্য মাইলফলক। এটি তাঁর দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। আধুনিক তাফসীর জগতে এর কোন জুড়ি নেই। এ গ্রন্থে আল-কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা সাবলীল ও সহজ ভাষায় বর্ণিত

২৭. জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ২২; কাযায়া ফিক্বহিইয়াহ মু'য়াসিরাহ, পৃ. ২৪।
২৮. জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ২৩।
২৯. তদেব।

হওয়ায় জনসমাজে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এর পঠন-পাঠন সমভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে। ইংরেজী ও উর্দূ ভাষার পাশাপাশি সম্প্রতি ১০ম খণ্ড বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শায়খ সা'দী (রহ.) তাফসীর রচনায় আধুনিক গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্যান্য সম্পূরক আয়াত ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করেছেন। কোন হাদীছ না পেলে ছাহাবীগণের বক্তব্য ও ব্যাখ্যার দিকে মনোনিবেশ করেছেন। তিনি ভিত্তিহীন ও সন্দেহজনক ইসরাঈলী কাহিনীগুলোকে বর্জন করেছেন এবং যারা যাচাই-বাছাই ছাড়া এ ধরনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাদের সমালোচনা করেছেন। অপ্রয়োজনীয় আলোচনা বর্জন, জটিল শব্দের সহজ অর্থ, বিভিন্ন আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনা, একটি আয়াত থেকে কুরআন-হাদীছের আলোকে একাধিক মাসআলা উদ্ভাবন করা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য তাঁর তাফসীরকে অন্যান্য তাফসীর থেকে পৃথক করেছে।

এছাড়াও 'আসমাউল-হুসনা'-এর গুরুত্ব বিবেচনা করে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাফসীরের শেষাংশে সংযুক্ত করেছেন। মানব জাতিকে উপদেশ ও শিক্ষা প্রদানের জন্য কুরআনে বর্ণিত অসংখ্য কিছছা বা ঘটনাকে সালাফে ছালেহীনের বুঝ ও মানহাজ অনুযায়ী সঠিক তাফসীর করার পরে অত্যন্ত সংক্ষেপে বিভিন্ন নির্দেশনা উল্লেখ করেছেন। 'জাহমিয়্যাহ' ও 'মু'তাযিলা' সহ প্রচলিত সকল ভ্রান্ত মতবাদকে সঠিক দলীলের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাঁর তাফসীরকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে সাম্প্রতিককালে গবেষকগণ এর বিভিন্ন দিক ও বিষয় নিয়ে গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন যা ভবিষ্যতে এ গ্রন্থের মর্যাদা, গুরুত্ব প্রবৃদ্ধি সাধন ও পূর্ণতাদানে অধিক সহায়ক হবে।

মনীষীদের মূল্যায়ন :

শায়খ সা'দী (রহ.) (মৃ. ১৩৭৬ হি.) ছিলেন আধুনিক যুগের একজন খ্যাতিমান আলেম। পরবর্তী যুগের সকল বিদ্বানগণ তাঁর ইলমী খিদমতের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আদব, আখলাক, পরহেযগারিতা, ইবাদত-বন্দেগী, দাওয়াত-তাবলীগ, মু'আমালাত, জনকল্যাণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই তাঁর প্রশংসা করেছেন।

শায়খ ইবনু বায (মৃ. ১৯৯৯ খৃ.) বলেন, 'ইবনু সা'দী (রহ.) (মৃ. ১৩৭৬ হি.) যেমন ফিক্বহী বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তেমনি মতভেদপূর্ণ মাসআলায় গ্রহণযোগ্য মতামতকে দলীলের ভিত্তিতে তারজীহ প্রদানে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ ও ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ.)-এর বই খুব বেশী অধ্যয়ন করতেন। সর্বদা দলীল দিয়েই যে কোন মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি খুব কম কথা বলতেন, একদম উপকারী ও কল্যাণকর কিছু ছাড়া মন্তব্য করতেন না। আমি মক্কা ও রিয়াদে তাঁর কাছে কয়েকবার বসেছি, ইলমী মাসআলা ছাড়া তার কথা খুব কমই শুনেছি। আচরণের দিক থেকে তিনি অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। যে তার বই পড়বে, সে তার মর্যাদা, জ্ঞানের গভীরতা দলীলের প্রতি যত্নশীলতা দেখতে ও বুঝতে পারবে'।[৩০]

শায়খ ছালিহ আল-উছায়মীন (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেন, 'ইবাদত, ইলম ও আখলাকে তাঁর যুগে এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কেননা তিনি ছোট-বড় সবার সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। দরিদ্রদের খোঁজ নিতেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছে দিতেন। মানুষের আঘাতকে খুব সহজে হজম করতেন এবং ধৈর্যধারণ করতেন। কেউ কোন ভুল করলে বিভিন্ন অজুহাতে মাফ করে দিতেন'।[৩১]

এছাড়াও শায়খ আব্দুর রাযযাক আফীফী,[৩২] শায়খ মুহাম্মাদ হামীদ আল-ফাকী,[৩৩] শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান আল-বাসসাম,[৩৪] শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল আযীয আল-আকীল,[৩৫] শায়খ ছালিহ ইবনু আব্দুল আযীয আল-উছায়মীন,[৩৬] মুহাম্মাদ আল-কাযী,[৩৭] শায়খ আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল হামীদ আল-ফাওযান,[৩৮] শায়খ আব্দুর রহমান আল-আদওয়াবী,[৩৯] প্রমুখ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উপসংহার :

শায়খ সা'দী (রহ.) ছিলেন ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় পারদর্শী এক বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাঁর অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা অসাধারণ ধী-শক্তি ও সর্বতোমুখী প্রতিভা তাকে আধুনিক যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুফাসসির, মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তাঁর চিন্তা ও গবেষণা ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রচারে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। ইসলাম ও ইসলামী জ্ঞানের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তাঁর অবদান নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং আজও গবেষক, জ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ তাঁর গ্রন্থের আলোকে ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করছে। ভবিষ্যতেও তাঁর গবেষণা ও চিন্তাধারা ইসলামী জ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখবে। ইলমে তাফসীরে তাঁর খেদমত ইসলামী শিক্ষার এক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার, যা কুরআনের গভীর অর্থ ও তাৎপর্য সহজভাবে তুলে ধরে। এছাড়াও এটি মুসলিম সমাজের জ্ঞানচর্চা ও আমল-আখলাক পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

---

৩০. রাওযাতুন নাযিরীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০; উলামাউ নাজদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২২-২২৩; জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ৩২-৩৫।
৩১. তদেব।
৩২. রাওযাতুন নাযিরীন 'আন মায়াসিরি উলামাঈ নাজদ ওয়া হাওয়াদিসিস সিনীন. প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২০; উলামাউ নাজদ খিলাল সামানিয়াতা কুরূন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২২-২২৩।
৩৩. তদেব।
৩৪. http://saaid.org/fawaed/91.htm.
৩৫. জুহুদুহু ফী তাওযীহ আল-আক্বীদাহ, পৃ. ৬৬।
৩৬. তদেব।
৩৭. https://draltayyar.com/books/8036
৩৮. তদেব, পৃ. ৬৭।
৩৯. https://draltayyar.com/books/8036

প্রচলিত হিফয বিভাগ : কতিপয় প্রস্তাবনা

*-সারওয়ার মিছবাহ**

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা : আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় হিফয মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক বেশী। পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় হাফিযিয়া মাদ্রাসা তৈরি হচ্ছে অহরহ। এর কারণ মূলত কয়েকটি। প্রথমত হিফয বিভাগের জন্য অনেক বেশী জায়গার দরকার হয় না। একটা ফাঁকা ঘর হ'লেই চলে। যেকোন মসজিদের দ্বিতীয় তলা তো হ'তে পারে আলিশান হিফয বিভাগ। আবার হিফয প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হিফযের শিক্ষক পাওয়া যায় খুবই কম বেতনে। অনেকে তো উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্র দিয়েই মাদ্রাসা চালিয়ে নেন। এই সবকিছুর ওপরে বাঙ্গালী মুসলিম বাবা-মা সন্তানকে নিয়ে সর্বপ্রথম যে স্বপ্নটা দেখেন সেটা হ'ল, আমাদের সন্তান কুরআনের হাফেয হবে।

এই সবগুলো ইতিবাচক দিক মিলে বাংলাদেশে হিফয বিভাগ বেশ রমরমা। চাইলেই একটি হিফয মাদ্রাসা চালু করা যায়। এখন সবাই হিফয মাদ্রাসা চালু করায় এই অঙ্গনে পরিচালকও বেড়ে গেছে। যে যার ইচ্ছামত নিজ নিয়মে হিফয বিভাগ পরিচালনা করছেন। এদিকে ছাত্ররা তো ভোক্তা সম্প্রদায়। তারা কিছু বলতেও পারে না। কারণ, পরিচালকগণ ওলামায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত। আর ওলামায়ে কেরাম অসন্তুষ্ট হন এমন কিছু বলা বেআদবী। এই ধারায় ছাত্রদের জীবন নষ্ট হ'ল কিনা সেটা কেউ ভেবে দেখে না। দিন শেষে পরিচালকগণের একটিই চিন্তা, মাদ্রাসা চললেই হ'ল।

আমরা মনে করি, এই পরিস্থিতিতে সংস্কারের কথা বলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা না হয় কিছু মানুষের কাছে খারাপ হ'লাম। বেআদব হ'লাম। ইঁচড়েপাকা হ'লাম। ছোট মুখে বড় কথা না হয় কিছু হয়েই গেল। তাতে যদি এ অঙ্গনে সংস্কার আসে তবে আমরা যে কোন দায় মাথা পেতে নিব। সেই খেয়াল থেকেই আজকের এই আলোচনা। আমরা পর্যায়ক্রমে সবগুলো দিক নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আমাদের আলোচনায় সব বিষয়গুলোর সমাধান আসবে, এমন নয়। আমরা শুধু উদ্যোগ নিলাম। প্রস্তাবনাগুলো পরিমার্জন করে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব আপনাদের।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের হিফয পদ্ধতি : হিফয বিভাগ নিয়ে কথা বলার পূর্বে আমাদেরকে জানতে হবে, সারা বিশ্বে কি একই পদ্ধতিতে কুরআন হিফয করা হয়, নাকি পদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে। পদ্ধতিগত দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা একেক অঞ্চলের একেক পদ্ধতি দেখতে পাবো। পাশাপাশি ভিন্নতা দেখতে পাবো তাদের ফলাফলেও। যেমন মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থায় হিফয সেকশন রয়েছে। সেখানে সপ্তাহে ৫ দিন পূর্ণ ক্লাস হয়। প্রতিদিনের রুটিনকে ৫ থেকে ৭ ঘন্টা ক্লাস টাইম দিয়ে সাজানো হয়। তারা তাজবীদের ওপরে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেন। পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার সুযোগ রাখেন। এই পদ্ধতিতে বাচ্চারা ২ থেকে ৪ বছরে হিফয সম্পন্ন করে। এই নিয়মে তারা বেশ সফল। কারণ, তাদের এই পদ্ধতিতে আরবের বেশিরভাগ হাফেয কুরআন ইয়াদ রাখতে সক্ষম হন।

আফ্রিকা মহাদেশের বাচ্চারা ৫ থেকে ৭ বছর সময়ে হিফয সম্পন্ন করে। তারা আধুনিকতা থেকে অনেক পিছিয়ে। আজো তারা পুরাতন ধারায় কুরআন মুখস্থ করে। কাঠের ফলকে কুরআনের আয়াত লিখে সেটা হিফয করে। এভাবে তারা কুরআন মুখস্থ করার পাশাপাশি লেখাও শিখে যায়। আফ্রিকার হফেযগণ কুরআন নির্ভুল মুখস্থের পাশাপাশি নির্ভুল লিখতেও পারেন। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের হাফেযগণের মধ্যে এই গুণটি তেমন পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যায়, সময় কিছুটা বেশী লাগলেও তারা তাদের পদ্ধতিতে সফল।

ইউরোপিও দেশগুলোতে বাচ্চারা পার্ট-টাইম হিফয করে থাকে। সাধারণত মসজিদভিত্তিক হিফয কোর্সগুলো পরিচালিত হয়। যেগুলোর রুটিনে প্রতিদিন দুই থেকে তিন ঘন্টা ক্লাস দিয়ে সাজানো হয়। আবার অনলাইন হিফয কোর্সগুলোও এখানে বেশ জনপ্রিয়। এই দেশগুলোতে অধিকাংশ মানুষ অমুসলিম। ফলে সরকারিভাবে হিফয করণে কোন সহায়তা না থাকায় বাচ্চারা হিফযের উপযোগী পরিবেশ পায় না। এজন্য অধিকাংশ বাচ্চার সম্পূর্ণ হিফয হয় না। যদিও বা হয় তবুও ইয়াদের ক্ষেত্রে দুর্বল থেকে যায়। বলা যায়, তারা তাদের পদ্ধতিতে সফল নয়। এটা তাদের গাফিলতী নয়, অপারগতা।

আমাদের এই উপমহাদেশে এককালে নিজস্ব হিফয পদ্ধতি ছিল। সেটা বেশ ফলদায়কও ছিল। তবে এখন বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের অনুসরণ শুরু করায় আমাদের ফলাফলের স্থানে কিছুটা ভাটা পড়েছে। বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে, আমরা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী হাফেয তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছি। হাফেয বেশী তৈরি হওয়ার কারণ, হিফয বিভাগ বেশী হওয়া। হাফেয বা আলেম বেশী তৈরি হওয়ার ওপরে একটি কারিকুলাম বা পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে না। পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে যোগ্যতার ওপরে। সেখানেই আমরা পিছে পড়ে গেছি। অর্থাৎ আমরা হাফেয তৈরি করছি ঠিকই কিন্তু তারা সার্টিফিকেট হাতে নিচ্ছে কুরআন ভুলে যাওয়া অবস্থায়।

আমাদের দেশের পাঁচমিশালি পদ্ধতি : আমাদের দেশের শিক্ষা উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিফয পদ্ধতি কর্য নিয়েছেন। তবে সফলতা তেমন কিছুই আসেনি। ইউরোপিও দেশগুলোতে যেমন অনলাইন হিফয কোর্স প্রচলিত আছে, তেমনই আমাদের দেশেও প্রচলিত রয়েছে অনেক অনলাইন হিফয কোর্স। তবে সেখানে হিফয করে হাফেয হচ্ছেন বা পূর্ণ কুরআন আয়ত্ব করছেন এমন মানুষের সংখ্যা ০.০১ ভাগের বেশী নয়। কারণ, সেই দেশগুলোর মানুষের মন-মানসিকতা, ইন্টারনেট ব্যবহারের ধরণ ও প্রবণতা আমাদের দেশের মানুষের মত নয়। সুতরাং ফলাফল এক না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আবার আরব দেশগুলোকে অনুসরণ করে আমাদের দেশেও হিফযের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা চালু করা হয়েছে। এতেও ছাত্রদের হিফয করতে বিলম্ব হওয়ার পাশাপাশি ইয়াদ কমে যাচ্ছে। কারণ, সাধারণ শিক্ষায় সময় দিতে গিয়ে ছাত্রদের পেছনের পড়া তিলাওয়াত কম হচ্ছে। আরব দেশগুলোর ছাত্ররা আরবী ভাষা বোঝে। যদিও কুরআনের আরবী তাদের মুখের আরবীর মত নয়। তবুও তারা কুরআন পাঠের সময় অধিকাংশ অর্থগুলো ধারণা করতে সক্ষম হয়। এজন্য তাদের তিলাওয়াতের প্রয়োজন কম হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আরবের কোন বাচ্চাকে রাতে ঘুমানোর সময় মূসা (আঃ)-এর কাহিনী শোনানো হ'লে এরপর সে যখন সূরা ত্ব-হা মুখস্থ করে তখন তার কয়েকবার পাঠের মাধ্যমেই সেটা মুখস্থ হয়ে যায়। এটাকে ইয়াদ রাখার জন্য তার ততটা তিলাওয়াতের প্রয়োজন হয় না, যতটা আমাদের দেশের হাফেযদের দরকার হয়। কারণ, আমাদের দেশের হাফেযরা একটা শব্দের অর্থও বোঝে না। তাদেরকে সম্পূর্ণ বিদেশী শব্দগুলো মুখস্থ করতে হয়। এটা মন্ত্র মুখস্থ করার মত সকাল-বিকাল পড়ে মস্তিষ্কে গেঁথে নিতে হয়। কিছুটা শব্দ মুখস্থ করবে, কিছুটা অর্থের দিকে খেয়াল করে বলবে এমনটা হয় না।

আমাদের দেশের হিফয প্রতিষ্ঠানগুলোর যাত্রা শুরু হয়েছিল আবাসিক সিস্টেমে। ছাত্ররা মাদ্রাসায় ২৪ ঘন্টা অবস্থান করেই পড়াশোনা করত। এই আবাসিক সিস্টেম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে তেমন প্রচলিত নয়। সেজন্য আমরাও আমাদের হিফয বিভাগগুলোকে অনাবাসিক করেছি। অনাবাসিক করায় আমাদের ছাত্র হয়ত কিছুটা বেড়েছে। তবে আমরা সফল হইনি। আমাদের নিয়মপ্রণেতাগণ কেন বোঝেন না, সব নিয়ম সব স্থানে সমান ফলদায়ক হয় না। আরবের বাচ্চারা অনাবাসিক হয়ে, হিফযের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা লাভ করে দুই থেকে চার বছরে হাফেয হচ্ছে এবং তাদের কুরআনও ইয়াদ থাকছে। অথচ আমাদের দেশে আবাসিকের তুলনায় অনাবাসিক বাচ্চারা হিফযে বেশী সময় নিচ্ছে। ইয়াদে দুর্বল হচ্ছে।

এই সবগুলো বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে হয়ত বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের অনুসরণ নয় বরং আমাদের দরকার নিজস্ব পদ্ধতি। যা আমাদের মাটি ও মানুষের অনুকূলে হবে। যে পদ্ধতি আমাদেরকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিবে। এ সম্পর্কিত কিছু প্রস্তাবনা নিম্নে তুলে ধরা হলো, যা আমাদের হিফয বিভাগকে আরো সুন্দর ও ফলদায়ক করবে ইনশাআল্লাহ।

নিয়তের পরিশুদ্ধতা :

হিফয শুরু করার পূর্বেই ছাত্রদেরকে নিয়তের তা'লীম দিতে হবে। আমরা হিফয করছি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। কুরআনের মাধ্যমে রিযিক অন্বেষণের জন্য নয়। আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার জন্য নয়। ভবিষ্যতে একটি হিফয বিভাগ খুলে ব্যবসা করার জন্য নয়। তাদেরকে শেখাতে হবে, যদি আযান শোনার জন্য জানালা খোলা হয় তবে জানালা দিয়ে আলো বাতাস আসবে না, এমন নয়। আবার আলো বাতাসের জন্য জানালা খুললে আযানের শব্দ আসবে না, এমনও নয়। তবে আল্লাহ সেটাই গ্রহণ করবেন যা তুমি অন্তরে লালন কর। আযান শোনার জন্য জানালা খুললে ছওয়াব হবে। আলো বাতাসের জন্য খুললে ছওয়াব হবে না। হাফেয ছাহেব যখনই ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা করবেন তখনই নিয়তের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিবেন। তাহ'লেই তারা ধিরে ধিরে বিষয়টি অন্তরে গেঁথে নিবে ইনশাআল্লাহ।

আক্বীদার পাঠ : শৈশবকালকে হিফয করার জন্য উত্তম সময় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সেটা সাধারণত ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সের ভেতরে হয়ে থাকে। আবার এই সময়টাতে একজন মানুষের দুনিয়ার সকল বিষয়ের সাথে পরিচিতি ঘটে। বলা যায়, এই বয়সেই আল্লাহ, রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল হয়। এই সময়ে যদি আমরা আমাদের সন্তানদের সঠিক আক্বীদার শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হই, তবে তারা সারা জীবন নিজেদের আক্বীদা ও বিশ্বাস নিয়ে দ্বিধায় থাকবে। আমরা দেখেছি, প্রথম যে আক্বীদার বীজ মানুষের মনে বপণ করা হয় সেটা কখনো দূর হয় না। এজন্যই লোকমুখে প্রচলিত আছে, 'এক গাছের ছাল আরেক গাছে জোড়া লাগে না'। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, 'প্রত্যেক জিনিস তার মূলের দিকে ফেরত যায়'। এজন্য আমরা মনে করি, আক্বীদার শিক্ষাই হবে প্রাথমিক শিক্ষা।

পার্ট-টাইম হিফয : আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি পার্ট-টাইম হিফয করানোর প্রচলন শুরু হয়েছে। এটা নিসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। তবে আমাদের পার্ট-টাইম হিফয মানেই শুধু সবক শুনিয়ে হাফেয হওয়া। যা নিন্দনীয়। এভাবে হাফেয হওয়ার পরে যদি কারো কুরআন ইয়াদ থাকে তবে সেটা আল্লাহ্র বিশেষ রহমত। কারণ, যেখানে সবগুলো নিয়ম মেনেই হিফয ধরে রাখা যায় না, সেখানে শুধু সবক শুনিয়ে কিভাবে কুরআন ইয়াদ থাকে!

পার্ট-টাইম উদ্যোক্তাদের বলতে চাই, কুরআন হিফয করা কোন আবেগী বিষয় নয়। কুরআন হিফয করার পরে ভুলে যাওয়ার শাস্তি রয়েছে। আপনি একজন কুরআন প্রেমীকে কেন এই ধরণের শাস্তির উপযুক্ত করছেন! যদি পার্ট-টাইম হিফয বিভাগ চালু করতেই হয় তবে সেই হিফয বিভাগের ফোকাস থাকতে হবে পেছনের পড়ার ওপরে। সামনের পড়ায় নয়। যেমন, একজন ছাত্রের ৫ পারা হিফয হয়েছে। সে মুখস্থকৃত ৫ পারা একসাথে না শোনান পর্যন্ত ৬ নং পারায় সবক শোনাতে পারবে না। যদি এভাবে পার্ট-টাইম হিফয সম্ভব হয় তবে চলুক। অন্যথায় এই সিস্টেম বন্ধ হওয়া আবশ্যক।

অনলাইন হিফয কোর্স : অনলাইন হিফয কোর্সের বিষয়টিও একই। সারাদিনে হয়ত শুধু আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা ওস্তাযের সাথে অনলাইন মিট হয়। যে সময়টাতে সামনের সবক শোনানো হয়। সেখানেও পেছনের পড়া শুনানো বা তিলাওয়াতের তেমন গুরুত্ব আছে বলে আমাদের মনে হয় না। এভাবে আসলে হাফেয হওয়া যায় না। হ্যাঁ, সবক শেষ করা যায়। তবে সবক শেষ করা আর হাফেয হওয়া কখনোই এক বিষয় নয়। যারা অনলাইন হিফয কোর্স পরিচালনা করেন

তাদেরকেও আমরা একই আহ্বান করব। আপনারা পেছনের পড়ার ওপর ফোকাস করুন। পেছনের পড়া যদি ইয়াদ না থাকে তবে সামনের পড়া মুখস্থের অনুমতি দিবেন না। দিন শেষে শুধু কিছু উপার্জন করা মুখ্য হওয়া উচিত নয়।

গ্রামের হিফয মাদ্রাসাগুলোর কালেকশন প্রথা : শহরের হিফয মাদ্রাসাগুলো যেমন অতি আধুনিক হ'তে গিয়ে নিজেদের মান ক্ষুণ্ন করেছে তেমনি গ্রামের হিফয মাদ্রাসাগুলো নিজেদের চিন্তার সংকীর্ণতার কারণে আজও পিছনে পড়ে আছে। গ্রামের হিফয মাদ্রাসাগুলো ১২ মাসে ৫ মাস শুধু আদায়ের ওপরেই থাকে। ধানের সময় ধান আদায়। আলুর সময় আলু, পেঁয়াজের সময় পেঁয়াজ আদায়। রামাযানে ফিতরা আদায়। কুরবানীতে চামড়া আদায়। এছাড়াও বার্ষিক মাহফিলে তো সাধারণ আদায় আছেই।

দেখুন! আদায়ের প্রয়োজন আছে। রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন যুদ্ধের পূর্বে মসজিদে চাদর বিছিয়ে বলেছেন, যার যা সামর্থ্য আছে দাও। এই চাদর বিছানো পদ্ধতি ছিল দেড় হাযার বছর আগের পদ্ধতি। আজকের যুগে সবকিছু আধুনিক হয়েছে। সবকিছুতেই যদি আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে তবে আদায়ের পদ্ধতি আধুনিক করলে দোষ কোথায়! আমরা আপনাদের আদায় বন্ধ করতে বলব না। তবে আমরা কিছু প্রস্তাবনা দেব। আশা করব, এটার মাধ্যমে আদায়ের যে ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে সেখান থেকে প্রজন্ম রক্ষা পাবে।

প্রথমেই আমাদেরকে ছাত্র ও শিক্ষকদের আদায় থেকে দূরে সরাতে হবে। কারণ, ছাত্রদের কাজ পড়াশোনা করা। শিক্ষকের কাজ পড়ানো। আদায় করা তাদের আত্মসম্মানের সাথে মিলে না। আদায় করবে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি। এটাই আধুনিকতা। এটাই সময়ের দাবী। কারণ, তারা যখন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন একটি ফাণ্ডকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। হোক সেটা মাদ্রাসার নিজস্ব ফসলী জমি বা ছাত্রদের বেতন অথবা ভিন্নকিছু। প্রতিমাসে মাদ্রাসা পরিচালনায় যে পরিমাণ অর্থ ঘাটতি থাকবে ততটুকুই কালেকশন করতে হবে। এর বেশি নয়। এভাবে দেখলে কালেকশনের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই কমে আসবে।

গ্রামের হিফয মাদ্রাসাগুলোতে এখনো জায়গীর প্রথা চলমান রয়েছে। ছাত্ররা শুধু মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে এবং ঘুমায়। খাবার আসে জায়গীরের বাড়ি থেকে। এই ধরণের মাদ্রাসায় দেখা যায় এক থেকে দুইজন শিক্ষক থাকেন। যাদের বেতন দশ থেকে বার হাযার টাকা। এই মাদ্রাসাগুলো পরিচালনা করতে মাসে বিশ থেকে ত্রিশ হাযারের বেশী খরচ হয় না। তারপরও এই শিক্ষককে ছাত্রদের নিয়ে মৌসুমী কালেকশনে যেতে হয়। কতটা আফসোসের বিষয়! আমরা বুঝি না, ত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি তৈরি হয়েছে কি সকাল-বিকাল হাফেয ছাহেবের কাছে সালাম নেয়ার জন্য! যদি এই ন্যূনতম খরচে মাদ্রাসা পরিচালনা করা কোন এলাকার মানুষের পক্ষে সম্ভব না হয় তবে সেখানে মাদ্রাসা রাখার কোন প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা দ্বীন শেখার জন্য ভিন্ন এলাকায় যাবে। তবুও মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা মৌসুমী কালেকশন করবে এটা মেনে নেয়া যায় না।

আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করি, যে মাদ্রাসায় বোর্ডিং ব্যবস্থা নেই তারা মৌসুমী কালেকশন প্রথা বন্ধ করুন। আদায় করে করে অনেক বড় মাদ্রাসা বানানোর দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়নি। তবে আপনার মাদ্রাসার ছাত্রদের মন-মানসিকতা আপনাদের কাছে আমানত। এই আমানত নষ্ট করবেন না। ছাত্রদেরকে হাত পাতা শেখাবেন না। তাদেরকে অমুখাপেক্ষী হ'তে শেখান।

হিফয বিভাগের প্রস্তাবিত নিয়ম : একজন হিফযের ছাত্রকে ফজরের পূর্বেই সবক শোনাতে হবে। ফজরের পরে শুনালে যে বারাকাহ কমে যাবে এমন নয়। তবে সারাদিনে আর যে সকল কাজ রয়েছে সেগুলো সম্পন্ন করা কঠিন হবে। ফজরের পর থেকে নাশতার আগ পর্যন্ত সাত সবক শোনাবে। নাশতা যদি সকাল আটটার ভেতরে সম্ভব হয় তবে আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত আনুসাঙ্গিক শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। যেটার আলোচনা পরবর্তীতে আসবে।

যদি ভোর চারটা থেকে সবক শুনানো শুরু হয়ে থাকে তবে ফজরের ছালাত ও নাশতার সময় ছাড়া তার ৫ ঘন্টা ক্লাস হয়ে গেছে। এখন তার ঘুমের প্রয়োজন। নয়টা থেকে ১১-টা পর্যন্ত ঘুমাবে। এর পরে আধা ঘন্টায় গোসল সেরে সাড়ে এগারটা নাগাদ আমুখতা শুনানো শুরু করবে। আমুখতা শোনানোর সময় থাকবে ঠিক আছর পর্যন্ত। মাঝে যোহর ছালাত ও দুপুরের খাবারের বিরতী থাকবে। বুদ্ধিমান ছাত্ররা যোহরের আগেই আমুখতা শুনিয়ে যোহরের পর থেকে আছর পর্যন্ত পেছনের পড়াগুলো তিলাওয়াত করবে।

আছরের পরে কোন ক্লাস থাকবে না। মাগরিব পর্যন্ত ছাত্রদের ব্যক্তিগত সময়। মাগরিবের পর থেকে তিন ঘন্টা ক্লাস হবে। দুই ঘন্টা সবক মুখস্থের জন্য। এক ঘন্টা সাত সবক ইয়াদের জন্য। এশার ছালাতের পূর্বে যদি তিন ঘন্টা হয়ে যায় তবে এশার পরে কোন ক্লাসের প্রয়োজন নেই। আর এশার ছালাত আগে হ'লে এশার পরেও ক্লাসের দরকার আছে। এই রুটিন প্রায় ১০ ঘন্টা ক্লাস টাইম দিয়ে সাজানো। এটাই আদর্শ হিফয বিভাগের রুটিন হ'তে পারে বলে আমরা মনে করি।

আবাসিকের গুরুত্ব ও প্রস্তাবিত পরিবেশ : হিফযের শিক্ষার্থীদের আবাসিকে অবস্থান বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। কারণ, আবাসিকে অবস্থান ব্যতীত প্রস্তাবিত রুটিন ফলো করা আদৌ সম্ভব নয়। অনাবাসিক শিক্ষার্থী এশার পরে ও ফজরের আগে ক্লাস করতে পারবে না। যা তার জন্য পিছিয়ে পড়ার বড় কারণ হবে। সাথে সাথে মাগরিব পরে মুখস্থ করা সবক মাথায় নিয়ে সে যখন বাসায় যাবে তখন বাসায় বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক কথা তার কানে আসবে। ফলে সে সেটাই ভাববে। মুখস্থ করা পড়াগুলো ভুলে যাবে। ফজরের পরে ভালভাবে সবক শোনাতে পারবে না।

এছাড়াও বাসায় অবস্থান করার অনেক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। যেমন, বাসায় থাকার কারণে শয়তান তাকে খুব সহজেই ধোঁকা দিতে পারে। ক্লাসে অনুপস্থিত হওয়া তার জন্য সহজ হয়। বাড়ির বিভিন্ন ছোট-খাট ইভেন্টগুলো এড়িয়ে

যাওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়। মোবাইল, টিভি, বন্ধু-বান্ধব তার কাছে সহজলভ্য হয়। এগুলো একজন হিফযের ছাত্রের জন্য ঠিক কতটা ক্ষতিকর সেটা আমরা বুঝি। সুতরাং ছাত্র আবাসিকেই অবস্থান করবে। খাবারের যদি কোন সমস্যা হয় তবে প্রয়োজনে প্রতিবেলা বাড়ি থেকে খাবার দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে বাড়িতে যাবে না।

আনুসঙ্গিক শিক্ষা প্রস্তাবনা : আনুসাঙ্গিক শিক্ষায় আক্বীদার পাঠ রাখা অপরিহার্য। এর পরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া দরকার ভাষা শিক্ষা ও হাতের লেখাতে। আমি একটি খারাপ অভিজ্ঞতা শেয়ার করি, যারা শুধু হিফয শেষ করে আর কোন পড়ালেখা করেননি এমন অনেক হাফেয ছাহেবকে আমরা দেখেছি, যারা ঠিকমত বাংলা লিখতে পারেন না। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, আনুসাঙ্গিক পাঠ যেন কোনভাবেই সকাল আটটা থেকে নয়টার বাইরে বের না হয়। তাদের যা লেখানো হবে, পড়ানো হবে তা সেই সময়ের মধ্যেই হবে। এর বাইরে তাদের কোন বাড়ির কাজ থাকবে না।

পাঠ্য বই হিসাবে বাংলা ভাষায় লেখা প্রাথমিক আক্বীদার কিতাব, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মাসায়েলের কিতাব যেখানে ছালাত, ছিয়াম, পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক ধারণা থাকবে, প্রাথমিক গণিতের বই, ইংরেজী শিক্ষার বই অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যেন হিফযের পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজী দেখে পড়ার যোগ্যতা তৈরি হয়। আক্বীদা ও বিভিন্ন ইবাদত সম্পর্কে মৌলিক মাসআলাগুলো জানা থাকে। পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজী লেখায় যেন কোন সমস্যা না থাকে। এতটুকুই উদ্দেশ্য। বাচ্চাকে হিফয পড়ার পাশাপাশি ফাইভ পাশ করতে হবে বা এইট পাশ করতে হবে এই ধরণের চাপ যেন না থাকে।

সাপ্তাহিক শবিনার গুরুত্ব : প্রচলিত ধারায় বৃহস্পতিবার মানেই ছাত্রদের ঈদের দিন। এই দিন কোন পড়াশোনা নেই। যাদের আশেপাশে বাড়ি তারা বাড়িতে চলে যাচ্ছে। আর যারা মাদ্রাসায় অবস্থান করছে তারা পিকনিকের আয়োজন করছে। এটা কোন আদর্শ নিয়ম হ'তে পারে না। বৃহস্পতিবারে বাধ্যতামূলক সবাইকে শবিনাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। যাদের ৫ পারার নিচে হিফয হয়েছে তাদের পেছনের পূর্ণ পড়া শবিনা করতে হবে। যাদের ১০ পারা বা তার ওপরে হয়েছে তারা প্রতি সপ্তাহে ধারাবাহিক ৫ পারা শবিনা করবে। যাদের ২০ পারা হয়ে গেছে তাদের শবিনা ন্যূনতম ১০ পারা হ'তে হবে।

শবিনার জন্য আলাদা খাতা থাকতে হবে। কত পারা শবিনা হ'ল, কোন পারায় কতটি ভুল হ'ল সেটা লেখা থাকতে হবে। শনিবার রিপোর্ট নেয়া হবে। শবিনার পারাগুলো থেকে পরীক্ষা নেয়া হবে। খারাপ পারফমেন্সে ইয়াদের জন্য তাগীদ দিতে হবে। কেউ ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করলে তাকে লঘু শাস্তি দিতে হবে। এই শবিনা হ'ল পেছনের পারাগুলো আয়ত্বে রাখার একমাত্র মাধ্যম। সুতরাং শবিনায় কোন গড়িমসি চলবে না।

তিলাওয়াতের গুরুত্ব : আমার উস্তায বলতেন, 'দশ পারা করে তিলাওয়াত করা তোমার প্রতিদিনের দায়িত্ব। সামনের পড়া শুনাতে পারো বা না পারো দশ পারা তিলাওয়াত যেন প্রতিদিন আদায় হয়ে যায়। এ বিষয়টি খেয়াল রাখবে'। তিনি তিলাওয়াতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে একটি উদাহরণ দিতেন। বলতেন, মনে কর, ঘাসে ভরা একটি মাঠ। এই মাঠের মাঝ দিয়ে তুমি প্রতিদিন একবার যাতায়াত কর। কিছুদিন পরে দেখবে, তুমি যেদিক দিয়ে যাও সেখানে ঘাস নেই। পায়ে চলা রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক তিলাওয়াত এমনই। যদি তুমি নিয়মিত তিলাওয়াত কর তবে তোমার ভুলে যাওয়া পারাগুলো কখন ইয়াদ হয়ে যাবে তুমি বুঝতেও পারবে না।

আরেকজন মুরুব্বী হাফেয ছাহেব বলতেন, হাফেয নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি প্রতিদিন ১৫ পারা তিলাওয়াত করতে পারে তবে সে তিন বছরের মাঝে হাফেয হয়ে যাবে এবং তার কুরআনের ইয়াদ হবে ঈর্ষনীয়। সেখানে তোমরা তো হাফেয। তোমরা প্রতিদিন রিপোর্টে লিখছো ১০ পারা তিলাওয়াত হয়েছে। কিন্তু সারা বছরে তোমাদের কুরআন ইয়াদ হচ্ছে না। এটা কেমন কথা! কেউ যদি কুরআনের প্রতিটি সূরা সমানভাবে ইয়াদ করতে চায় তবে তাকে টানা এক বছর নিয়মিত ১০ পারা করে তিলাওয়াত করতে হবে। সেটা দেখে হোক বা না দেখে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, প্রতিদিন ১০ পারা তিলাওয়াতের সময় কোথায়! আমি বলব, এটা অসম্ভব কিছুই নয়। আমি নিজেও এটা করেছি। ১০ পারা তিলাওয়াতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টা। আযানের সাথে সাথে যদি আমরা মসজিদে যেতে পারি তবে ছালাতের আগে ও পরে মিলিয়ে ২০ মিনিট সময় খুব সহজেই পাওয়া যায়। আমাদের শুধু ছোট কুরআন সাথে রাখতে হবে। ছালাতের সময়গুলোতেই ৫ পারা তিলাওয়াত হয়ে যাবে। বাকি ৫ পারা ক্লাসে বসে করা খুবই সহজ।

কেউ যদি নিয়মিত ১০ পারা তিলাওয়াত শুরু করে তবে কিছুদিন পরেই সে মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারবে। আর মুখস্থ তিলাওয়াতের সামর্থ্য হওয়ার সাথে সাথেই তার জন্য প্রতিদিন ১৫ পারা তিলাওয়াত করা সহজ হয়ে যাবে। কারণ, তখন সে চলতে ফিরতে, ঘুমানোর আগে শুয়ে শুয়ে কয়েক পারা তিলাওয়াত করে নিতে পারবে। আমি অসম্ভব কোন রূপকথা শোনাচ্ছি না। আমরা প্রতিদিন ১৫ পারা তিলাওয়াত করতে দেখেছি এবং নিজেরাও করেছি। ফলাফলে শুনানী শেষে অনেকের পক্ষেই এক বৈঠকে পূর্ণ কুরআন শোনানো সম্ভব হয়েছে।

শুনানীর গুরুত্ব : আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, 'মানুষের অভ্যাসই হ'ল ভুলে যাওয়া'। কুরআন হিফযের বিষয়ে কথাটা আরেকটু কঠিন। অর্থাৎ কুরআন মুখস্থ থাকাটাই একটা আশ্চর্য বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে শুনানী দিয়ে, তিলাওয়াত করেও কুরআনের হিফয অটুট রাখা সম্ভব হয় না। আমি যে বছর হিফয শেষ করলাম সে বছরই কিতাব শাখায় ভর্তি হয়েছিলাম। শুনানী দেয়া হয়েছিল না। এদিকে আমার আব্বু বিভিন্ন হাফেয ছাহেবের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, শুনানী দিতেই হবে। শুনানী দেয়ার নিমিত্তে মাদ্রাসা পরিবর্তন করলাম। যেখানে ভর্তি হ'লাম সেখানে হাফেয ছাহেব বিভিন্ন পারা থেকে প্রশ্ন করার পরে বললেন, ইয়াদ তেমন কিছুই

নেই। আবার সবক পড়তে হবে। এই কথা শুনে পড়ালেখার শেষ আগ্রহটুকু হারিয়ে ফেললাম। বাড়িতে জানালাম, আর হিফয পড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বাড়ি থেকে স্পষ্টভাবে বলা হ'ল, এখানে আমার কোন ইচ্ছা চলবে না। শিক্ষক বলেছেন, আবার সবক পড়তে হবে। এর মানে সবক পড়তে হবে। বিন্দুমাত্র ইচ্ছা এবং আগ্রহ ছাড়াই আমি আবার হিফয শুরু করলাম। প্রথম খতম শুনালাম ৫ পৃষ্ঠা করে। কোন কোন পারায় সেটাও সম্ভব হয়নি। এই খতম চলাকালীন সবকের সাথে সাত সবক আমুখতা সবকিছুই শুনাতে লাগলাম। এভাবে আমাকে দুইবার হাফেয হ'তে হয়েছে।

শুনানী ছাড়া আমাদের যে ছাত্রগুলো কিতাব বিভাগে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে তাদের অবস্থা ঠিক এমনই। তাদের যদি শুনানী দিতে বলা হয় তবে আবার সবক পড়তে হবে। এছাড়া উপায় নেই। এই মহামারী থেকে নিজেদের রক্ষা করতে ও শুনানীকে বাধ্যতামূলক করতে আমরা একটা পদক্ষেপ নিতে পারি। সেটা হ'ল, হিফয শাখা ও শুনানী শাখাকে আলাদা করা। যেমনভাবে অধিকাংশ মাদ্রাসায় আমরা নাযেরা বিভাগ ও হিফযকে আলাদা করেছি। তেমনিভাবে আমরা হিফয ও শুনানী বিভাগ আলাদা করতে পারি। যখন একজন ছাত্রের হিফয শেষ হবে তখনই সে শুনানী বিভাগে চলে যাবে। শুনানী বিভাগ চলবে তার নিজস্ব নিয়মে। সে হিফয বিভাগকে ফলো করবে না। সেখানে ছাত্রদের ইয়াদ বাড়ানোর যত পদক্ষেপ সবই গ্রহণ করা হবে। আর হিফযের যে সার্টিফিকেট দেয়া হয় সেটা শুনানী বিভাগ থেকেই দেয়া হবে। অর্থাৎ শুনানী শেষ না হ'লে কেউ হিফযের সনদ পাবে না। যদি এমন নিয়মে আসা যায় তবে আমরা কুরআন ভুলে যাওয়া থেকে অনেকটাই রক্ষা পাবো ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষার্থীরা শুনানী দিতে চায় না কেন : আমরা খেয়াল করেছি, অধিকাংশ হাফেয হিফযের পরে শুনানীতে অনাগ্রহী হয়। তারা চায়, দ্রুত সবক শেষ করে ভিন্ন পড়ায় মনোনিবেশ করতে। অনেকেই এর কারণ ইতিবাচকভাবে ব্যখ্যা করতে পারে। বলতে পারে, তাদের অনেকগুলো বছর হিফয বিভাগে শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা পরের ধাপে খুব দ্রুত আসতে চায়। তবে আমি মনে করি, এই ধারণা সঠিক নয়।

মূলত তারা কুরআনের প্রতিটি পারা ভুলে গেছে। যা ইয়াদ করতে এখন তার সবক মুখস্থ করার মতই কষ্ট হবে। এজন্যই সে শুনানীতে আগ্রহী নয়। আপনিও বিষয়টি খতিয়ে দেখলে এটাই পাবেন। আর কুরআন ভুলে যাওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে নিয়মিত তিলাওয়াত না করা। হয়ত সে এমন প্রতিষ্ঠানে হিফয করেছে যেখানে তাকে তিলাওয়াতের গুরুত্বই বোঝানো হয়নি। তবে কুরআন ভুলে যাওয়ার কারণ যেটাই হোক, কুরআনকে আবারো ইয়াদ করাই হবে ভুলের ক্ষতিপূরণ। আর কুরআন ভুলে যাওয়ার পরে শুনানী না দিয়ে কুরআনকে চিরতরে বিদায় জানানো হবে ভুলের ওপর সিলমোহর যুক্ত করা।

হিফয করলে কি সময় নষ্ট হয়? : অনেকেই বলেন, ছেলে হিফয করেছে। ওদিকে চার বছর সময় নষ্ট হয়েছে। দেখুন! হিফযের মাধ্যমে যদি সময় নষ্ট হয় তবে এই দুনিয়ায় সময়ের সৎ ব্যবহার করার আর কোন পথ বাকি থাকে না। বরং হিফযে যে সময়টি অতিবাহিত হয়েছে সেটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলোর মাঝে অন্তর্ভূক্ত। এমন চিন্তাধারা যদি কোন অভিভাবকের না থাকে তবে তিনি আর যাই হোন, হাফেযের পিতা হওয়ার উপযুক্ত নন। আল্লাহ তাআলা হাশরের ময়দানে হাফেযের পিতা-মাতাকে যে নূরের তাজ পরাবেন সেটা তো আর এমনিই নয়।

একজন মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদতমণ্ডিত সময় অতিবাহিত করে হিফয বিভাগে। হাদীছের ভাষায় তখন সে থাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের মাঝে গণ্য। এই অনুভূতি অন্তরে সদা সজাগ থাকতে হবে। আর হিফয করার মাধ্যমে মুখস্থ শক্তি যে পরিমাণ শাণিত হয় তার ফলাফল একজন হাফেয সারাজীবন ভোগ করে। এটা দুনিয়াবী লাভ। অন্যান্য আর দশজন ছাত্রের তুলনায় হাফেয ছাত্ররা কম সময়ে সবকিছু মুখস্থ করতে পারে। যা তাকে জীবনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

হিফয বিভাগের তদারকী কারা করবেন? : হাফেযদের ভাল-মন্দের বিষয়টি বোঝার জন্য হাফেয হওয়াটা যরূরী বলেই আমরা মনে করি। আমরা অনেক বড় মাদ্রাসা দেখেছি। বিশেষত যেখানে অনেকগুলি মৌলিক বিভাগের সাথে হিফয শাখাও থাকে। এই মাদ্রাসাগুলোতে হিফয বিভাগের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে থাকেন যারা নিজেরা হাফেয নন। আবার একক হিফয মাদ্রাসাগুলোতে কমিটির জেনারেল শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গ এসে হাফেয ছাহেবের ওপর নাক গলান। এটাও সঠিক নয়। এর ফলে অনেক এমন নিয়ম তৈরি হয়, যা হিফযের জন্য উপযোগী নয়।

আমরা মনে করি, হিফয বিভাগের দেখভালের দায়িত্ব হাফেয ছাহেবদেরই দেয়া ভাল। তারা কমিটির সাথে পরামর্শ করবেন। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কমিটির দায়িত্বশীলগণ। তারা যদি নিজেদের স্থানে আমানতদার হোন তবে লেখাপড়ার মান তারাই নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়। যদি হিফয বিভাগের শিক্ষকগণ পড়াশোনার মান সম্পর্কে না বোঝেন তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা সবাই এগিয়ে আসলে একটি ফলপ্রসূ হিফয বিভাগ চালু করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

শেষ কথা : আমাদের কথাগুলো শেষ হয়নি। এটা হয়ত আপনারাও বুঝতে পারছেন। মন চায় আরো বিস্তারিত বলতে। প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে বলতে। তবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব বলা সম্ভব হয় না। তারপরও যতটুকু বলেছি তার সবটাই মস্তিষ্ক প্রসূত। এখানে ভুল থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। অবাঞ্ছনীয় কথাও চলে আসতে পারে। ভুলগুলো পরিমার্জন করে নিবেন। তবে প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। হিফয বিভাগগুলো থেকে শতভাগ ইয়াদসহ হাফেযরা আমাদের সামনে আসবে আমরা এটাই কামনা করি। যখন আমরা তাদেরকে কুরআনের আয়াত জিজ্ঞেস করি আর তারা বলতে পারে না, তখন আমরা খুবই কষ্ট পাই। বড় আশাহত হই।

অমর বাণী

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, تَفَقَّدُوا الْحَلَاوَةَ فِي ثَلَاثٍ: فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الْقُرْآنِ، وَفِي الذِّكْرِ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهَا فَامْضُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْهَا فَاعْلَمْ أَنَّ بَابَكَ مُغْلَقٌ، 'তোমরা তিনটি বিষয়ে সুমিষ্টতা তালাশ কর : ছালাতে, কুরআনে এবং যিক্রে। যদি এই তিনটি বিষয়ে মিষ্টতা খুঁজে পাও, তবে এগুলো অব্যাহত রাখো এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। আর যদি মিষ্টতা না পাও, তবে জেনে রেখ তোমার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে'।[১]

২. ইবনু কুদামা মাক্বদেসী (রহঃ) বলেন, فَإِنَّ التَّدَبُّرَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ القِرَاءَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ التَّدَبُّرُ إِلَّا بِتَرْدَادِ الآيَةِ، فَلْيُرَدِّدْهَا، 'কুরআন পাঠের মূল উদ্দেশ্য হ'ল অনুধাবন। যদি একটা আয়াত বারংবার তেলাওয়াত করা ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে পাঠক আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করবে'।[২]

৩. ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহ) বলেন, فَإِنَّ الإِنسَانَ إِذَا قَرَأَ القُرآنَ وَتَدَبَّرَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَى الأَسْبَابِ المَانِعَةِ لَهُ مِنَ المَعَاصِي، 'মানুষ যখন কুরআন পাঠ করে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তখন সেই তেলাওয়াত হয়ে যায় তার জন্য পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষাবূহ্য'।[৩]

৪. হাসান ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْدَعْهُ الْقُرْآنُ وَالْمَوْتُ، ثُمَّ تَنَاطَحَتِ الْجِبَالُ بَيْنَ يَدَيْهِ، لَمْ يَرْتَدِعْ، 'মৃত্যুর স্মরণ ও কুরআন যাকে (পাপ থেকে) নিবৃত্ত রাখতে পারবে না, তার সামনে পাহাড়গুলো পরস্পর ধাক্কা লাগলেও সে আর নিবৃত্ত হবে না'।[৪]

৫. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ تَعْمَلُ فِي أَمْرَاضِ الْفُؤَادِ مَا يَعْمَلُهُ الْعَسَلُ فِي عِلَلِ الأَجْسَادِ، 'অন্তরের রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে কুরআন তেলাওয়াত সেইভাবে কাজ করে, যেভাবে শরীরের রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে মধু কাজ করে'।[৫]

৬. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, وَمِنْ حُرْمَتِهِ (القرآن) أَلَّا يُخَلِّيَ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِهِ مِنَ النَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ مَرَّةً، 'কুরআনের প্রতি সম্মানের বহিঃপ্রকাশ এভাবে হবে যে, মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটা দিন একবার হ'লেও মুছহাফ খুলে তাতে চোখ বুলাবে (অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া এক দিনও অতিবাহিত করবে না)'।[৬]

৭. ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, مَنْ تَدَبَّرَ القُرْآنَ طَالِبًا لِلْهُدَى مِنْهُ تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الحَقِّ، 'যে ব্যক্তি হেদায়াত লাভের প্রত্যাশায় কুরআন নিয়ে চিন্তা করে, তার সামনের হকের পথ সুস্পষ্ট হয়ে যায়'।[৭]

৮. ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, يُسْتَحَبُّ البُكَاءُ مَعَ القِرَاءَةِ وَعِندَهَا، وَطَرِيْقُ تَحْصِيلِهِ أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ الحُزْنَ وَالخَوْفَ بِتَأَمُّلِ مَا فِيهِ مِنَ التَّهْدِيْدِ وَالوَعِيدِ الشَّدِيْدِ وَالوَثَائِقِ وَالعُهُوْدِ، ثُمَّ يَنْظُرَ تَقْصِيرَهُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ حُزْنٌ، فَلْيَبْكِ عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ، وَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ المَصَائِبِ- 'কুরআন পাঠের সময় ক্রন্দন করা মুস্তাহাব। আর এটা অর্জন করার উপায় হচ্ছে– কুরআনে বর্ণিত ভীতিপ্রদর্শন, কঠিন শাস্তির হুমকি, প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার সমূহের কথা চিন্তা করে অন্তরে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আসা। অতঃপর এ ব্যাপারে নিজের অক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। যদি মনে দুঃখ সঞ্চার না হয়, তবে এর (অনুধাবনের নে'মত) হারানোর কারণে সে ক্রন্দন করবে। কেননা কুরআন বুঝতে না পারা সবচেয়ে বড় বিপদ'।[৮]

৯. ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, فَإِنَّ الَّذِي يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ (القُرْآنِ) يَذِلُّ لَهُ لِسَانُهُ وَيَسْهُلُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ، فَإِذَا هَجَرَهُ ثَقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ وَشَقَّتْ عَلَيْهِ، 'যে ব্যক্তি এই কুরআন নিয়মিত তেলাওয়াত করবে, এর জন্য তার জিহ্বা নমনীয় হবে এবং তেলাওয়াত তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর যখন সে কুরআন পরিত্যাগ করবে, তখন এর তেলাওয়াত তার কাছে ভারী ও কঠিন হয়ে যাবে'।[৯]

১০. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَأَنْ أَقْرَأَ البَقَرَةَ فِي لَيْلَةٍ وَأَتَفَكَّرَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ هَذْرَمَةً، 'রাতের বেলা চিন্তা-ভাবনা করে শুধু সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করা আমার কাছে অধিকতর প্রিয় সারারাত না বুঝে দ্রুত কুরআন পাঠের চেয়ে'।[১০]

১১. আবূ সাঈদ আল-খার্‌রায (রহঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَحَبَّ كَلَامَ اللَّهِ، وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ تِلَاوَتِهِ، 'যে আল্লাহকে ভালবাসে, সে আল্লাহ্‌র কালামকেও ভালবাসবে। আর এর তেলাওয়াতে সে কখনো পরিতৃপ্ত হবে না'।[১১]

**. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী; এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/১৭১; আব্দুল কারীম আল-কুশায়রী, আর-রিসালাতুল কুশায়রিইয়াহ ২/৩৭৮।
২. ইবনু কুদামা, মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছেদীন, পৃ. ৫৩।
৩. ইবনে তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২০/১২৩।
৪. খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ৭/৩৪৯।
৫. ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ ১/৭৯।
৬. তাফসীরে কুরতুবী ১/২৮।
৭. ইবনে তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩/১৩৭।
৮. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ ৭/২৭২।
৯. ফাৎহুল বারী ৯/৭৯।
১০. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/২৯৭।
১১. তাফসীরে ইবনে রজব হাম্বলী ২/৩৮১।

কবিতা

কুরআনের আহ্বান

-আবু রায়হান, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

আল-কুরআনের পথ ধরে চল মুমিন ভাই!
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বাণী এই দুনিয়ায় নাই।
কুরআন মহান রবের বাণী,
সকল কথা সঠিক জানি,
মানতে হবে কুরআন যদি জান্নাতে যেতে চাই,
এসো মুমিন কুরআন পড়ি, কুরআনের গান গাই।
সকল মতের ওপরে ভাই কুরআনের মত সেরা,
এই জীবনে তাইতো তারই পথ ধরেছি মোরা।
কুরআন সে তো সাক্ষীদাতা,
মিটায় যত ভুল ও খাত্বা।
কুরআন সে তো আর দশটা বইয়ের মত নয়,
পড়লে কুরআন হরফ প্রতি দশটি নেকী হয়।
তাই এসো ভাই কুরআন পড়ি, কুরআন আঁকড়ে ধরি,
সকল কিছু শেখার আগে কুরআন শুদ্ধ করি।
কুরআন যদি থাকে আমার
কি প্রয়োজন দুঃখ করার।
কুরআন থাকলে আছে সবি কুরআন বিনে নাই,
কুরআন দিয়েই জীবন গড়ি এসো মুমিন ভাই।

কুরআনের সৈনিক

-মাহফূযুর রহমান, গোমস্তাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ।

আল-কুরআনের সৈনিক মোরা, নেই কো মোদের ভয়,
কুরআন বুকে আমরা আবার করব বিশ্ব জয়।
এই দুনিয়ায় আসবে আবার ইসলামী সংবিধান,
মিটে যাবে দুনিয়া থেকে শিরক-বিদ'আতের নিশান।
বিজয় নিশান উড়িয়ে দেব,
উচু কবর ধ্বসিয়ে দেব,
ছবি-মুর্তি গুড়িয়ে দেব দুনিয়ার বুক থেকে,
হকের আওয়াজ ছড়িয়ে দেব ধরার চতুর্দিকে।
হকের পথে যত বাঁধা আসে আসুক না,
শেষ সম্বল নদীর স্রোতে ভাসে ভাসুক না,
মহান রবের নুছরাহ পাবো,
উঁচু সিনায় এগিয়ে যাবো,
দুনিয়া মোদের রণক্ষেত্র, নেই আমাদের ভয়,
কুরআন বুকে আমরা আবার করব বিশ্ব জয়।

ঈদের চাঁদ

-মিছবাহুল হক, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

ঐ দেখ ভাই চাঁদ উঠেছে
নীল আকাশের গায়,
খুশির বানে ভাসছে সবাই,
খুশির সীমা নাই।
মিটমিটিয়ে হাসছে দেখ
নতুন ঈদের চাঁদ,
কারো মুখে ফুটছে হাসি,
কারো মুখে অবসাদ।
ধনী-গরীব নেই ভেদাভেদ
মুসলমানের ঈদে,
তবু কেন চাঁদ দেখে ভাই
গরীব-দুঃখি কাঁদে!
তাদের কিসের খুশি যাদের
আগুন জ্বলেনি চুলায়!
তারা কভু হয়নি খুশি
আজ এ খুশির বেলায়।
তাই সকলের তরে আমি
এই আবেদন জানাই,
ঈদের দিনে অসহায়দের
যেন ভুলে না যাই।

কুরআনের মাস

-আখতারুযযামান, বিরল, দিনাজপুর।

রহমত নিয়ে এলো মাহে রামাযান
সকল মুমিনের তরে,
এমাসে নাযিল হ'ল পাক-কুরআন
হিদায়াত এলো ঘরে ঘরে।
দিবসে ছিয়াম আর রাতে ছালাত,
তবুও তো মন ভরে না,
মাস জুড়ে বেশী নেকী, বেশী ইবাদাত
কেউ করে, কেউ করে না।
রামাযানে এসো ভাই কুরআন শিখি
তিলাওয়াত বেশি বেশি করি,
ঈমানটা যত্নে আগলে রাখি
রাসূলের সুন্নাহ ধরি।

কুরআন সৃষ্ট নয়

-আব্দুর রহমান, পুঠিয়া, রাজশাহী।

কুরআন মহান রবের বাণী
কুরআন সৃষ্ট নয়।
কুরআন নাকি মাখলূক
কতিপয় লোকে কয়।
কুরআন মহান রবের ছিফাত
এটাই জানতে হবে,
এই বিশ্বাস মনে রেখে
ঈমান আনতে হবে।
আল্লাহকে এক জানতে হবে
আরশে আছেন তিনি।
মাটির তৈরি নবী মোদের,
এই তো ঈমান আনি।

স্বদেশ

বিআইডিএসের গবেষণা : ২০-৩০% মানুষ এখনো ১৪৫% সূদে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেয়

গ্রামীণ ঋণগ্রহীতাদের ৫০ শতাংশ বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) থেকে ঋণ নিলেও এখনো ২০-৩০ শতাংশ মহাজনের ওপর নির্ভর করেন। মহাজনের কাছ থেকে নেয়া সূদের গড় হার বিস্ময়করভাবে ১৪৫ শতাংশ। 'মহাজনের উপস্থিতিতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিযোগিতা : তত্ত্ব এবং প্রমাণ' শীর্ষক এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। অস্ট্রেলিয়া সাউথ এশিয়া রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক শ্যামল চৌধুরী এ ফলাফল প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের চারটি যেলার ১৫০টি গ্রামের জরিপের ওপর ভিত্তি করে এ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

এক পরিবারে ৭৯ হাফেয দ্বীনের আলো ছড়াচ্ছেন

পটুয়াখালীর বাউফল উপযেলার বাসবাড়িয়া গ্রামের শাহজাহান হাওলাদার (৯৪)। তার পরিবারের প্রায় সব সদস্য পবিত্র কুরআনের হাফেয। ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী, নাত-জামাইসহ এই পরিবারে হাফেযের সংখ্যা ৭৯ জন। তাঁরা সবাই এলাকায় দ্বীনের আলো ছড়াচ্ছেন।

শৈশবকালে বাবা-মা হারান শাহজাহান। তার পিতা হাফেযদের খুব ভালোবাসতেন। তাই বিয়ের পর নিজে হাফেয না হ'লেও সন্তানদের হেফয করানোর সিদ্ধান্ত নেন। নিজের ছয় ছেলে ও চার মেয়েকে হিফয করান। সন্তানদের বংশধর সকলকেও তার ইচ্ছায় হিফয সম্পন্ন করে।

শাহজাহান হাওলাদার পরিবারের ছেলেদের বিয়েও দেন হাফেযা পাত্রী দেখে। অপরদিকে মেয়েদেরও বিয়ে দেন হাফেয পাত্র দেখে। তার এক ছেলে জেদ্দায় থাকেন। অন্যরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ও মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সারাদেশে নিজেদের ১৮টি হিফযখানা পরিচালনা করছেন। ছয় ছেলের পরিবারে ৩২ জন সন্তান ও চার মেয়ের ২৭ জন সন্তান রয়েছে। যারা সকলেই হাফেয।

ভারত ও মিয়ানমার থেকে আসছে ভয়ংকর মাদক

দেশে দেড় কোটি মাদকাসক্তের ৮০ ভাগের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর

আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের রুট গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল, গোল্ডেন ওয়েজ, গোল্ডেন ভিলেজ ও গোল্ডেন ক্রিসেন্টের প্রভাবে বাংলাদেশ রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। কারণ ভারত ও মিয়ানমার থেকে ভয়ংকর সব মাদকের অনুপ্রবেশ ঘটছে বাংলাদেশে। সমুদ্র, স্থল ও আকাশ পথে স্রোতের মতো মাদক আসছে। আবার নিত্যনতুন মাদকের প্রতি মাদকসেবী তরুণদেরও ঝোঁক বেশী থাকে। ফলে শহর-নগর, পাড়া-মহল্লা সবখানেই তৈরি হয়েছে মাদকব্যবসায়ীদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। ফেনসিডিল, ইয়াবা, কোকেন কিংবা ক্রিস্টাল মেথ-আইস, কুশ, খাট, ডিওবিসহ সব ধরনের মাদকই মিলছে দেশজুড়ে। চাইলে মিলছে হোম ডেলিভারিও। সারা দেশে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মাদক। আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে মাদকাসক্তের সংখ্যাও।

সরকারীভাবে মাদকসেবীর সংখ্যা না থাকলেও বেসরকারী সংস্থা মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থার (মানস) হিসাবে দেশে বর্তমানে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। এর মধ্যে ১ কোটি মাদকাসক্ত এবং বাকি ৫০ লাখ মাঝে-মধ্যে মাদক সেবন করে। বেড়েছে নারী মাদকসেবীর সংখ্যাও। তরুণরা সর্বাধিক মাদকের ঝুঁকিতে রয়েছে। ৮০ শতাংশ মাদক ব্যবহারকারীর বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। মাদক চোরাচালান এবং পরিবহনের কাজে শিশু ও মহিলাদের ব্যবহার করা হচ্ছে যা খুবই ভয়ংকর।

বলা হয়েছে, দেশের মোট জনসংখ্যার ৮.৭৫ শতাংশ মাদকসেবী। গড়ে প্রতি ১২ জনে একজন মাদকসেবী। একেকজন বছরে ৫৬ হাযার টাকা মাদকের পেছনে খরচ করে। সে হিসাবে বছরে ১ লাখ ২০ হাযার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে মাদকের পেছনে।

মানসের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী বলেন, মোট মাদকসেবীর ৮০ শতাংশ পুরুষ, আর ২০ শতাংশ নারী। মাদকাসক্তের ৮০ ভাগ অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। সড়কে দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহনের ৩০ ভাগ চালকই মাদকসেবী। দিনদিন নারীদের মধ্যে এ প্রবণতা বাড়ছে। এছাড়া নতুন নতুন মাদকেও আসক্তি বাড়ছে। বর্তমানে মাদকের দিকে কারও নযর নেই। ফলে মাদক মাফিয়া চক্র সুযোগ পেয়ে দেশব্যাপী মাদক ছড়িয়ে দিয়ে রমরমা ব্যবসা করছে। মাদক হ'ল সব অপরাধের জনক। খুন, ধর্ষণ, পারিবারিক কলহ থেকে শুরু করে ছিনতাইয়ের মতো ঘটনার অধিকাংশ ঘটছে মাদকের কারণে।

বিদেশ

৮ হাযার মুসলিম অধ্যুষিত ভুটানে কোন মসজিদ নেই!

সারা বিশ্বেই দিন দিন বাড়ছে ইসলামের প্রচার-প্রসার। বাড়ছে মুসলিম জনসংখ্যা। পশ্চিমা বিশ্বে বৈরী পরিবেশেও ইসলাম তার গতিতে এগিয়ে চলছে। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান, যেখানে প্রায় আট হাযার মুসলিমের বসবাস, সেখানে একটি মসজিদও নেই। ফলে পবিত্র রামাযানেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মসজিদে গিয়ে তৃপ্তি ভরে ইবাদত করতে পারছেন না।

ভুটানের মুসলমানরা বহুবার ভুটান সরকারের কাছে মসজিদ নির্মাণের আবেদন করলেও মসজিদ তৈরী করার কোন উদ্যোগ হাতে নেয়নি সরকার। কারণ সেখানে মসজিদ স্থাপন ও প্রকাশ্যে ছালাত আদায়ের অনুমতি নেই। অথচ ভুটানে বহু বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। এমনকি রয়েছে একাধিক হিন্দু মন্দিরও।

মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হ'লে তা সেন্টারে পরিণত হয় এবং ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখে; এতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম গ্রহণ করবেন। তাই দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা শঙ্কায় থাকেন। ভুটানে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এখানে মসজিদ নির্মাণের দাবীও দিন দিন জোরালো হচ্ছে। মুসলমান পর্যটকদেরও ছালাত পড়তে হয় হোটেলে। ভুটানে বাংলাদেশ দূতাবাসে ছালাতের ব্যবস্থা আছে। সেখানেই জুম'আর ছালাত হয়ে থাকে।

যানজট কমানোর আইডিয়া দিলেই ১৬ লাখ টাকা বৃত্তি

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে সড়ক-মহাসড়কে যানজট নিয়ন্ত্রণ করা চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। আর এই চ্যালেঞ্জ

মোকাবিলায় অভিনব প্রস্তাব হাতে নিয়েছে এক্সপো সিটি দুবাই অথরিটি (ইসিডিএ)। যানজট কমানোর আইডিয়া দিলেই ৫০ হাযার দিরহাম বা ১৬ লাখ ৫২ হাযার টাকা পর্যন্ত বৃত্তির ঘোষণা দিয়েছে সরকারের কমিউনিটি উন্নয়নবিষয়ক কর্তৃপক্ষ।

ঘোষণায় বলা হয়েছে, যানজট নিরসন ও সড়কে চলাচল নির্বিঘ্ন ও গতিশীল করতে যারা কার্যকর আইডিয়া দেবেন তাদেরকে এই বৃত্তি দেওয়া হবে। আবেদনকারীদের বয়স হ'তে হবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

মুসলিম জাহান

সিরিয়ায় চালু করা হ'ল ইসলামী শরী'আহ আইন

সিরিয়ার দেশত্যাগী প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সময়ে চালু থাকা সংবিধান বাতিল করেছে দেশটির অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। গত ১৩ই মার্চ প্রেসিডেন্ট আহমাদ আল-শারা অস্থায়ী সংবিধানের খসড়ায় স্বাক্ষর করেছেন। এখন থেকে শরী'আহ বা ইসলামী আইন মেনেই পরিচালিত হবে সিরিয়া।

নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাশারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ নেয়া নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমাদ আল-শারা। ঐ বৈঠকে দেশের পুরনো সংবিধান বাতিল করে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য সাত সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করা হয়।

কমিটির সদস্য আব্দুল হামীদ আল-আওয়াক জানান, নতুন সংবিধানে রাষ্ট্রপ্রধানকে বাধ্যতামূলকভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হ'তে হবে এবং আগামী পাঁচ বছর দেশ পরিচালিত হবে ইসলামী আইন মোতাবেক।

[ধন্যবাদ সিরিয়ার নতুন ইসলামী সরকারকে। বাংলাদেশের অভ্যুত্থান পরবর্তী বর্তমান সরকারেরও দ্রুত ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা চালু করা উচিত (স.স.)]

জাতিসংঘে মুসলিম দেশ সমূহের জন্য ভেটো ক্ষমতার দাবী জানালেন এরদোগান

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েব এরদোগান বলেছেন, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মুসলিমদের অবশ্যই বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব পাওয়া উচিত। কারণ এটি তাদের প্রাপ্য অধিকার। তিনি বলেন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মুসলিম দেশের উপস্থিতি এখন আর শুধু প্রয়োজন নয়, বরং এটি একটি অপরিহার্য বিষয়। সম্প্রতি আঙ্কারায় বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের এক ইফতার মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।

এরদোগান উল্লেখ করেন, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের যথাযথ ভূমিকা নেই। এটি সংশোধন না হ'লে বৈশ্বিক ন্যায়বিচার সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বিশ্ব পাঁচ দেশের হাতে বন্দী থাকতে পারে না। এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে আসছেন।

বর্তমানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচটি দেশ 'যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া এবং ফ্রান্স' এককভাবে ভেটো ক্ষমতা ধরে রেখেছে, যার ফলে মুসলিম দেশগুলো বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে না।

এরদোগান মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আরও সক্রিয় ভূমিকা নেয় এবং বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে।

[আমরা তুরস্কের প্রেসিডেন্টকে এই দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। যাতে মুসলমানরা আত্ম-সম্মান নিয়ে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে (স.স.)]

মক্কায় কুরআন জাদুঘরের উদ্বোধন

পবিত্র শহর মক্কার 'হেরা সাংস্কৃতিক বিভাগে' খোলা হয়েছে কুরআন জাদুঘর। মক্কার উপ-গভর্নর প্রিন্স সঊদ বিন মিশাল আব্দুল আযীয সম্প্রতি এই জাদুঘরটির উদ্বোধন করেন।

জাদুঘরটি তৈরী করা হয়েছে পবিত্র কুরআন নিয়ে। কুরআন যে মুসলিমদের জন্য দিকনির্দেশনা সেটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এই জাদুঘরে। এই জাদুঘরে আছে বিরল কিছু পাণ্ডুলিপি, কুরআনের ঐতিহাসিক কপি। এছাড়া ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর আমলের কুরআনের ছবিও এখানে সংগৃহীত আছে। সঙ্গে আছে কিছু প্রাচীণ পাথর। যেগুলোতে কুরআনের আয়াত খোদাই করা আছে।

জাদুঘরটিতে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়া এবং এটি সংরক্ষণের ইতিহাস বর্ণনা করা ডিসপ্লে রয়েছে। যেটির মাধ্যমে কুরআন সম্পর্কে দর্শনার্থীরা বেশ ভাল ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

৬৭ হাযার মিটার জায়গাজুড়ে তৈরী হেরা সাংস্কৃতিক বিভাগে মক্কা ও ইসলামের ইতিহাস বর্ণনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আছে। যারা এগুলো জানতে চান তাদের জন্য এটি একটি আদর্শ জায়গা।

অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ১ দিনে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের ওমরাহ পালন

এবার রামাযানের শুরুতেই অতীতের সব রেকর্ড ভাঙল ওমরা পালনকারীরা। গত ৬ই মার্চ রেকর্ডসংখ্যক প্রায় পাঁচ লাখ ওমরা পালনকারী বায়তুল্লাহতে প্রবেশ করেছেন। এর আগে কখনও একদিনে এত অধিকসংখ্যক মানুষ ওমরা পালন করেননি বলে জানিয়েছেন কা'বা ও মসজিদে নববী রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ।

হারামাইন কর্তৃপক্ষ ওমরা পালনকারীদের জন্য বিনামূল্যে লাগেজ সংরক্ষণের ঘোষণা দিয়েছে। তাদের দেওয়া ঘোষণা অনুযায়ী, হারামের পূর্ব দিকে মক্কা লাইব্রেরীর কাছে এবং পশ্চিম দিকে গেট ৬৪-এর কাছে বিনামূল্যে লাগেজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সর্বোচ্চ ৭ কেজি ওযনের ব্যাগ সংরক্ষণ করতে পারবেন ওমরা পালনকারীরা। যা সর্বোচ্চ চার ঘণ্টা রাখা যাবে। সংরক্ষণাগারে রাখা ব্যাগে মূল্যবান জিনিসপত্র, নিষিদ্ধ পণ্য, খাবার ও ওষুধ সংরক্ষণ করা যাবে না। ব্যাগ ফেরত নেওয়ার জন্য একটি ক্লেইম টিকিট প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পানিতে চলছে চার চাকার গাড়ি

চার চাকার আস্ত গাড়ি চলছে পানিতে। তাও আবার মিসরের নীল নদে। প্রায় অসম্ভবকেই সম্ভব করে পানিতে চলতে পারে এমন জেট কার আবিষ্কার করেছেন মিসরের এক উদ্যোক্তা

করীম আমীন। তার তৈরী গাড়িটি যখন পানিতে চলে তখন কোনভাবেই মনে হবে না এটি পানির ওপর চলছে। পিচ ঢালা রাস্তার ওপর যেভাবে একটি স্বাভাবিক চার চাকার গাড়ি চলে ঠিক সেভাবেই দ্রুত গতিতে চলতে সক্ষম এই গাড়িটি। মাত্র ৫০ হাযার ডলার নিয়ে পাঁচ বছর আগে শুরু করেছিলেন এই জেট কার নির্মাণ। কখনো ভাবেননি তার তৈরী গাড়ি চলবে পানিতে। তার জেট কারগুলোর স্পিড এতটাই যে, স্পিড বোডের চেয়েও বেশী গতিতে পানিতে চলতে সক্ষম। আর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ভাল হওয়ায় পুরো বিশ্ব জুড়ে এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই জেট কার। বর্তমানে বিশ্বের ৭০টিরও বেশী দেশে চলছে কারটি।

৬০ হাযার বছর জ্বালানি সরবরাহে সক্ষম উৎস আবিষ্কার হ'ল চীনে

সীমাহীন এক জ্বালানির উৎসের সন্ধান পেয়েছে চীন। এই জ্বালানি দিয়ে দেশটি ৬০ হাযার বছর চলতে পারবে-এমনই দাবি করেছেন বেইজিংয়ের ভূবিজ্ঞানীরা। তারা জানায়, ইনার মঙ্গোলিয়ায় বায়ান ওবো খনিজ কমপ্লেক্সে বিপুল পরিমাণ থোরিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি এতটা বেশি যে, তা দিয়ে চীনের প্রতিটি বাড়ির হাযার বছরের জ্বালানি চাহিদা মেটানো সম্ভব।

থোরিয়াম হ'ল হালকা মাত্রার একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই গবেষণা এমন সময়ে সামনে এলো, যখন চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র নতুন পারমাণবিক জ্বালানির সন্ধানে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, চীনের ২৩৩টি থোরিয়াম সমৃদ্ধ অঞ্চলের সন্ধান মিলেছে। যা চীনের জ্বালানি চাহিদার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে পারে।

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!

আত-তাহরীক টিভি

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।

ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com

মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন

মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪

ফেসবুক পেইজ
At-Tahreek Tv
Monthly At-Tahreek

ইউটিউব চ্যানেল
At-Tahreek Tv
Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্

প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২

'বেলী ফুল' নতুন আঙ্গিকে তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, পাউরুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করেছে।

আমাদের শাখাসমূহ

১. আল-হাসীব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
২. গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
৩. রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
৪. ২২/২৩, রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী।
৫. প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
৬. হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

৩৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ সম্পন্ন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী ৩৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ রাজশাহী যেলার পবা উপযেলাধীন এয়ারপোর্ট থানার বায়া বাজারের নিকটবর্তী ময়দান সহ ২টি ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর তাবলীগী ইজতেমা'২৫-এর সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : বাদ আছর অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন মারকাযের মক্তব বিভাগের শিক্ষক হাফেয ওবায়দুল্লাহ। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। তিনি অহি-র বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনার জন্য দেশের প্রধান উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র সর্বস্তরের কর্মীদের হকের উপরে দৃঢ় থাকতে জোর তাকীদ প্রদান করেন। এ সময় তিনি সকলকে শৃংখলা ও সহমর্মিতার সাথে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে ইজতেমায় দু'দিন অবস্থানের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নামে তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, ইজতেমা শুরুর আগের রাতে ও ভোরে বিপুল সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতির কারণে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পূর্বেই বাদ ফজর থেকে ইজতেমা ময়দানে বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়ে যায়। যোহর পর্যন্ত অনানুষ্ঠানিক বক্তব্য চলে।

নির্ধারিত বক্তৃতা পর্ব :

অতঃপর রাত দেড়টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে (১) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বিষয় : ইবাদতে অলসতা দূরীকরণের উপায় সমূহ)। (২) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (সমাজে প্রচলিত শিরকসমূহ ও তার ক্ষতিকর প্রভাব)। (৩) 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (তাওহীদের গুরুত্ব ও আক্বীদাগত বিভ্রান্তি নিরসন)। (৪) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাষ্ট্র বিনির্মাণে আধুনিক মতবাদসমূহের চ্যালেঞ্জ বনাম ইসলামী খেলাফত)। (৫) 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান (রাজশাহী) (পেশাজীবনে সততা ও আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের গুরুত্ব)। (৬) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী) ('আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য)। (৭) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ (সাতক্ষীরা) (সমাজ সংস্কারের পূর্ব শর্ত আত্মসংস্কার-তাযকিয়াতুন নাফস)। (৮) মারকাযের সাবেক ছাত্র ড. আব্দুল্লাহিল কাফী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (সালাফদের মানহাজ অনুসরণের গুরুত্ব)। (৯) রূহুল আমীন (ভারত) (হাদীছ অস্বীকারকারীদের ভ্রান্তি বিলাস)। (১০) নওদাপাড়া মারকাযের শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (ইসলামে নারীর মর্যাদা ও আদর্শ সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা)। (১১) ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা) (হালাল উপার্জনের আবশ্যকতা)। (১২) জামালপুর-উত্তর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল (ইসলামী ভ্রাতৃত্ব)।

আমীরে জামা'আতের ১ম দিনের ভাষণ : বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা নাহ্ল ৯৭ আয়াতের আলোকে হায়াতে ত্বাইয়েবা তথা পবিত্র জীবন লাভের উপায় সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন।

২য় দিন বাদ ফজর : মূল প্যাণ্ডেলে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (জান্নাতী বান্দার বৈশিষ্ট্য)। একই সময়ে পশ্চিম পার্শ্বস্থ মারকাযী জামে মসজিদে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা) (সূরা আছরের শিক্ষা) এবং পূর্ব পার্শ্বস্থ ছোট মসজিদে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (তাক্বওয়ার পরিচয় ও তা অর্জনের উপায়)।

অতঃপর ইজতেমা প্যাণ্ডেলে বেলা সাড়ে ১১-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা পেশ করেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) (আহলেহাদীছ আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের গুণাবলী) (২) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা) (তরুণদের অধঃপতনের কারণসমূহ ও তা থেকে বাঁচার পথ)। (৩) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা) (দ্বীন প্রচারে নববী পদ্ধতি)। (৪) কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুরূল হুদা (রাজশাহী) (জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা-বায়'আত ও ইত্বা'আতসহ) (৫) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর) (সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী) (৬) শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (নরসিংদী) (নারী-পুরুষের পোষাক ও পর্দা) (৭) মাওলানা শফীকুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ) (জান্নাতের নে'মত সমূহ)। (৮) আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন (গাইবান্ধা) (মানবসেবার গুরুত্ব ও আল-'আওন) (৯) আব্দুল্লাহ আল-মামূন (নরসিংদী) (জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য)। অতঃপর শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও হাফেয মুহাম্মাদ আখতার। (১০) প্রবাসীদের মধ্য হ'তে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন সিঙ্গাপুর প্রবাসী মু'আয্যাম হোসাইন (বগুড়া)।

জুম'আর খুৎবা : ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা হূদের ১১১-১৩ আয়াত তেলাওয়াত করে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের উপর অবিচল থাকার বিষয়ে, মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর) 'ইনফাক্ব ফী সাবীল্লাহ' বিষয়ে ও মহিলা মাদ্রাসায় 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী) 'আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য' বিষয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় প্যাণ্ডেলে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। প্যাণ্ডেলের বাইরে বিভিন্ন স্থানে বসে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী খুৎবা সমূহ শ্রবণ করেন।

উল্লেখ্য যে, মূল প্যাণ্ডেলে জুম'আর খুৎবার পূর্বে বেলা সাড়ে ১১-টার দিকে আমীরে জামা'আতের সংগৃহীত জামালপুরের মরহূম মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল (১৯৩০-১৯৮৪ খৃ.)-এর স্মৃতিচারণ করে তাঁর সুললিত কণ্ঠের রেকর্ডকৃত আরবী খুৎবা, ফার্সী হামদে খোদা এবং বাংলা প্রার্থনা মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে শুনানো হয়। একই সাথে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও আমীরে জামা'আতের সাথে তাঁর ৫টি অভিজ্ঞতা শুনানো হয়। এতে মুছল্লীগণ দারুণভাবে আপ্লুত হন।

২য় দিন বাদ আছর থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত :

জুম'আর বিরতির পর আছর ছালাতের পর থেকে ভোর ৫-টা ২০মিনিট পর্যন্ত নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে, (১) চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর (আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?)। (২) 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম (সুসন্তান গড়ে তোলার উপায়সমূহ) (৩) জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (বিদ'আত ও তার ভয়াবহতা-শবেবরাতসহ) (৪) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর (জয়পুরহাট) (ফিৎনার সময় দ্বীনের উপর অবিচল থাকার উপায় সমূহ) (৫) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম (জয়পুরহাট) (সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারে যুবকদের দায়িত্ব)।

বাদ মাগরিব বক্তব্য পেশ করেন (৬) নওদাপাড়া মারকাযের ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (শিক্ষা সংস্কারে আমাদের করণীয়-হা.ফা.বা শিক্ষা বোর্ডের ভূমিকাসহ) (৭) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (অনৈসলামিক সংস্কৃতির আগ্রাসন ও তা থেকে আত্মরক্ষার উপায়) (৮) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (সমাজ সংস্কারে সততা ও আমানতদারিতার গুরুত্ব)।

বাদ এশা বক্তব্য পেশ করেন, (৯) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (ইক্বামতে দ্বীন ও আহলেহাদীছের রাজনৈতিক দর্শন) (১০) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাযীপুরের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন (জিহাদের পরিচয় এবং স্তরসমূহ-জঙ্গীবাদের ক্ষতিকর দিকসহ)। (১১) মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা) (ইত্তেবা বনাম তাক্বলীদ)। (১২) ড. আহসানুল্লাহ বিন ছানাউল্লাহ (ঢাকা) (ছালাতের গুরুত্ব ও কবুলযোগ্য ছালাতের বৈশিষ্ট্য) (১৩) মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) (সমকালীন কতিপয় ফিৎনা-হাদীছ অস্বীকার, মাযহাবের নামে হাদীছ পরিত্যাগ, সাংস্কৃতিক জাহেলিয়াত, জঙ্গীবাদ, রাসূল (ছা.)-এর অমর্যাদা, তাঁর শানে অযাচিত শব্দ প্রয়োগ)। (১৪) দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরার প্রিন্সিপাল মাওলানা সোহাইল আহমাদ (হিংসা ও অহংকার থেকে মুক্তির উপায়) (১৫) বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন (মাল ও মর্যাদার লোভ) (১৬) মাওলানা ইকবাল কবীর (নরসিংদী) (জান্নাতের বিবরণ)। (১৭) হাফেয শামসুর রহমান (ঢাকা) (রিযিক বৃদ্ধির উপায়) ও (১৫) কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান (জাহান্নামের বিবরণ)।

আমীরে জামা'আতের ২য় দিনের ভাষণ :

ইজতেমার ২য় দিন রাত সাড়ে ৯-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা নূর ৫৫ আয়াত অবলম্বনে 'সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারে আমাদের করণীয়' বিষয়ে দেশে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন।

উদ্বোধনপূর্ব বক্তৃতা সমূহ : বৃহস্পতিবার বাদ আছর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইজতেমা শুরু হওয়ার ঘোষণা থাকলেও কর্মী ও সুধীগণ আগে থেকেই আসতে শুরু করেন। ফলে ১ম দিন বৃহস্পতিবার বাদ ফজর থেকে মূল প্যাণ্ডেলে আলোচনা শুরু হয়। যা যোহর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে। এসময় বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে- (১) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (তাক্বওয়ার গুরুত্ব ও পদ্ধতি) (২) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ (সকাল-সন্ধ্যার আমল সমূহ) (৩) রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান (রামাযানের প্রস্তুতি কিভাবে নিবেন?) (৪) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী মাওলানা আনোয়ারুল হক্ব (মৃত্যুর পরেও প্রবাহমান আমলসমূহ) (৫) মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ হায়দার আলী (নফল ইবাদতের গুরুত্ব) (৬) দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (দিবস পালন কেন্দ্রিক বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ সমূহ) (৭) রংপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মতীউর রহমান (সমাজ সংস্কারে তা'লীমী বৈঠকের গুরুত্ব) (৮) ঢাকা-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (মাদকতা দূরীকরণে আমাদের করণীয়) (৯) জামালপুর-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা হাবীবুল্লাহ (পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য) (১০) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম (দাওয়াতের গুরুত্ব ও দাঈর গুণাবলী) (১১) জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মাসঊদ (বিবাহ কেন্দ্রিক রসম-রেওয়াজসমূহ) (১২) ঢাকা-উত্তরের ধামরাই উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এরশাদুল্লাহ (মৃত্যুকে স্মরণ) (১৩) নাটোর যেলা 'যুবসংঘে'র সভপতি হাফেয মুহাম্মাদ আলী (জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা) ও (১৪) ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র প্রচার সম্পাদক নাজমুস সা'আদাত (দাওয়াতের গুরুত্ব)।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ : ইজতেমার শেষ দিন শনিবার ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে হাফেয শামসুর রহমান আযাদী (ঢাকা)-এর ইমামতিতে ফজরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাত শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ পেশ করেন। অতঃপর তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী ৩৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

১. আল-'আওন-এর প্রশিক্ষণ : ইজতেমার পূর্ব দিন বুধবার সকাল ৯-টা থেকে এশার আগ পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার হলরুমে 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় উদ্যোগে যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. মুখতারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইন, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক রেযওয়ানুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক খালিদুর রহমান, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আবু দাউদ ও সাধারণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান। প্রশিক্ষণে ১৫টি যেলা থেকে ২৫ জন দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

২. ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৫ : ইজতেমার আগের দিন ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বাদ আছর থেকে রাত সাড়ে ১১-টা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়। আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালক ও 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আতের প্রতিনিধি হিসাবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ প্রমুখ। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানান এবং জাগরণীর মাধ্যমে তাওহীদী সমাজ গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া)। জাগরণী পেশ করেন মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর), তানভীরুয্যামান (মেহেরপুর), রোকনুয্যামান (সাতক্ষীরা), আব্দুল মুন'ইম (রাজশাহী), কেরামত আলী (পাবনা), আলে ইমরান (রাজশাহী), রাতুল আসলাম (রাজশাহী), ওবায়দুল্লাহ (গাইবান্ধা), মীর বখতিয়ার (যশোর), এনামুল হক (নওগাঁ), আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা), ফরীদুল ইসলাম (গাইবান্ধা), শফীকুল ইসলাম ও শামীম রেযা।

অনুষ্ঠানে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর ২০২৩-২৫ সেশনের রাক্বীবুল ইসলামকে সেরা গীতিকার, আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফকে সেরা সুরকার, মীযানুর রহমানকে সেরা শিল্পী ও আবুবকরকে সেরা শিল্পী সংগঠক হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর ২০২৫-২৭ সেশনের জন্য রাক্বীবুল ইসলামকে পরিচালক ও আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফকে সহ-পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

৩. আল-'আওন-এর ডোনর সমাবেশ : ইজতেমার ১ম দিন বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯-টা থেকে বেলা সাড়ে ১১-টা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ডোনর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। সমাবেশে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন, নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ রাসেল, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আবু দাঊদ ও দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সাধারণ সম্পাদক বদীউয্যামান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক খালিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে ২০২৩-২৪ বর্ষে ৩৭টি যেলার মধ্যে রক্তদানসহ অন্যান্য সাংগঠনিক কার্যক্রম বিবেচনায় 'নারায়ণগঞ্জ' যেলাকে 'শ্রেষ্ঠ যেলা' হিসাবে মনোনীত করা হয়। এছাড়া ১০ জনকে 'শ্রেষ্ঠ দায়িত্বশীল' হিসাবে মনোনীত করা হয়। তারা হ'লেন ১. ফযলুল হক (সভাপতি, নীলফামারী), ২. বদীউয্যামান (সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর-পূর্ব), ৩. মুহাম্মাদ রাসেল (সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ), ৪. ডা. শাহিনুর রহমান (সভাপতি, নওগাঁ), ৫. মুহাম্মাদ মাসঊদ (সাধারণ সম্পাদক, যশোর), ৬. জাহিদ হাসান (সাধারণ সম্পাদক, চুয়াডাঙ্গা), ৭. মা'ছূম বিল্লাহ (সভাপতি, বরিশাল), ৮. মাহমূদুল ইসলাম (সভাপতি, ঢাকা), ৯. ডা. জাহিদুল ইসলাম (সভাপতি, সিরাজগঞ্জ) ও ১০. ফায়যুর রহমান (সভাপতি, ফরিদপুর)।

৪. আহলেহাদীছ উদ্যোক্তা মিট-আপ : ইজতেমার ১ম দিন বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর উদ্যোগে আহলেহাদীছ উদ্যোক্তা মিট-আপ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

'পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত, সহ-সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহিবুল হোসাইন ও সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ তারেক। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালক ও 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল।

৫. শিক্ষক সমাবেশ : শুক্রবার সকাল ৭-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার।

অতঃপর 'সমাজ সংস্কারে শিক্ষকগণের ভূমিকা' বিষয়ের উপর উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়। দেশব্যাপী অত্র শিক্ষাবোর্ড অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের অংশগ্রহণে ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতার জন্য ৩ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এতে ১ম স্থান অধিকার করেন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরার সহকারী শিক্ষক আখতারুয্যামান। ২য় স্থান অধিকার করেন দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ, ফেনীর প্রধান শিক্ষক হাফেয মাহবূবুর রহমান ও ৩য় স্থান অধিকার করেন মারকাযুস সুন্নাহ, বানেশ্বর, রাজশাহীর সুধী ছাব্বীর হোসাইন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'শিক্ষাবোর্ডে'র সচিব জনাব শামসুল আলম এবং সঞ্চালক ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী'র কো-অর্ডিনেটর আবু রায়হান।

৬. প্রবাসীদের সাথে মতবিনিময় : ইজতেমার ২য় দিন সকাল ৮-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে 'আন্দোলন'-এর প্রবাসী সংগঠন সমূহের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতারের সভাপতিত্বে এবং তাঁর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতঃপর বক্তব্য রাখেন, সিঙ্গাপুর প্রবাসী মু'আযযাম হোসাইন (বগুড়া), আব্দুস সালাম (নারায়ণগঞ্জ), আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া), সঊদী আরব প্রবাসী আব্দুল খালেক (পিরোজপুর) প্রমুখ। অবশেষে অতিথিদের ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য পেশ করেন ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

৭. যুব সমাবেশ : শুক্রবার সকাল ৯-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুব সমাবেশ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অতঃপর বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক ড.

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

যেলা সভাপতি ও দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন (১) সাতক্ষীর যেলা সভাপতি মুজাহিদুর রহমান (২) দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সভাপতি সাইফুর রহমান (৩) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন (৪) কুমিল্লা যেলা সভাপতি রূহুল আমীন (৫) রাজশাহী কলেজের সভাপতি আব্দুল্লাহ নাবীল (৬) বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ রামাযান আলী (৭) চট্টগ্রাম যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন ও (৮) কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক। সমাবেশে 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ।

৮. জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৫ : গত বছরের ন্যায় এবারও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে অনলাইনে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত ১. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ২. জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শএবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তি জবাব ৩. স্মারক গ্রন্থ-২ ৪. তরজমাতুল কুরআন (১-১৫ পারা)।

বয়স ও পেশা নির্বিশেষে উন্মুক্ত এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকারী তিন জন হ'লেন (১) মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান (নওগাঁ) (২) মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (সিরাজগঞ্জ) ও (৩) ওয়ালীদ বিন ইউসুফ (সিরাজগঞ্জ)। বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত ১০ জন হ'লেন (১) জাহাঙ্গীর হোসাইন (সাতক্ষীরা) (২) আব্দুর রহমান (গাইবান্ধা) (৯ম শ্রেণী, মারকায) (৩) মুহাম্মাদ মুত্ত্বালিব (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (৪) মাহফূয আলম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (৫) শাহাদত হোসাইন (নওগাঁ) (৬) শেখ আমীর হোসাইন (বাগেরহাট) (৭) মোকছেদ আলী (বগুড়া) (৮) মুহাম্মাদ আল-আমীন (রাজশাহী) (৯) ছানাউল্লাহ (রাজশাহী) ও (১০) শাহরুল ইসলাম (নওগাঁ)। ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার 'যুব সমাবেশে'র মঞ্চে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা স্মারক, সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিগণ।

৯. আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম : শুক্রবার বেলা ৩-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** 'ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান (রাজশাহী)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত (কুষ্টিয়া)।

অতঃপর বক্তব্য পেশ করেন 'ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার তারেক আহমাদ (নাটোর), অর্থ সম্পাদক ডা. যুবায়ের ইসলাম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী), প্রশিক্ষণ সম্পাদক হোসাইন মাহমূদ (সাতক্ষীরা), গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক ডা. নাজমুছ ছাকিব (সাতক্ষীরা) প্রমুখ। অতঃপর বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব প্রমুখ।

১০. ইজতেমার পরিচালক বৃন্দ : দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক (২) সাংগঠনিক সম্পাদক (৩) প্রচার সম্পাদক (৪) প্রশিক্ষণ সম্পাদক (৫) সমাজকল্যাণ সম্পাদক এবং (৬) যুববিষয়ক সম্পাদক।

১১. সঞ্চালক বৃন্দ : এবারের ইজতেমায় পর্যায়ক্রমে সঞ্চালক ছিলেন (১) ড. নূরুল ইসলাম (মারকায) (২) আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) (৩) কাযী হারূণুর রশীদ (ঢাকা) (৪) আব্দুল ওয়াদূদ (ঢাকা) (৫) জামীলুর রহমান (কুমিল্লা) (৬) মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান (মেহেরপুর) (৭) ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর) (৮) আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (মারকায) ও (৯) রবীউল ইসলাম (মারকায)।

১২. প্যাণ্ডেলের মুওয়াযযিন বৃন্দ : (১) খালিদুর রহমান (দফতর সম্পাদক, আল-'আওন) বৃহস্পতিবার (ফজর); (২) হাফেয হুযায়ফা (ছাত্র, মারকায) যোহর; (৩) মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল (ছাত্র, মারকায) আছর; (৪) মুহাম্মাদ জমীমুদ্দীন (ছাত্র, মারকায) মাগরিব; (৫) রোকনুয্যামান (মেহেরপুর) এশা (৬) হাফেয ওবায়দুল্লাহ (শিক্ষক, মারকায) ২য় দিন ফজর; (৭) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর) জুম'আ; (৮) আরযুল ইসলাম শাফী (ছাত্র, মারকায) আছর; (৯) রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) মাগরিব; (১০) আব্দুল বারী (মুওয়াযযিন, মারকায) এশা (১১) শাহীনুর রহমান (শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ) শেষ দিন শনিবার ফজর।

১৩. প্যাণ্ডেলের ইমামগণ : (১) হাফেয ছাক্বিবুল হাসান (ছাত্র, মারকায) বৃহস্পতিবার ফজর; (২) ক্বারী জাহাঙ্গীর আলম (শিক্ষক, মারকায) যোহর; (৩) হাফেয মশীউর রহমান (শিক্ষক, মারকায) আছর; (৪) হাফেয লুৎফর রহমান (পরিচালক, হিফয বিভাগ, মারকায) মাগরিব; (৫) হাফেয মুহাম্মাদ আখতার এশা; (৬) হাফেয মুহাম্মাদ আখতার ২য় দিন ফজর; (৭) হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, জুম'আ (৮) ক্বারী আব্দুর রহীম (শিক্ষক, মক্তব বিভাগ, মারকায) আছর; (৯) হাফেয নাজমুছ ছাকিব (গোপালগঞ্জ) মাগরিব; (১০) হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, এশা; (১১) হাফেয শামসুর রহমান আযাদী (ঢাকা) শনিবার ফজর।

১৪. অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত : (১) হাফেয ওবায়দুল্লাহ (মারকায); (২) হাফেয হুযায়ফা (ছাত্র, মারকায); (৩) ক্বারী আব্দুল আউয়াল (শিক্ষক, মারকায); (৪) আরযুল ইসলাম শাফী (ছাত্র, মারকায); (৫) হাফেয হোসাইন (ফরিদপুর); (৬) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর); (৪) হাফেয ছাক্বিবুল হাসান (ছাত্র, মারকায)।

১৫. জাগরণী : আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য (১) মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট) (২) রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) (৩) ইয়াকূব আলী, (ঐ) (৪) তানভীরুয্যামান, (ঐ) (৫) রোকনুয্যামান, (সাতক্ষীরা) (৬) আব্দুল্লাহ আল-মামূন (ঐ) (৭) আব্দুল মুন'ইম (ঐ) (৮) মাহমূদুর রহমান (ঐ) (৯) কেরামত আলী (পাবনা) (১০) আলে ইমরান (রাজশাহী) (১১) রাতুল আসলাম (ঐ) (১২) আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া) (১৩) ওবায়দুল্লাহ (গাইবান্ধা) (১৪) মীর বখতিয়ার (যশোর) (১৫) এনামুল হক (নওগাঁ) (১৬) আব্দুর রহমান (দিনাজপুর)।

১৬. প্যাণ্ডেল : মূল প্যাণ্ডেল ছিল এয়ারপোর্ট থানার নিকটবর্তী ময়দান। যার আয়তন ছিল ৩০০×৫০০ ফুট। তার পূর্ব পার্শ্বে ছিল বৃহদায়াতন খাদ্য প্যাণ্ডেল ও পৃথক খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্যাণ্ডেল। যেখানে স্বল্প মূল্যে সকালের নাশতা এবং দুপুর ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া পূর্ব পার্শ্বস্থ ঈদগাহ ময়দানে ছিল স্বেচ্ছাসেবক প্যাণ্ডেল। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর (বালিকা শাখা) ময়দানে ইজতেমার মহিলা প্যাণ্ডেল করা হয়। যার আয়তন ছিল ১৩০×২০০ ফুট এবং ৪০×১০০ ফুট। এছাড়াও ছিল মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ একাডেমিক ভবন ময়দানের বিশেষ প্যাণ্ডেল। যেখানে ইজতেমার বিভিন্ন প্রোগাম বাস্তবায়িত হয়। প্রতিটি প্যাণ্ডেল ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।

১৭. বুক স্টল : ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বে ৩৫টি ও মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ গেট সংলগ্ন মার্কেটে ১টি বুক স্টল ছিল।

১৮. আল-'আওন : মূল প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বে বুক স্টল সংলগ্ন বিশেষ স্টলে 'মাদকমুক্ত স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা' আল-'আওন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিংয়ে ১৮৬ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ২২৭ জন ডোনর তালিকাভুক্ত হন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে কেন্দ্র সহ বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৯. যরূরী চিকিৎসা কেন্দ্র : মূল প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বে যরূরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের চিকিৎসক সদস্যগণ সেখানে ফ্রী চিকিৎসা প্রদান করেন। ইজতেমা কমিটির পক্ষ থেকে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়।

২০. অনুদান বুথ : ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় ও ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয়, মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণ, 'আন্দোলন' ও ইয়াতীম বিভাগের পৃথক অনুদান বুথ। এছাড়াও মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেল সংলগ্ন স্থানে পৃথক অনুদান বুথ স্থাপন করা হয়।

২১. দেওয়াল পত্রিকা : তাবলীগী ইজতেমা'২৫ উপলক্ষ্যে 'সোনামণি' মারকায সাংগঠনিক যেলার পক্ষ থেকে 'সোনামণি প্রতিভা' এবং 'যুবঘংঘ' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে 'ছওতুল মারকায', 'ছওতুশ শুব্বান', তাহযীবুল মারকায', 'ছাওরাতুল আকলাম', 'আদাবুল মারকায', 'নেদাউল হক' ও 'আল-হেরা' নামে মোট ৭টি দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যা ইজতেমা প্যাণ্ডেলের বুক স্টলের সামনে প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও তার পাশে 'যুবঘংঘ' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে আর্ট গ্যালারী প্রদর্শিত হয়।

২২. ফৎওয়া বুথ : গতবারের ন্যায় এবারও ফৎওয়া বুথের ব্যবস্থা করা হয়। ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপিত ফৎওয়া বুথ ও মাসিক আত-তাহরীক কার্যালয়ে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'দারুল ইফতা'র সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডে'র সাবেক সহকারী পরিদর্শক মুহাম্মাদ ফেরদাউস। ইজতেমার ১ম দিন বাদ মাগরিব থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত এবং ২য় দিন বাদ আছর থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

২৩. নিরাপত্তা : ইজতেমা ময়দানের ১টি সাউণ্ড টাওয়ার ও ১৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। সেই সাথে সংগঠনের ৮৩৯ জন স্বেচ্ছাসেবক দু'দিন আগে থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও ছিল পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যগণের নিয়মিত তদারকি।

২৪. যানবাহন : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বিভিন্ন যেলা থেকে মুছল্লীগণ বাস, ট্রেন, মাইক্রো, বিমান ও অন্যান্য যানবাহনে করে ইজতেমায় আগমন করেন। বিভিন্ন যেলা থেকে আগত মোট বাসের সংখ্যা ২৪৮টি ও মাইক্রোর সংখ্যা ২৯টি। সবচেয়ে বেশী বাস আসে সাতক্ষীরা থেকে ৭৫টি। এছাড়া ভারত, সঊদী আরব, সিঙ্গাপুর সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সদ্য দেশে আগত অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন।

২৫. সাইকেলে আগমন : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও সাইকেল যোগে ইজতেমায় আগমন করেন (১) সাতক্ষীরা যেলার তালা উপযেলার বর্তমানে মানিকহার গ্রামের আব্দুল বারী (৬৭)। ১৯৯৭ সাল থেকে মোট ২৪ বার ও (২) সাতক্ষীরা সদর উপযেলার কাওনডাঙ্গা গ্রামের যয়নাল আবেদীন (৮৭)। তিনি একটানা ২২ বছর যাবৎ। সাতক্ষীরা থেকে প্রায় ৩০০ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে রাজশাহী পৌঁছতে তাদের সময় লাগে দু'দিনে মোট ২২ ঘণ্টা। আমীরে জামা'আত তাদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং এই কষ্টকর ভ্রমণে যেন 'রিয়া' না আসে এবং এটি যেন স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হয়, সে বিষয়ে সাবধান করেন।

২৬. সোনামণি র‍্যালি : তাবলীগী ইজতেমা'২৫ উপলক্ষ্যে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বাদ আছর সোনামণি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি মারকায থেকে শুরু হয়ে মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্ব ধরে দক্ষিণ দিকে নওড়াপাড়া বাজার গমন করে। সেখান থেকে ট্রাক টার্মিনাল, কালুর মোড় ও ভূগরইল হয়ে মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্ব ধরে উত্তর দিকে ইজতেমা ময়দান গমন করে। অতঃপর সেখানে র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী দায়িত্বশীল ও সোনামণিরা মাগরিবের ছালাত আদায় করে। তারপর সেখান থেকে মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্ব ধরে মারকাযে ফিরে আসে।

২৭. পত্রিকায় রিপোর্ট : ইজতেমার রিপোর্ট দৈনিক ইনকিলাব, নয়াদিগন্ত, যুগান্তরসহ জাতীয় ও স্থানীয় কয়েকটি পত্রিকার অনলাইন ও প্রিন্ট ভার্সনে প্রচারিত হয়।

২৮. টয়লেট : এবারে ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলের পূর্ব পার্শ্বে মোট ৩৮০টি অস্থায়ী টয়লেট স্থাপন করা হয়। সাথেই পুকুরে ওযূ ও গোসলের ব্যবস্থা ছিল।

মসজিদ উদ্বোধন

২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার, রাজবাড়ী : অদ্য জুম'আর ছালাতের মাধ্যমে যেলার সদর থানাধীন রেলগেইট বাজার সূর্যনগর বাইতুল হিকমাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের উদ্বোধন করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অতঃপর বাদ জুম'আ যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি মাওলানা মক্বূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মসজিদের সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি গাযী মুখতার, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী খান, সাংগঠনিক সম্পাদক অলিউর রহমান প্রমুখ।

ইসলামী সম্মেলন

১৯শে নভেম্বর মঙ্গবার কুলাউড়া, মৌলভীবাজার : অদ্য বিকাল ৩-টা হ'তে যেলার কুলাউড়া থানাধীন 'ডাক বাংলা' ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও মসজিদ আত-তাওহীদ এণ্ড ইসলামিক সেন্টার, দক্ষিণ মাগুরা, কুলাউড়ার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাসঊদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স-এর প্রিন্সিপাল ড. মুকাররম বিন মুহসিন, নারায়ণগঞ্জ বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাহমূদ বিন কাসিম, যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূর, সাধারণ সম্পাদক আবু মুহাম্মাদ সোহেল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আত-তাক্বওয়া মসজিদ, সিলেটের মুতাওয়াল্লী মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর চৌধুরী।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : আল্লাহ্‌র কোন বাণীর ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে কি যে, কুরআন বলেছে বা কুরআনে বলা হয়েছে। কারণ কুরআন তো আল্লাহ্‌র বাণী।

-আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : কুরআনের কোন বাণীর ক্ষেত্রে কুরআনে এমনটি বলা হয়েছে বা কুরআন বলেছে এমন বাক্য ব্যবহার করা যাবে। কেননা এর মূল অর্থ এই যে, কুরআনে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, সাইয়েদ রশীদ রেযা, আলবানী, ওছায়মীন প্রমুখ সালাফগণ থেকে এরূপ বাক্য ব্যবহারের নযীর পাওয়া যায় *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৮/৪৭১, মাজাল্লাতুল মানার ১১/২৭৪, তা'লীকু আলাল ঈমান, পৃ. ৫৮, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/২৩৯)*।

প্রশ্ন (২/২৪২) : কেউ সাত দিনে কুরআন খতম করতে চাইলে কিভাবে কুরআনকে সাতভাগে ভাগ করবে?

-রাইসান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : সাত দিনে কেউ কুরআন খতম করতে চাইলে ছাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করা মুস্তাহাব। তারা সাত দিনে কুরআন খতম করতে চাইলে প্রথম দিনে প্রথম তিনটি সূরা, দ্বিতীয় দিনে পরের পাঁচটি সূরা, তৃতীয় দিনে পরের সাতটি সূরা, চতুর্থ দিনে পরের নয়টি সূরা, পঞ্চম দিনে পরের ১১টি সূরা, ৬ষ্ঠ দিনে পরের ১৩টি সূরা এবং সপ্তম দিনে সূরা ক্বাফ থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন। আওস (রহঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কিভাবে কুরআনের অংশ নির্দিষ্ট করে তিলাওয়াত করতেন? তাঁরা বলেন, প্রথম দিন তিন সূরা, দ্বিতীয় দিন পাঁচ সূরা, তৃতীয় দিন সাত সূরা, চতুর্থ দিন নয় সূরা, পঞ্চম দিন এগার সূরা, ষষ্ঠ দিন তের সূরা এবং সপ্তম দিন 'মুফাছ্ছাল' হ'তে শেষ অংশ *(আবুদাউদ হা/১৩৯৩; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৫; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১৩/৪০৮-৯)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু ওমর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, তাহ'লে তুমি সাত দিনে কুরআন খতম কর, কিন্তু এর চেয়ে অধিক কম সময়ে খতম করবে না *(আবুদাউদ হা/১৩৮৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : কুরআনের কোন সূরা বা আয়াতের তেলাওয়াতকে বিশেষভাবে প্রাধান্য নেওয়া যাবে কি না?

-রায়হান কবীর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : যাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম বিশেষ সূরার বিশেষ মর্যাদার কারণে সেটি বেশী বেশী তেলাওয়াত করতেন। যেমন আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি জবাবে বলেন, সূরা হূদ, ওয়াকি'আহ, মুরসালাত, আম্মা ও কুণ্ডভিরাত সূরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে *(তিরমিযী হা/৩২৯৭; মিশকাত হা/৫৩৫৩, সনদ ছহীহ)*। আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ভোর পর্যন্ত একটি আয়াত দ্বারাই ছালাত আদায় করলেন। আর সে আয়াতটি হ'ল- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ অর্থ: 'তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তুমি তো মহাপরাক্রান্ত মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী' *(মায়েদাহ ৫/১১৮; তিরমিযী হা/৩২৯৭)*। জনৈক ছাহাবী ছালাতে বারবার সূরা ইখলাছ পাঠ করে ইমামতি করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হ'লে তিনি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি একে ভালোবাসি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাকেও আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন *(বুখারী হা/৭৩৭৫; মিশকাত হা/২১২৯)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : শেষ যামানায় কুরআন কি উঠিয়ে নেয়া হবে?

-ফিরোয আলম, খড়খড়ি বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : একাধিক হাদীছ প্রমাণ বহন করে যে শেষ যামানায় কুরআনের বাণী তুলে নেওয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। এমনকি অবস্থা এমন হবে যে, জানবে না, ছিয়াম কি? ছালাত কি? কুরবানী কি, যাকাত কি?। এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহর কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৯ সনদ ছহীহ)*। তবে এটি ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ঘটবে। যখন হাফেযের স্মৃতি থেকেও কুরআন তুলে নেওয়া হবে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, কুরআনের উপর এমন একটি রাত অতিবাহিত হবে যে, হাফেযদের স্মৃতিতে ও মুছহাফের মধ্যে যা ছিল, তা হারিয়ে যাবে.. *(হাকেম হা/৮৫৩৮, যাহাবী, সনদ ছহীহ)*।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, পোষাক যেমন জীর্ণ-পুরাতন হয়ে যায়, তদ্রূপ অচিরেই লোকের অন্তরে কুরআনও জীর্ণ-পুরাতন হয়ে যাবে। ফলে তার অবক্ষয়-অবনতি ঘটবে। তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তাতে কোন স্বাদ অনুভব করবে না। যেন নেকড়ের অন্তরের উপর তারা ভেড়ার চামড়া পরিধান করবে (তাদের অন্তর নেকড়ের মত ধূর্ত হ'লেও উপরে তারা মেষের চামড়ার মত পশম-কোমল পোষাক পরবে)। তাদের আমলসমূহ অত্যন্ত লোভনীয় হবে, কিন্তু তাতে ভয় মিশ্রিত থাকবে না; তারা (আমলে) অবহেলা করলেও তারা বলবে, আমরা তো অচিরেই (জান্নাতে) পৌঁছে যাব। আর যখন তারা মন্দ কাজ করবে, তখন বলবে, আমাদেরকে তো ক্ষমা করাই হবে। কেননা, আমরা তো আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করিনি *(দারেমী হা/৩৩৮৫, সনদ ছহীহ)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, শেষ যামানায় মানুষের হৃদয় থেকে কুরআন তুলে নেওয়া হবে। অনুরূপ মুছহাফ থেকে হরফগুলো তুলে নেওয়া হবে। ফলে কাগজ

থাকবে কুরআন থাকবে না *(মাজমূউল ফাতাওয়া ৩/১৯৮)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : দৈনন্দিন আমল সূরা নাস, ফালাক ও ইখলাছ পাঠের সময়ও কি শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করতে হবে?

-অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, জাহানাবাদ, রাজশাহী।

উত্তর : দৈনন্দিন আমল হিসাবে উক্ত সূরাগুলো পাঠের পূর্বেও বিসমিল্লাহ পাঠ করা মুস্তাহাব। কারণ আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) মুচকি হাসি দিলে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহ'সহ সূরা কাউছার পাঠ করলেন *(মুসলিম হা/৪০০)*। আনাস (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ)-এর কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ) দীর্ঘ করতেন। এরপর তিনি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং তিনি বললেন, নবী করীম (ছাঃ) 'বিসমিল্লাহ, আর-রহমান, আর-রহীম, পড়ার সময় দীর্ঘায়িত করতেন *(বুখারী হা/৫০৪৬)*। অর্থাৎ প্রত্যেক সূরা তেলাওয়াতের পূর্বে তিনি বিসমিল্লাহ পড়তেন।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : অমুসলিম দেশের ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে ঘুরতে যাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয হবে কি? বিশেষত সেখানে যদি অমুসলিম নারী-পুরুষের খোলামেলা চলাফেরা চোখে পড়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে এটা কতটুকু জায়েয হবে?

-আহনাফ আল-রাফি, বরিশাল।

উত্তর : ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যে কোন ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে যাওয়া বৈধ। কারণ আল্লাহ বলেন, 'বলে দাও! তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছে' *(আন'আম ৬/১১)*। তিনি আরো বলেন, 'তুমি বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন' *(আনকাবূত ২৯/২০)*। তবে সেক্ষেত্রে নিজের তাক্বওয়া বজায় রাখার বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য অমুসলিম দেশে গমনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষত কোন মুমিনের জন্য এমন স্থানে যাওয়া উচিৎ নয়, যেখানে তার ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অন্তর কলুষিত হবে। উল্লেখ্য যে, ওলামায়ে কেরাম অমুসলিম রাষ্ট্রে ভ্রমণের জন্য তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছেন (১) তাকে এমন জ্ঞানী হ'তে হবে যেন অমুসলিম পরিবেশে নিজের দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। (২) তার হৃদয়ে এমন শক্তিশালী ঈমান থাকতে হবে, যা তাকে পাপাচার ও অবৈধ প্রবৃত্তি থেকে বাধা দিবে। (৩) অমুসলিম রাষ্ট্র সফরে তার প্রয়োজনীয়তা থাকতে হবে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৩২৪)*।

উল্লেখ্য যে, মুশরিক দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যাওয়া যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুশরিকদের সাথে যে সকল মুসলমান বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব হ'তে মুক্ত...' *(আবুদাউদ হা/২৬৪৫; মিশকাত হা/৩৫৪৭; ছহীহাহ হা/৬৩৬)*। তিনি আরো বলেন, 'মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস কর না, তাদের সংসর্গেও যেয়ো না। যে মানুষ তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে' *(তিরমিযী হা/১৬০৫; ছহীহাহ হা/২৩৩০)*। তবে তাদের অঞ্চলে যদি যেতে হয় বা তাদের সাথে বসবাস করতেই হয়, তাহ'লে অবশ্যই নিজ ধর্মের বিধি-বিধান মেনে চলবে এবং সুযোগমত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : রাতে কাজ শেষ করতে করতে ১২টা কখনো ১টা পার হয়ে যায়। এসময় তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-পিয়াস মাহমূদ, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়ের মুস্তাহাব সময় হ'ল রাতের শেষাংশ *(আবুদাউদ হা/১২৭৭, সনদ ছহীহ)*। কারণ এসময় আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের আহ্বান শোনার জন্য প্রথম আকাশে অবতরণ করেন *(বুখারী হা/১১৪৫)*। তবে কেউ মধ্যরাতে আদায় করতে চাইলে আদায় করা যাবে। বরং যারা রাতে জাগ্রত হ'তে পারবে না বলে আশঙ্কা করে তাদের জন্য প্রথম বা মধ্যরাতেই আদায় করা উত্তম *(তাবারাণী কাবীর হা/৬৭৯; ওছায়মীন, শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন ২/২১২)*। উল্লেখ্য যে, এশার ছালাতের পর থেকে ফজর পর্যন্ত পুরোটা সময় ক্বিয়ামুল লাইল বা রাতের ছালাতের সময়।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : সফর থেকে বাসায় ফিরে গিয়ে যদি এশার ছালাতের ওয়াক্ত থাকবে বলে অনুমান করা যায় সেক্ষেত্রে এশার ছালাত মাগরিবের সাথে জমা' ও ক্বছর করা যাবে কি?

-শিহাবুদ্দীন, লালমণিরহাট।

উত্তর : যাবে। সফরে থাকা অবস্থায় মুসাফির ছালাত জমা' ও কছর করতে পারবে যদিও বাড়ি গিয়ে এশার ছালাতের ওয়াক্ত থাকবে বলে মনে হয় *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/১৮০; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২০৭; ফৎওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/১৫২)*। তবে কেউ যদি ওয়াক্তের মধ্যে বাড়িতে এসে পূর্ণ ছালাত আদায় করে তাহ'লে তাতেও দোষ নেই *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৪২২)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : কোন ব্যক্তি জুম'আ ব্যতীত ছালাত আদায় করত না। ছালাতের ব্যাপারে তার মধ্যে অলসতা ও অবহেলা ছিল বলে অনুমিত হয়। এক্ষণে তার মৃত্যু হ'লে তার জানাযার ছালাত পড়া যাবে কি?

-শাহেদ, রাজশাহী।

উত্তর : মতপার্থক্য থাকলেও এরূপ ব্যক্তির জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করা জায়েয *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আছ-ছালাত ওয়া আহকামু তারিকিহা পৃ. ৩১)*। কারণ সে আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী বলে অনুমিত হয়। এরূপ ছালাত ত্যাগকারী কবীরা গুনাহগার। এজন্য তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তবে খালেছ তাওহীদে বিশ্বাস থাকার কারণে এক সময় জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৫৭৩)*। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য ছালাত ছেড়ে দেওয়া' *(আবুদাউদ হা/৪৬৭৮; মিশকাত হা/৫৬৯, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, মানুষ ও শিরক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত।

কোন বর্ণনায় আছে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত *(ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৩)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা, কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত। যখন সে ছালাত পরিত্যাগ করল, তখন সে শিরক করে ফেলল' *(ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৬)*। অতএব প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক হচ্ছে ছালাতের ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হওয়া এবং কোন অবস্থাতেই ছালাতের ব্যাপারে শিথিলতা না দেখানো।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : যে ব্যক্তি সব মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জন্য দো'আ বা ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাকে প্রতিটি মুমিন পুরুষ ও নারীর পরিবর্তে একটি করে নেকী দিবেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ কি?

**-মুহাম্মাদ সজল, চুয়াডাঙ্গা।*
[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদ 'হাসান' *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৭৫৯৮; ছহীহুল জামে' হা/৬০২৬)*। অতএব আমাদের প্রত্যেকের উচিত অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করা। আব্দুল্লাহ ইবনু সারজিস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি এবং তাঁর সাথে গোশত ও রুটি খেয়েছি কিংবা বলেছেন, সারদ খেয়েছি। রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমার জন্যও। অতঃপর এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, 'তোমার পাপের জন্য মার্জনা চাও এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের জন্য' *(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। আব্দুল্লাহ বলেন, এরপর আমি ঘুরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে গেলাম। আর মোহরে নবুঅত দেখলাম, যা দু'কাঁধের মধ্যবর্তী বাম দিকের বাহুর হাড়ের নিকট অঙ্গুলির ন্যায়, যাতে তিলক ছিল *(মুসলিম হা/২৩৪৬)*। তবে একদল বিদ্বান মাগফিরাতের বিনিময়ে ছওয়াব প্রাপ্তির হাদীছকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এর সনদে ঈসা বিন সিনান নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন *(তাহযীবুত তাহযীব ৮/২১২)*।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : অনেক বুঝানোর পরও স্ত্রী অলসতাবশত ছালাত আদায় করে না। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া আবশ্যক কি?

-মিরাজ, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

উত্তর : স্ত্রীকে তালাক দেওয়া আবশ্যক নয়। বরং আবশ্যক হচ্ছে স্ত্রীকে সর্বদা নছীহত করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। কারণ নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বেশী বাঁকা হ'ল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তাহ'লে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহ'লে তো বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও' *(বুখারী হা/৩৩৩১; মিশকাত হা/৩২৩৯)*। তবে অব্যাহত নছীহত করেও কোন পরিবর্তন না আসলে উভয় পরিবারের সদস্যরা বসে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করবে। এতেও সমাধান না হ'লে তালাক প্রদানের পথ বেছে নিবে *(তাফসীর ইবনু কাছীর ৮/১৬৭)*।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : নিফাস ভালো হওয়া বা সময় শেষ হওয়ার পর স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার জন্য গোসল করা আবশ্যক কি?

-মুযযাম্মিল, ঢাকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে গোসল আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি অধিক শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তাদের নিকটবর্তী হয়ো না পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। অত্র আয়াতের পবিত্রতা বলতে গোসলকে বুঝানো হয়েছে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১২৭২)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : আমার স্ত্রী অনলাইনে কুরআন শিখায়। এক্ষণে আমার আপন চাচার ১২ বছর বয়সী ছেলে তার কাছে কুরআন শিখতে চায়। এটা জায়েয হবে কি?

-রুবায়েত, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : সাধারণভাবে পুরুষরা পুরুষ শিক্ষকের নিকট কুরআন শিখবে। আর মেয়েরা ছেলে কিংবা মেয়ে উভয় শিক্ষকের নিকট কুরআন শিখতে পারে। তবে প্রয়োজনে নারীদের কাছেও পুরুষরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সর্বক্ষেত্রে মৌলিক বিবেচ্য হ'ল শারঈ পর্দার সীমারেখা বজায় রাখা। পর্দার পূর্ণ পরিবেশ থাকলে এবং ফিৎনার আশংকা না থাকলে পাঠদান বা গ্রহণ জায়েয *(বাহূতী, কাশশাফুল কুরআন ৫/১৫; মুগনিল মুহতাজ ৪/২১০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১২/১৫৬)*। অসংখ্য ছাহাবী পর্দার আড়াল থেকে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে দ্বীন শিক্ষা করেছেন *(বুখারী হা/৩৫৬৮; মুসলিম হা/৩৩২)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একজন বিধবাকে বিবাহ করেন। তারপর স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলে এবং ২য় স্ত্রীর ১ম পক্ষের মেয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তাদের দু'টি সন্তান আছে। উক্ত বিবাহ জায়েয হয়েছে কি? জায়েয না হ'লে তাদের করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : যেহেতু তারা উভয়ে এক মায়ের ও এক পিতার সন্তান নয়, সেহেতু তারা পরস্পরের মাহরাম নয়। অতএব তাদের বিবাহ বৈধ হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'এদের ব্যতীত তোমাদের জন্য সকল নারী হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে মালের বিনিময়ে কামনা করবে বিবাহের উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়' *(নিসা ৪/২৪)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : তওবা-ইস্তেগফার করার ফযীলত এবং এর পদ্ধতি জানতে চাই?

-মিনহাজ পারভেয, রাজশাহী।

উত্তর : প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা মুমিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*। তিনি আরো বলেন, 'তবে যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে, আশা করা যায় সে সফলকাম

হবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৬৭)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না' *(মারিয়াম ১৯/৬০)*। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এক বান্দা গোনাহ করল। তারপর সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো গোনাহ করে ফেলেছি। তাই আমার গোনাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি গোনাহ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন? (সে যদি জেনে-বুঝে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে) তাহ'লে আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল বিরত থাকার পর আবার গুনাহে লিপ্ত হ'ল এবং একইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তখন আল্লাহ একই জবাব দিয়ে আবারো তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তার কিছুদিন পর তৃতীয়বারের মত গোনাহ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা সেবারও তার জন্য ক্ষমা ঘোষণা করলেন' *(বুখারী হা/৭৫০৭; মুসলিম হা/২৭৫৭; মিশকাত হা/২৩৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'হে আমার বান্দারা! তোমরা অপরাধ করে থাক রাত-দিন, আমি সমস্ত অপরাধ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নিকট সঠিক পথ, খাদ্য, বস্ত্র ও ক্ষমা চাইতে বলেছেন। আর এসব কিছু তিনি প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কাজেই তাঁর কাছে আমাদের চাওয়া কর্তব্য। এরূপ বহু হাদীছ রয়েছে। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, বান্দা যদি একশ' বার বা হাযার বার বা ততোধিকবার পাপ করে আর প্রত্যেকবার তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ *(নববী, শরহ মুসলিম হা/২৭৫৭, ১৭/৭৫; ফাৎহুল বারী ১৩/৪৭২)*। আর দিনে কমপক্ষে একশত বার ইস্তেগফার করা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই আমি দিনে ৭০ বারেরও বেশী আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাই এবং তাঁর নিকট তওবা করি *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩২৩)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'হে মানব সকল! আল্লাহ্র নিকট তওবা কর। আমি দৈনিক একশতবার তাঁর নিকট তওবা করি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫)*। আর বিশেষভাবে কোন পাপ থেকে তওবার জন্য দিনে বা রাতে ২ রাক'আত ছালাত আদায় করে অনুতপ্ত হৃদয়ে একনিষ্ঠভাবে তওবা করবে।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : আমি অধিকাংশ সময় ছিয়াম রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু আমি চাই যে কেউ তা না জানুক। এটা বলা আমার কাছে রিয়া মনে হয়। এথেকে বাঁচতে মাঝে মাঝে খাওয়ার ব্যাপারে মিথ্যা বলা জায়েয হবে কি?

-রেযওয়ান, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : কারো প্রশ্নের কারণে নিজের অবস্থান তুলে ধরলে সেটা রিয়া হিসাবে গণ্য হবে না। বরং নিজেকে যাহির করার জন্য স্বেচ্ছায় কেউ নিজের আমলের কথা প্রকাশ করলে সেটা রিয়া হিসাবে গণ্য হবে। অন্যদিকে একটি পাপ ঢাকার জন্য অন্য একটি বড় পাপ করা যাবে না। আর কোন কারণে মিথ্যা বলা যাবে না, তিনটি অবস্থা ছাড়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা যায়। সেগুলি হ'ল– (১) দু'ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসার ক্ষেত্রে, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে এবং (৩) স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নিকট *(আবুদাঊদ হা/৪৯২১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৫০৩১, ৫০৩৩)*। তবে এটিও যেন কোন কপট উদ্দেশ্যে না হয়। কেননা আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের কথা জানেন *(আলে ইমরান ৩/১১৯)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : আমরা বিভিন্ন সময় অমুসলিমদের বা প্রশাসনের মানুষদের কার্যক্রমের সমালোচনা করি। এতে আমাদের পাপ হবে কি? এছাড়া এমন কারো গীবত করে ফেললে করণীয় কি যাদের কাছে মাফ চাওয়ার সুযোগ নেই?

-ফায়ছাল আহমাদ, ভোলা।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, 'দুর্ভোগ ঐসব লোকদের জন্য, যারা সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দা করে' *(হুমাযাহ ১)*। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'গীবতকারী বা চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৮২৩)*। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ছহীহ হাদীছেও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম, রিয়াযুছ ছা-লেহীন হা/১৫২৩ 'গীবত ও জিহ্বার হেফাযত' অধ্যায়, মিশকাত হা/৪৮২৮; বুঃ মুঃ রিয়ায হা/১৫১২, মিশকাত হা/৬; বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৩৮)*। এক্ষণে যাদের নিকট ক্ষমা চাওয়া সম্ভব নয় তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে (নববী, আল আযকার, পৃ. ৩৪৬, *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়েব, পৃ. ১৪১)*।

উল্লেখ্য যে, স্রেফ ইছলাহের উদ্দেশ্যে ও নেকীর আশায় জনকল্যাণার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনা করা যায়। যেটা গীবত নয়। বরং সত্য তুলে ধরা। যেমন (১) অত্যাচারীর অত্যাচার প্রকাশ করার জন্য (২) সমাজ থেকে অন্যায় দূর করা এবং পাপীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য (৩) হাদীছের সনদ যাচাইয়ের জন্য (৪) মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করার জন্য (৫) পাপাচার ও বিদ'আত থেকে সাবধান করার জন্য (৬) প্রসিদ্ধ নাম বলে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, ২৫৬ অনুচ্ছেদ, পৃ. ৫৭৫; মুসলিম হা/২৫৮৯ 'গীবত হারাম হওয়া' অনুচ্ছেদ, নববীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : আমি বহুবার অজ্ঞতাবশে আল্লাহ্র নামে কসম খেয়েছি এবং স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করেছি। এখন আমি অনুতপ্ত। আমি কেবল তওবা ও ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে এ পাপ থেকে মুক্তি পাবো কি? না কি কাফফারা আদায় করতে হবে?

-ইমন মোল্লা, বগুড়া।

উত্তর : তওবার পাশপাশি কাফফারা আদায় করতে হবে। একাধিকবার কসম ভঙ্গের জন্য অনুতপ্ত হয়ে একবার কাফফারা আদায় করলেই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/১৪৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে, পরে অন্যটিকে তা থেকে উত্তম মনে করে, সে যেন তা করে এবং নিজের কসমের কাফফারা দেয়

(মুসলিম হা/১৬৫০, মিশকাত হা/৩৪১৩)। আর কসম ভঙ্গের কাফফারা হ'ল দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো অথবা বস্ত্র দান করা অথবা একটি দাস মুক্ত করা। এতে অসমর্থ হ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : মসজিদ ছাড়া অন্যত্র একাকী ছালাত আদায়কারী মুছল্লী নিজে তাঁর সামনে সুৎরা রেখে ছালাত আদায় করতে পারবেন কি? মসজিদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এরূপ বানিয়ে রাখা যাবে কি? অন্য কেউ সুৎরা ছাড়া ছালাত শুরু করলে সম্মুখে থাকা কেউ তার সামনে সুৎরা দিয়ে তাকে অতিক্রম করতে পারবে কি?

-মাহবূব আলম, পল্লবী, ঢাকা।

উত্তর : একাকী ছালাত আদায়কালেও মুছল্লী সুৎরা ব্যবহার করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোন কিছু দিয়ে লোকেদের আড়াল করে ছালাত আদায় করে; এমতাবস্থায় যদি কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায় সে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। যদি সে বিরত হ'তে অস্বীকার করে তবে সে (ছালাত আদায়কারী) যেন তার বিরুদ্ধে লড়াই করে তথা তাকে প্রতিহত করে। কেননা সে একটা শয়তান' *(মুসলিম হা/৫০৫; মিশকাত হা/৭৭৭ 'ছালাত' অধ্যায় 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ)*। মসজিদ কর্তৃপক্ষ সুৎরা বানিয়ে রাখতে পারে। এতে মুছল্লীদের উপকার হবে। এছাড়া পিছনে ছালাতরত ব্যক্তির সামনে সিজদার স্থানের সমান নির্ধারিত দূরত্বে সুৎরা রেখে চলে যাওয়া যেতে পারে। কারণ ছাহাবায়ে কেরাম কোন মুছল্লীর সামনে লোকের অতিক্রমের আশঙ্কা করলে তার সামনে সুৎরা হয়ে বসে পড়তেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/১৭৬; বাহূতী, কাশশাফুল কেনা' ১/৩৭৬)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : মসজিদের ইমাম যদি না জেনে বড় কুফরী বা শিরকী কথা বলে ফেলেন। অতঃপর সতর্ক করার পর ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করেন। এক্ষণে এটাই তার তওবার জন্য যথেষ্ট হবে নাকি তওবার দো'আ পাঠ করে, কালেমা পড়ে গোসল করা আবশ্যক হবে?

-ওয়াসিফ, ভারত।

উত্তর : অজ্ঞতার কারণে কেউ কোন শিরক করে থাকলে তার ভুল স্বীকার করা এবং অনুতপ্ত হওয়া এবং সে পাপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা কোন ভুল করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/০৫)*। তিনি বান্দার ভাষায় বলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা অজ্ঞতাবশে ভুল করি, সেজন্য আমাদের পাকড়াও করোনা' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন আমার উম্মতের ভুলে যাওয়া ও ভুলক্রমে করে ফেলা পাপ এবং যে বিষয়ে তাকে জোর-জবরদস্তি করা হয় *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৬২৮৪)*।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : আমার ভাই আমার কাছে কিছু টাকা আমানত হিসাবে জমা রেখেছে। আমি ঐ টাকা কোন হালাল ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলে তা আমানতের খেয়ানত হবে কি?

-ফাহমিদা, ঢাকা।

উত্তর : কেউ কোন অর্থ-সম্পদ কারো নিকট আমানত রাখলে তা মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিনিয়োগ করা বা ব্যবসা করা বা খরচ করা জায়েয নয়। অতএব ভাই প্রদত্ত অর্থ আমানত হিসাবে জমা রাখতে হবে। আর ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে চাইলে ভাইয়ের অনুমতি নিতে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/৩২৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৪১১)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : আমি জমি কেনার জন্য কিছু টাকা কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করেছি। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে আরো ২/৩ বছর সময় লাগবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর জমি আমার মালিকানায় আসবে। এক্ষেত্রে আমার যাকাতের বিধান কি? পরিশোধিত টাকার যাকাত আমাকে দিতে হবে কি? এছাড়া সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু টাকা ঋণ করেছি। এক্ষেত্রে যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে এই ঋণের টাকা বাদ যাবে কি?

-ছাব্বীর আহমাদ, বগুড়া।

উত্তর : প্রথমত বসবাস বা ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে জমির মালিকের নিকট জমাকৃত টাকা জমির বিনিময় হিসাবে প্রদান করায় উক্ত পরিশোধিত টাকা যাকাতের হিসাবের মধ্যে গণ্য হবে না। বরং বর্তমানে নিজ মালিকানায় থাকা টাকা নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হ'লে তাতে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত প্রদান করতে হবে। **দ্বিতীয়ত** যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে এই ঋণের টাকা বাদ যাবে না। বরং সম্পূর্ণ অর্থের উপর যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে সর্বাগ্রে ঋণ পরিশোধ করবে। এরপর উদ্বৃত্ত অর্থ থাকলে এবং তা নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে অন্যথায় যাকাত দিতে হবে না *(আবুদাউদ হা/১৫৬২, সনদ যঈফ; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/৪৫; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/১৫৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৩০৮)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : স্বামীর নিয়ত ছিল ১ তালাক দিয়ে স্ত্রীকে রেখে দিবে যাতে তারা দু'জনই নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু তালাক দেয়ার সময় কাযী অফিস থেকে তাকে তিন তালাক দিতে বাধ্য করা হয়। এমতাবস্থায় তিন তালাক হবে কি?

-মোরশেদ, ঢাকা।

উত্তর : এক বৈঠকে তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হয় *(মুসলিম হা/১৪৭২)*। কাজেই কেউ তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দতের (তিন তোহরের) মধ্যে হ'লে স্বামী সরাসরি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু রুকানা তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি জানি ওটা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাকের ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান *(আবুদাউদ হা/২১৯৬, সনদ হাসান)*। অতএব

কাযী অফিস থেকে তিন তালাক দিতে বাধ্য করা হ'লেও একত্রে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাক হিসাবেই গণ্য হবে।

প্রশ্নে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী এক তালাক গণ্য হবে *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। এমতাবস্থায় ইদ্দতের মধ্যে হ'লে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে। আর ইদ্দতকাল অতিক্রম করলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে ঘর-সংসার করতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২৩২; তালাক ১; বুখারী হা/৫১৩০; বিস্তারিত দ্র. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'তালাক ও তাহলীল' পৃ. ৩৪-৪০)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : পিতা-মাতা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মারা গেছেন। এক্ষণে সন্তান হিসাবে আমার করণীয় কি? পিতা-মাতার জন্য দান করলে ছওয়াব কার হবে? আমিও ছওয়াব পাবো কি?

-হযরত আলী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : প্রথমত পিতা অজ্ঞাতসারে কোন পাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মারা গেলে তার নাজাতের আশা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা কোন ভুল করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু *(আহযাব ৩৩/০৫)*। তিনি বান্দার ভাষায় বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা অজ্ঞতাবশে ভুল করি, সেজন্য আমাদের পাকড়াও করো না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন আমার উম্মতের ভুলে যাওয়া ও ভুল ক্রমে করে ফেলা বিষয়ের পাপ এবং যে বিষয়ে তাকে জোর-জবরদস্তি করা হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৬২৮৪)*।

দ্বিতীয়ত সন্তান পিতার জন্য বা অন্য কারো জন্য দান করলে এর ছওয়াব দাতাও পাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তার ব্যাপারে আমি ধারণা করি, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তবে ছাদাকা করতেন। আমি যদি তার পক্ষে ছাদাকা করি, তবে কি আমার এ কাজের কোন ছওয়াব হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(মুসলিম হা/১০০৪)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : আমি ছোট বেলায় আমার চাচার পকেট থেকে না বলে ২৫০০ টাকা নিয়েছিলাম। এজন্য আমি গোনাহগার হব কি? তার অজান্তে ব্যাংক বা বিকাশের মাধ্যমে বা অন্য কোন মাধ্যমে তা পরিশোধ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : কারো পকেট বা অন্য কোন স্থান থেকে অজ্ঞাতসারে টাকা নেওয়া গুনাহের কাজ এবং চুরি হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষণে অনুতপ্ত হয়ে সরাসরি টাকাগুলো ফেরত দিতে পারলে ভালো হয়। আর সরাসরি ফেরত দেওয়া সম্ভব না হ'লে অনুতপ্ত হৃদয়ে যেকোন মাধ্যমে টাকাগুলো তার নিকট পৌঁছে দিলেই দায়মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৪/১৬২-৬৫)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : আমি রসায়নে অনার্স করে এ বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক ও গবেষক হ'তে চাই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমি এই পড়াশুনা করে ধর্মীয় দিক দিয়ে পিছিয়ে যাব। এক্ষণে জেনারেল পড়াশুনা করেও দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য আমার করণীয় কি?

-আব্দুর রহমান, সদরপুর, ফরিদপুর।

উত্তর : এজাতীয় বিষয়ে পড়াশুনা করা ইসলামী শিক্ষার বিপরীত নয়, যদি তা দ্বীনের পক্ষে বা মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়। তবে সেক্ষেত্রে দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য কিছু কর্তব্য রয়েছে। যেমন- (১) ধর্মীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন করা। (২) ইবাদতগুলো সময়মত আদায় করা। (৩) পাঠ্যবস্তু যেন দ্বীনের কোন মৌলিক সত্যের বিরোধী না হয়, সেদিকে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখা। (৪) দ্বীনী অনুষ্ঠানে বা মজলিসে উপস্থিত হওয়া। (৫) দ্বীনী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা, সৎ লোকদের সাথে উঠাবসা করা এবং মন্দ লোকদের সঙ্গ পরিহার করা। (৬) নবীদের জীবনী, সীরাতুর রাসূল ও ছাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফদের জীবনী পাঠ করা। এতে আশা করা যায় যে, দ্বীনের উপর টিকে থাকা সহজ হবে।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : বিবাহের কেবল আকদ সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু অলীমা হয়নি। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস জায়েয হবে কি?

-জাবেদ হোসাইন, অক্সিজেন মোড়, চট্টগ্রাম।

উত্তর : আক্দ তথা ঈজাব ও কবূল সম্পন্ন হ'লেই স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস জায়েয। কারণ খুৎবার পরে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে অলীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বর কবুল বললেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৯/২৭১)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : হাফ প্যান্ট বা সতর খোলা অবস্থায় ওযূ করলে বা ওযূ করার পর সতর উন্মুক্ত হ'লে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

-শাকিল আহমাদ, শ্যামলী, ঢাকা।

উত্তর : সতর উন্মুক্ত হওয়া বা সতরের কিছু অংশ খোলা অবস্থায় ওযূ করা ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। অতএব এমতবস্থায় ওযূ করলে ওযূ হয়ে যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৭০, ২৮৩)*।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : মসজিদের উপর তলায় মহিলা এবং নীচতলায় পুরুষরা ছালাত আদায় করছেন। এভাবে ছালাত আদায়ে শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুল আউয়াল সুমন, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তর : এভাবে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/২৯৩; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২০০)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তাকে গোসল দেয়া ও কবরে শুইয়ে দিতে পারবে কি?

-ইকরাম হোসাইন সরকার, দড়িনবীপুর, নরসিংদী।

উত্তর : মৃত স্ত্রীকে গোসল দেয়া এবং কবরস্থ করা উভয়টি স্বামীর জন্য জায়েয। ইসলামে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার দায়িত্ব সাধারণত নিকটাত্মীয়দের (যেমন, ছেলে, মেয়ে, পিতা, মাতা, ভাই) উপর। স্বামী তার স্ত্রীর মৃতদেহ গোসল দিতে পারেন, তবে তা শরী'আতের বিধান অনুযায়ী হ'তে হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/১১৪ ও ১২২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১০৯)*। রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন,

'যদি আমার পূর্বে তুমি মারা যাও, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব' *(আহমাদ হা/২৫৯৫০; ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫; মিশকাত হা/৫৯৭১)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি যদি আগে বুঝতে পারতাম যা পরে বুঝতে পেরেছি তাহ'লে তাঁর (রাসূলের) স্ত্রীরাই তাঁর গোসল দিত' *(আবুদাউদ হা/৩১৪১; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৪৯)*। ইসলামের প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ)-কে তার স্বামী আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন' *(বায়াহাক্বী ৩/৩৯৭, দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান। দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ১২০-২১)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : ছিয়াম অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন দেওয়া যাবে কি? এর ফলে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?

-মাহমূদ, ঢাকা।

উত্তর : ছিয়াম অবস্থায় মাংসপেশীতে যেকোন ইঞ্জেকশন গ্রহণ করা যাবে। কারণ এগুলো সাধারণত পাকস্থলীতে পৌঁছে না *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৯৬, ১৯৯)*। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় সাময়িক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩১৮৪)*। কিন্তু সংসারকে সচ্ছল করার নিয়তে তথা দারিদ্র্যের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ। কেননা রূযীর মালিক আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি' *(ইসরা ১৭/৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান দায়িনী নারীকে বিবাহ কর। কারণ আমার উম্মতের সংখ্যা বেশী হওয়া আমার গৌরবের কারণ' *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১)*। তবে কোন অবস্থাতেই স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধ অর্থাৎ লাইগেশন, ভ্যাসেকটমী ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) পুরুষকে খাসী হ'তে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৪৭৮৬-৮৭; মিশকাত হা/৩০৮১)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : বিয়েতে ছেলে মেয়ে উভয়েই রাযী এবং উভয়ের মায়েরাও রাযী। কিন্তু মেয়ের পিতা রাযী নন। এমতাবস্থায় বিবাহ করলে তা বৈধ হবে কি?

-ছিয়াম, বরিশাল।

উত্তর : উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কারণ মেয়ের অভিভাবক পিতা জীবিত আছেন এবং তিনি উক্ত বিবাহে রাযী নন। তবে দুনিয়াবী কারণে পিতা মেয়ের বিবাহ দিতে টালবাহানা করলে এবং তা সুস্পষ্ট হ'লে মেয়ে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার সৎ নিয়তে পরবর্তী অভিভাবক তথা দাদা, ভাই বা চাচার অভিভাবকত্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু কোনভাবেই নিজের অসৎ মনস্কামনা পূরণার্থে পিতাকে পাশ কাটিয়ে অন্যকে অলী বানিয়ে বিবাহ করা যাবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৭-৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/১৪৭)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : ঈদগাহ নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে কি?

-ফাতেমা, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : ঈদগাহ নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না। কারণ যাকাত বণ্টনের খাত নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যাকাতসমূহ কেবল (আট শ্রেণীর) লোকের জন্য। ফকীর, অভাবগ্রস্ত, যাকাত আদায়ের কর্মচারী, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং (দুস্থ) মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৬০)*। আর এটি 'ফী সাবিলিল্লাহ' খাতেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তা নির্মাণে জনগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত। সুতরাং ঈদগাহ নির্মাণে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৯৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৩/৩২৯; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২৪১)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : রাজমিস্ত্রীর কাজে লেবারদের কাছ থেকে হেড মিস্ত্রি যে কমিশন নেন সেটা কি হালাল হবে? উল্লেখ্য যে, কাজ করার সকল যন্ত্রপাতি হেড মিস্ত্রির থাকে এবং কাজ পাওয়ার সকল ভূমিকা তারই থাকে।

-কবীরুল ফরাজী, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : মধ্যস্থতাকারী হিসাবে রাজমিস্ত্রী লেবারদের নিকট থেকে কমিশন নিতে পারে। কারণ এটা তার কর্মের বিনিময় হিসাবে গণ্য হবে। তবে তা হ'তে হবে নির্ধারিত এবং ইনছাফ ভিত্তিক *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/১৩১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৬/৬০)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : দুধ মায়ের সম্পদের ভাগ কি দুধ সন্তান পাবে?

-নাজমুল, কুমিল্লা।

উত্তর : দুধ পানের মাধ্যমে মিরাছ তথা উত্তরাধিকারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং কোন শিশু কারো দুধ পান করে থাকলে সে দুধ মায়ের কোন সম্পত্তির অধিকারী হবে না *(নববী, শরহু মুসলিম ১০/১৯; ফাতাওয়াল ওলামাইল বালাদিল হারাম, পৃ. ৩৩৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/১৬)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : মহিলারা একজন পুরুষের ইমামতিতে মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-আতীকুর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ঈদের ছালাত নারী-পুরুষ সবার জন্য ঈদের ময়দানে গিয়ে আদায় করাই সুন্নাত *(বুখারী হা/৩৫১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১)*। তবে প্রয়োজনে একজন পুরুষের ইমামতিতে নারীরা মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারে। যেমন যাকওয়ান (রাঃ)-এর ইমামতিতে আয়েশা (রাঃ) সহ অন্যান্য নারীরা ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী ৩/১৬৭)*। তবে পুরুষের জামা'আতে যোগদান করা সম্ভব না হ'লে মহিলারা নিজেদের ইমামতিতে কেবল ঈদের ছালাত আদায় করতে পারে *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/১৯৯' বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/২৭৭)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : আমার ফরয ছালাতে ভুল হয়েছে। সালাম ফিরানোর পরে মনে হ'ল আমার সহো সিজদা করা হয়নি। ততক্ষণে আমার ওযূ নষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষণে আমার করণীয় কী?

-মুহাম্মাদ ছফীরুদ্দীন, মঙ্গলবাড়িয়াম, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : কোন ওয়াজিব কাজ ছুটে যাওয়ার কারণে সহো সিজদা ওয়াজিব হয়ে থাকলে ছালাত শেষে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। এক্ষণে কেউ সহো সিজদা দিতে ভুলে

গেলে এবং নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে মনে পড়লে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। যদি ওযূ ছুটে যায়, তবে ওযূ করে এসে সহো সিজদা দিবে। আর যদি দেরীতে মনে পড়ে তাহ'লে সহো সিজদা দেওয়া লাগবে না। বরং অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইলে ছালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, সহো সিজদার জন্য ওযূ শর্ত *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৫০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : জামা'আত চলাকালে মহিলারা সশব্দে আমীন বলতে পারবে কি?

-ওয়াহিদা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সশব্দে নয়, তবে অনুচ্চ স্বরে আমীন বলবে। কেননা 'যখন ইমাম আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বল' *(বুখারী হা/৭৮০)* হাদীছের এই নির্দেশনা নারী-পুরুষ সবার জন্যই প্রযোজ্য। তবে পুরুষদের শ্রবণের সম্ভাবনা থাকলে নিচু স্বরে আমীন বলবে। ওছায়মীন বলেন, আমীন বলা সুন্নাত এবং তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। তবে নারীরা যেন উচ্চস্বরে না বলে, বিশেষত যদি তাদের আশেপাশে বেগানা পুরুষ থাকে *(শারহুল মুমতে' ৩/২৮৭)*। আলবানী (রহ.)ও একই মত পোষণ করেছেন *(ছহীহাহ হা/৮৭২-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : কোন ব্যক্তির যদি অসুস্থতার কারণে হাত বা পা কেটে ফেলা হয় এবং এরপর যদি তিনি মারা যান, তবে হাশরের মাঠে তিনি বিকলাঙ্গ অবস্থাতেই উত্থিত হবেন কি?

-জান্নাত, চট্টগ্রাম।

উত্তর : কেউ যদি আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে হাত পা কেটে ফেলে এবং তাতেই মারা যায় তাহ'লে সে জাহান্নামে যাবে এবং বিকলাঙ্গ অবস্থায় উঠবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আর যে কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে, সে জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ঐরূপ ধারালো অস্ত্র দ্বারা স্বীয় হাতে নিজের পেটকে ফুঁড়তে থাকবে' *(বুখারী হা/১০৭; মিশকাত হা/৩৪৫৩)*। তবে তার নেক আমল থাকলে এবং আত্মীয়-স্বজনের অনবরত দো'আ থাকলে সে যেমন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে তেমনি বিকলাঙ্গতা থেকেও মুক্তি পাবে। জাবের (রাঃ) বলেন, তুফায়েল ইবনু আমর দাওসী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি চান যে, আপনার জন্য একটি মযবূত দুর্গ ও সেনাবাহিনী হোক? রাবী বলেন, দাওস গোত্রে জাহিলী যুগের একটি দুর্গ ছিল (তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন)। নবী করীম (ছাঃ) তা কবুল করলেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলা আনছারদের জন্য এ সৌভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। যখন নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তুফায়েল ইবনু আমর (রাঃ) এবং তার গোত্রের একজন লোকও তার সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হয়নি। তুফায়েল ইবনু আমর (রাঃ)-এর সাথে আগত লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়লো। সে রোগ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তীর নিয়ে তার হাতের আঙ্গুলগুলো কেটে ফেলল। এতে উভয় হাত থেকে রক্ত নির্গত হ'তে থাকে। অবশেষে সে মারা যায়। তুফায়েল ইবনু আমর দাওসী (রাঃ) স্বপ্নে তাকে ভাল অবস্থায় দেখতে পেলেন, কিন্তু তিনি তার উভয় হাত আবৃত দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রব তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছে? সে বলল, আল্লাহ তা'আলা তার নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে হিজরত করার কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফায়েল (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমার হাত দু'টো আবৃত দেখছি? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি স্বেচ্ছায় যে অংশ নষ্ট করেছ তা আমরা কখনো ঠিক করব না। তুফায়েল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি তার হাত দু'টোকেও ক্ষমা করে দিন' *(মুসলিম হা/১১৬; মিশকাত হা/৩৪৫৬)*।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : রাতের বেলা সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করার কোন ফযীলত আছে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণভাবে শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে এটা পাঠ করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/১৮৩, মিশকাত হা/১১৯৫, ১২০৯)*। তবে 'শেষ রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ পাঠ করলে তাহাজ্জুদ ছালাতের নেকী অর্জিত হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(দারেমী, মিশকাত হা/২১৭১)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার জন্য সারারাত ইবাদতের নেকী লেখা হবে *(দারেমী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৪)*।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক।*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী (বালক শাখা)-এর জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক আবশ্যক।

(১) হাফেয (১ জন)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।

(২) ক্বারী (১ জন)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ০৮ই এপ্রিল ২০২৫।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৩১৮-৯৬৬০০০, ০১৭১৬-৩৮৯৮৪১।
ই-মেইল : almarkazrajshahi@gmail.com

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : এপ্রিল-মে ২০২৫ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ এপ্রিল	০২ শাওয়াল	১৮ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪:৩৪	০৫:৫০	১২:০২	০৪:২৯	০৬:১৫	০৭:৩০
০৩ এপ্রিল	০৪ শাওয়াল	২০ চৈত্র	বৃহস্পতি	০৪:৩২	০৫:৪৮	১২:০২	০৪:৩০	০৬:১৬	০৭:৩১
০৫ এপ্রিল	০৬ শাওয়াল	২২ চৈত্র	শনিবার	০৪:৩০	০৫:৪৬	১২:০১	০৪:৩০	০৬:১৭	০৭:৩২
০৭ এপ্রিল	০৮ শাওয়াল	২৪ চৈত্র	সোমবার	০৪:২৭	০৫:৪৪	১২:০০	০৪:৩০	০৬:১৮	০৭:৩৩
০৯ এপ্রিল	১০ শাওয়াল	২৬ চৈত্র	বুধবার	০৪:২৫	০৫:৪২	১২:০০	০৪:৩০	০৬:১৮	০৭:৩৪
১১ এপ্রিল	১২ শাওয়াল	২৮ চৈত্র	শুক্রবার	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৯	০৪:৩০	০৬:১৯	০৭:৩৬
১৩ এপ্রিল	১৪ শাওয়াল	৩০ চৈত্র	রবিবার	০৪:২১	০৫:৩৮	১১:৫৯	০৪:৩০	০৬:২০	০৭:৩৭
১৫ এপ্রিল	১৬ শাওয়াল	০২ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৪:১৯	০৫:৩৬	১১:৫৮	০৪:৩১	০৬:২১	০৭:৩৮
১৭ এপ্রিল	১৮ শাওয়াল	০৪ বৈশাখ	বৃহস্পতি	০৪:১৭	০৫:৩৫	১১:৫৮	০৪:৩১	০৬:২১	০৭:৩৯
১৯ এপ্রিল	২০ শাওয়াল	০৬ বৈশাখ	শনিবার	০৪:১৫	০৫:৩৩	১১:৫৭	০৪:৩১	০৬:২২	০৭:৪০
২১ এপ্রিল	২২ শাওয়াল	০৮ বৈশাখ	সোমবার	০৪:১৩	০৫:৩১	১১:৫৭	০৪:৩১	০৬:২৩	০৭:৪১
২৩ এপ্রিল	২৪ শাওয়াল	১০ বৈশাখ	বুধবার	০৪:১১	০৫:৩০	১১:৫৭	০৪:৩১	০৬:২৪	০৭:৪৩
২৫ এপ্রিল	২৬ শাওয়াল	১২ বৈশাখ	শুক্রবার	০৪:০৯	০৫:২৮	১১:৫৬	০৪:৩১	০৬:২৫	০৭:৪৪
২৭ এপ্রিল	২৮ শাওয়াল	১৪ বৈশাখ	রবিবার	০৪:০৭	০৫:২৬	১১:৫৬	০৪:৩১	০৬:২৬	০৭:৪৫
২৯ এপ্রিল	৩০ শাওয়াল	১৬ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৪:০৫	০৫:২৫	১১:৫৬	০৪:৩১	০৬:২৭	০৭:৪৬
০১ মে	০২ যুলক্বা'দাহ	১৮ বৈশাখ	বৃহস্পতি	০৪:০৩	০৫:২৪	১১:৫৫	০৪:৩২	০৬:২৮	০৭:৪৮
০৩ মে	০৪ যুলক্বা'দাহ	২০ বৈশাখ	শনিবার	০৪:০১	০৫:২২	১১:৫৫	০৪:৩২	০৬:২৯	০৭:৪৯
০৫ মে	০৬ যুলক্বা'দাহ	২২ বৈশাখ	সোমবার	০৪:০০	০৫:২১	১১:৫৫	০৪:৩২	০৬:৩০	০৭:৫০
০৭ মে	০৮ যুলক্বা'দাহ	২৪ বৈশাখ	বুধবার	০৩:৫৮	০৫:২০	১১:৫৫	০৪:৩২	০৬:৩১	০৭:৫২
০৯ মে	১০ যুলক্বা'দাহ	২৬ বৈশাখ	শুক্রবার	০৩:৫৭	০৫:১৮	১১:৫৫	০৪:৩২	০৬:৩১	০৭:৫৩
১১ মে	১২ যুলক্বা'দাহ	২৮ বৈশাখ	রবিবার	০৩:৫৫	০৫:১৭	১১:৫৫	০৪:৩৩	০৬:৩২	০৭:৫৪
১৩ মে	১৪ যুলক্বা'দাহ	৩০ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৩:৫৪	০৫:১৬	১১:৫৫	০৪:৩৩	০৬:৩৩	০৭:৫৬
১৫ মে	১৬ যুলক্বা'দাহ	০১ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৫২	০৫:১৫	১১:৫৫	০৪:৩৩	০৬:৩৪	০৭:৫৭

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	০	০	০	-১	০
গাযীপুর	০	০	০	+১	০
শরীয়তপুর	+১	+১	-১	০	-১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	-১	০	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+২	+৩	+২
কিশোরগঞ্জ	-৩	-১	-১	০	-১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+১	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	-১	০	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৩	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	০	+১	০
গোপালগঞ্জ	+৪	+৩	+১	+২	+১
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	০	+২	+২	+৩	+৩
ময়মনসিংহ	-২	০	০	+১	+১
জামালপুর	০	+২	+২	+৪	+৩
নেত্রকোণা	-৩	-১	-১	০	০

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৪	+৫	+৪
সাতক্ষীরা	+৭	+৬	+৪	+৫	+৩
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৮	+৭
নড়াইল	+৫	+৪	+৩	+৪	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৬	+৭	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৬	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৩	+৪	+৩
খুলনা	+৫	+৪	+২	+৩	+২
বাগেরহাট	+৪	+৩	+১	+২	+১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৪	+৫	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৩	+১	-১	০	-১
পটুয়াখালী	+২	+১	-১	০	-২
পিরোজপুর	+৪	+২	০	+১	০
বরিশাল	+২	+১	-১	০	-২
ভোলা	+১	-১	-২	-১	-৩
বরগুনা	+৪	+২	-১	০	-২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৪	+৪
পাবনা	+৪	+৫	+৪	+৬	+৫
বগুড়া	+২	+৪	+৫	+৬	+৬
রাজশাহী	+৬	+৮	+৭	+৮	+৮
নাটোর	+৫	+৬	+৬	+৭	+৬
জয়পুরহাট	+৩	+৬	+৬	+৭	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৯	+৯	+১০	+১০
নওগা	+৪	+৬	+৬	+৭	+৭

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৩	+৮	+৯	+১০	+১১
দিনাজপুর	+৪	+৭	+৮	+৯	+১০
লালমণিরহাট	০	+৪	+৫	+৬	+৭
নীলফামারী	+৩	+৭	+৭	+৯	+১০
গাইবান্ধা	+১	+৪	+৪	+৫	+৬
ঠাকুরগাঁও	+৪	+৮	+৯	+১০	+১১
রংপুর	+১	+৫	+৬	+৭	+৮
কুড়িগ্রাম	০	+৩	+৪	+৬	+৬

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৪	-৩	-৪
ফেনী	-৩	-৪	-৫	-৪	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-২	-৩	-২	-৩
রাঙ্গামাটি	-৫	-৭	-৮	-৮	-৯
নোয়াখালী	-১	-২	-৪	-৩	-৪
চাঁদপুর	০	-১	-২	-১	-২
লক্ষ্মীপুর	০	-১	-৩	-২	-৩
চট্টগ্রাম	-৪	-৫	-৭	-৬	-৮
কক্সবাজার	-৩	-৬	-৯	-৮	-১০
খাগড়াছড়ি	-৫	-৬	-৭	-৭	-৮
বান্দরবান	-৫	-৭	-৯	-৮	-১০

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৮	-৫	-৫	-৪	-৪
মৌলভীবাযার	-৭	-৫	-৫	-৪	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৪	-৩	-৩
সুনামগঞ্জ	-৬	-৪	-৩	-২	-২

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬।
দুপুর ২.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।
(শনিবার, সোমবার ও বুধবার)

চেম্বার : রাজশাহী রয়াল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৪.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত। (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 28, Issue 7, April 2025

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (এডুকেশন সিটি) ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে দান করুন!

◆ প্রতি কাঠা জমির সম্ভাব্য মূল্য ১ লক্ষ টাকা ◆ প্রতিজনের বসার স্থানের সম্ভাব্য মূল্য ২৫০০ টাকা

এছাড়া মাসিক ১০০ টাকা থেকে যেকোন পরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে দান করুন এবং নিয়মিত দানের প্রভূত নেকী অর্জন করুন।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সেই আমল আল্লাহর অধিক পসন্দনীয়, যে আমল নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয় *(বুখারী হা/৬৪৬৪)*।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৭২৪৬২৩১৭৯
রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০, ০১৭১১৫৭৮০৫৭২।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩ (ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ), ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বইসমূহ

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com